অর্থাৎ

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের
ইং ১৭৯৬ লাং ১৮০১ সালের তাবৎ আইন।

তাহা শ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে
সংশোধিত হইয়া
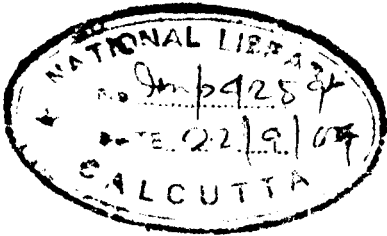
দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮২৮ সাল। বাং ১২৩৫ সাল।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ১ আপ্রিল।

রাজমহল ও ভাগলপুরের পাহাড়িয়াদিগের ফৌজদারীর মোতালক সামান্য ও উৎকৃটাপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচারের মতের।

২ দ্বিতীয় আইন। ১৮ আপ্রিল।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের সমস্ত জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবেরা শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগের নামে ফৌজদারী আদালতে বিচারের যোগ্য মোকদ্দমায় নালিশ হইলে তাহারদিগেরে ধরিবার ও তাহার বিচার করাইবার মতের।

৩ তৃতীয় আইন। ২২ আপ্রিল।

কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবেহইতে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের কোনং অধিকার বিশেষ খারিজ হইবার এবং মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ কোন ইজারদারের ইজারার ভূমির কিছু নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার ইজারার সে ভূমি সমুদয়ের পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইবার প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখণ জানাইবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১৩ মাই।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের সমস্ত জিলা ও শহরে দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত না থাকিলে তথাকার রেজিষ্টরসাহেব ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা আপনারদিগের ভারের কার্য্যছাড়া অপর যে সকল ব্যাপার করিবেন তাহার মত স্থৈর্য্যের।

৫ পঞ্চম আইন। ২০ মাই।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার অধিকারভূমি নীলামের নির্দ্দিষ্ট আইনের মধ্যের মর্ম্মবিশেষ পরিষ্কার করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১৫ জুলাই।

কাজী ও মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়ানুসার শাস্তি অল্প হইবার এবং অপরাধিবিশেষ কাহারো খুনছাড়া অপর শাস্তির ফতওয়া হইলে তাহা মাফ করিবার আর

কোনং

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

কোন২ মোকদ্দমার মুখ্যাপরাধিকে ধরিবার কিম্বা তাহার অপরাধ প্রমাণ করিবার অর্থে তাহার সমভিব্যাহারি কোন অপরাধির অপরাধ ক্ষমিবার যুক্তি শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবার শক্তি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে অর্পিবার। এবং এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভমণ ছয়২ মাসান্তর হইবার তারিখ পরিবর্ত্তিবার।

৭ সপ্তম আইন। ২২ জুলাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম ও ১০ দশম আইনে দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষান্বিত ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অধিকারভূমির কার্য্যপ্রয়োজন ও সরবরাহ না করিবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা মৌকুফের।

৮ অষ্টম আইন। ২ সেপ্তেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারে মালগুজারীর বাকীর কারণ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলা ও শহরসকলের আদালতের উকীলদিগের রসুম নির্দ্ধার্য্যের।

৯ নবম আইন। ২৩ সেপ্তেম্বর।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলে বিচারার্থে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাসকলের আসামীরা যাহারদিগেরে সাক্ষী মানে তাহারদিগের অন্তরা জানিবার এবং আসামী ও ফরিয়াদীদিগের মান্য সাক্ষিগণে প্রামাণ্য কথা কহিবার জন্যে সেই আদালতসকলে হাজির না হইবার হেতু তহকীক করিবার।

১০ দশম আইন। ৭ অক্তোবর।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উভয়তঃ কোন আইনের অর্থবোধের ব্যতিক্রম জন্মিলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার।

১১ একাদশ আইন। ২৮ অক্তোবর।

জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর ও পোলীসের আমলার হুকুমের প্রতিবন্ধক তা না হইতে পারিবার এবং ফৌজদারীর মোতালক অপরাধের অপবাদগ্রস্তেরা লুকাইলে কিম্বা তাহারদিগের উপর জারীহওয়া দস্তকের হুকুম কোন প্রকারে না মানিলে তাহারদিগকে হাজির করাইবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ১৬ দিসেম্বর।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার সময়ে আমানৎক্রমে বেশী শতকরা পাঁচ টাকার বদলে পনের টাকা দাখিল করাইবার।

১৩ ত্রয়োদশ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১৬ দিসেম্বর।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে হইলেও ঐ জিলা ও শহরসকলের আদালতের জজসাহেবেরা সে সকল মোকদ্দমার সম্পর্কীয় আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করিতে পারিবার। এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে সমাধাপাওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলেও ঐ আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিতে শক্তি রাখিবার যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ আইনে আছে তাহা মৌকুফ করিবার।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ১ প্রথম আইন।

রাজমহল ও ভাগলপুরের পাহাড়িয়াদিগের ফৌজদারীর মোতালক সামান্য ও উৎকটাপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচারের মতের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ১ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০২ সালের ২২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ২২ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১০ সালের ২১ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

রাজমহলের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের ও জিলা ভাগলপুরের অন্যং স্থানের পর্ব্বতস্থ চোহাড়ইত্যাদি লোকেরা নিতান্ত অশিষ্ট ও তাহারদিগের কুলধর্ম্ম ও জাত্যাচার তথাকার নিকটস্থ লোকদিগের দাঁড়া ও মতের বাহির এবং এমত বুঝাও যায় না ও তহকীকেও আইসে না যে তাহারা কস্মিন্ কালে পূর্ব্ব নাজিম অর্থাৎ নওয়াবপ্রভৃতি এ দেশি হাকিমদিগের ব্যাপ্য ও বাধ্য হইয়াছে এবং কারীগরী ও চাসক্রিয়া করিবার দাঁড়াও তাহারদিগের ছিল না ও আপনারদিগের কালহরণ ও দিনপাত প্রায় অপহরণ ও লুট তারাজের দ্বারা করিত ও তাহারা তৎকালে পাহাড়তলী লোকদিগের উপর পড়িয়া ও চড়াও হইয়া নানাপ্রকারে যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত সে কারণ উজড় ও ওয়রান হইত পশ্চাৎ ঐ জিলার কালেক্টর আগস্তস ক্লীব্লাণ্ড সাহেবের যুক্তিতে অপহরণ করিবার পদ্যহইতে ক্ষান্ত হইয়া ইঙ্গরেজের সরকারের ব্যাপকতার মধ্যে আসিয়া বাধ্য হইয়াছে। সরকারের বিহিত বিধানক্রমের যে সকল উদ্যোগে পাহাড়িয়াদিগের চলন ও ব্যবহার সারিয়াছিল তাহার মধ্যে এক এই ছিল যে পাহাড়িয়ার সরদারসকলের মুশাহেরা নিৰ্দ্ধাৰ্য্য করা গিয়াছিল এইহেতুক যে তাহারা আপনারদিগের মোতালক সীমাসরহদ্দের মধ্যে সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধ ও অসৎক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ খবরদারী করে। এতদ্ভিন্ন পাহাড়িয়াদিগেরে সম্মত করিবার নিমিত্তে ও তাহারদিগের চোহাড়িয়া দাঁড়ার জন্যে ও তাহারা মুসলমান ও হিন্দুর ভাষা এবং শরা ও শাস্ত্রের মৎ কিছুই জানে না এনিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৮২ সালের ১৪ জুনে নিৰ্দ্ধাৰ্য্য হইয়াছিল যে আদালতসকলের যে সকল হুকুম অন্যং স্থানের নিবাসিদিগের প্রতি সচরাচর চলে তাহা তাহারদিগের উপর চলিবেক না কিন্তু সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচার তাহারদিগের সরদারগণের বৈঠকে হইবেক ও সে বৈঠক কসবা ভাগলপুর কিম্বা রাজমহল অথবা ঐ জিলার স্থানান্তরে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তৃত্বতলে হইবেক ও ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম ছিল যে সেই বৈঠকের লোকদিগের দেওয়া মোকদ্দমা বিশেষের ফতওয়া

এতাবতা

এতাবতা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুরের জন্যে পাঠাইবেন। ইহাতে জানা গেল যে পাহাড়িয়ারা এই ব্যবস্থায় তুষ্ট হইয়াছে এবং আদালতের কামনাও সিদ্ধি পাইয়াছে এপ্রযুক্ত ঐ হজুর কৌন্সলে সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধিদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচারের দাঁড়া পূর্ব্বমতে সাব্যস্থ রাখিলেন। কিন্তু আদালতের আইনসকলের মর্ম্মানুসারে আবশ্যক হইল যে পাহাড়িয়াদিগের সরদারগণের বৈঠকের ফতওয়া ঐ হজুরে পাঠান না গিয়া তাহা দৃষ্ট ও মঞ্জুরহওনের কারণ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পৃথক হুকুমের অনুসারে পাঠান যাইবেক জানিবেন যে এ হুকুম ইশ্‌তিহার দেওয়া গেলে পর আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

পাহাড়িয়াদিগের অপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচার শরা ও আইনমতে না হইবার কথা।

রাজমহল ও ভাগলপুরের পাহাড়িয়াদিগের সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচার শরার মতে ও ফৌজদারীর মোতালক মোকদ্দমার অন্য সমস্ত লোকের সম্বন্ধে যে সকল আইন নির্দ্ধার্য্য আছে ও পশ্চাৎ নির্দিষ্ট হয় তাহার অনুসারে হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

অপবাদগ্রস্ত পাহাড়িয়াদিগেরে ধরিয়া ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে আনিবার ও তাহারদিগের অপরাধ বোধ না হইলে ছাড়িয়া দিবার কথা।

যদি কোন পাহাড়িয়ার নামে সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধের মোকদ্দমায় নালিশ হয় তবে তাহাকে ধরিয়া জিলা ভাগলপুরের ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে আনিতে হইবেক তাহাতে যদ্যপি সে নালিশের আরজী না লেখা গিয়া থাকে তবে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার আরজী লেখাইয়া তাহাতে ফরিয়াদীর দস্তখৎ করান্। আর যদি সে সাহেব ফরিয়াদী কিম্বা অন্য যে কেহ সে মোকদ্দমার বেওরা জ্ঞাত থাকে তাহাকে তাহার কুলধর্ম্ম কিম্বা জাত্যাচারক্রমে যেমতে সুকৃতি করাইবার হুকুম আছে সেমতে করাইবার দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া বৃত্তান্ত জানিয়া বুঝেন যে যে সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধের বিষয়ে নালিশ হইয়াছে তাহা সে আসামীহইতে হয় নাই অথবা এমতানুমান হয় যে তাহার সহিত এ বিষয়ের দায় নাহি তবে উচিত যে তৎক্ষণাৎ সেই আসামীকে খালাসী দেন ও তাহাকে খালাস করিবার হেতু রুবকারীর বহীতে লিখেনইতি।

৪ ধারা।

পাহাড়িয়াদিগের অপরাধ জানা গেলেও সে মোকদ্দমার বিচার তাহারদিগের সরদারেরা করিবার যোগ্য হইলে আসামীকে কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেব ফরিয়াদী ও উভয় প

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ফৌজদারীর সাহেব বুঝেন যে সেই সামান্য কিম্বা উৎকটাপরাধ হইয়াছে অথবা এমতানুমান হয় যে সেই অপবাদগ্রস্তের সহিত সে বিষয়ের দায় আছে তবে তাহার মোকদ্দমার বিচার যেং সরদার ও নায়েব ও মাঁঝী দিগেরে ফৌজদারীর সাহেব একত্র করিবেন তাহারদিগের বৈঠকে হইবার

কারণ

কারণ তাহাকে কয়েদে কিম্বা জামিনীতে ইহার যাহাতে রাখা উচিত জানেন তাহাতেই রাখিবেন। এবং বিচারকালে ফরিয়াদী ও উভয়পক্ষের সাক্ষিগণকে হাজির করাইবার কারণ যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহাও করিবেন।

ক্ষের সাক্ষিগণকে হাজির করাইবার যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ফৌজদারীর সাহেব কোন অপবাদগ্রস্তকে তাহার মোকদ্দমার বিচার পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরদের বৈঠকে হইবার কারণ কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখেন তবে কর্ত্তব্য যে কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখিবার সময়ে তাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করেন যে আপন সাক্ষিগণকে সরদারেরদের নিকটে দাখিল করাইতে চাহে কি না তাহাতে যদি দাখিল করাইতে চাহে তবে সে সাহেবের উচিত যে আপন রুবকারীর বহীতে সে সাক্ষিগণের নাম খ্যাতি ও বসতির স্থান নিদর্শনে লেখান্ আর যদি দাখিল করাইতে না চাহে তবে তাহার উত্তর সরদারেরদের জ্ঞাতসারের জন্যে ও পশ্চাৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অবগতহওনের নিমিত্তে সেই বহীতে লেখাইয়া রাখেন্।

অপবাদগ্রস্তের স্থানে সে সাক্ষী মানে কি না জিজ্ঞাসিয়া তাহার উত্তর বহীতে লিখিবার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—যে সময়ে উপরের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য হয় সে সময়ে পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরদের নিকটে বিচারের কারণ কয়েদে কিম্বা জামিনীতে থাকা অপবাদগ্রস্তরে এমত নালিশের স্থান থাকিবেক না যে সে আপনি শুদ্ধ হইবার অর্থে সাক্ষিগণকে আনাইবার জন্যে সম্পূর্ণ কাল অবসর পায় নাই। কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে কোন অপবাদগ্রস্ত বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইবার সময়ে আপন সাক্ষিগণের কাহারোং নাম লেখাইয়া কাহারো নাম বিস্মৃতিক্রমে কিম্বা কারণান্তরে না লেখাইয়া বিচারকালে সেই না লেখান নাম সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ দেওয়াইবার কথা সরদারেরদের বৈঠক হইবার পূর্ব্বে জাহির করে। এ গতিকে ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম আছে যে এমত জাহির পূর্ব্বে না করিয়া থাকিলেও তাকীদ করিয়া সেই শেষে জাহিরকরা নাম সাক্ষিকে এবং পূর্ব্বে যে সাক্ষিগণের নাম লেখাইয়া দিয়া থাকে তাহারদিগেরে সে মোকদ্দমার বিচারকালে হাজির করান্।

অপবাদগ্রস্তেরা সোপর্দ্দ হইবার কালে যে যে সাক্ষির নাম না কহিতে পারিয়া পশ্চাৎ কহে তাহারদিগেরেও হাজির করাইতে ফৌজদারীর সাহেবের প্রতি হুকুম থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ফৌজদারীর সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে পাহাড়িয়াদিগের সরদারদিগকে সোপর্দ্দকরা প্রত্যেক মোকদ্দমার তজবীজের রোয়দাদের সঙ্গে ফরিয়াদী ও আসামীর দরখাস্তক্রমে তলবহওয়া সাক্ষিগণের নামনবীসীর ফিরিস্তি তাহারদিগের যে যে হাজির থাকে ও যে যে হাজির না থাকে ও যেহেতুক হাজির না থাকে তাহার নিদর্শনে পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরদের নিকটে দর্শান্। সংপ্রতি হুকুম হইল যে সাক্ষিরা হাজির না হইবার বিষয়বোধ সর্ব্বপ্রকারে পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরদের হইবার জন্যে ফৌজদারীর সাহেব সেই ফিরিস্তির সঙ্গে গরহাজির সাক্ষিগণের নামের যে যে সপীনা তাহারদিগের গরহাজিরী বেওরা নিদর্শন দিয়া নাজির কিম্বা তাহার পক্ষের লোকে দাখিল করিয়া থাকে সেইং আসল সপীনাও দর্শান্। এবং নাজির অথবা তাহার পক্ষের সেই লোক যাহার মারফতে সেইং সপীনা জারী

ফৌজদারীর সাহেবেরা সাক্ষিগণের নামনবীসীর ফিরিস্তি ও নাজিরপ্রভৃতির দাখিলকরা গরহাজিরী কৈফিয়ৎযুক্ত আসল সপীনা পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরদের নিকটে দর্শাইবার এবং নাজির প্রভৃতি যাহার দ্বারা সে সপীনা জারী হইয়া থাকে তাহাকেও উত্তর দিবার কারণ সেই সর

দারদিগের স্থানে রুজু রাখিবার কথা

জারী হইয়া থাকে তাহাকেও রুজু রাখেন্ ও তাহারদিগের স্থানে পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরা যাহা জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তর দেয় এগতিকে সেই সরদারেরা সে সাক্ষিগণের গরহাজিরের মূল বুঝিতে পারিবেক। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের এই বাসনা যে পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরা যাবদীয় মোকদ্দমার প্রতি আপনারদিগের হুদ্বোধের কারণ এবং নিজামৎ আদালতে যে যে মোকদ্দমা বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইবার যোগ্য তাহা তথায় সোপর্দ্দ হইলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের খাতিরজমা হইবার জন্যে ফরিয়াদী ও আসামীদিগের সাক্ষিগণকে হাজির করাইবার নিমিত্তে যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা সর্ব্বতোভাবে করা গিয়াছে কি না ইহার তহকীক করে ইতি।

৫ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেব মোকদ্দমার বিচার করিবার ও তাহার নিষ্পত্তি উভয়ে সম্মত হইলে করিতে পারিবার অথবা অসম্মতিতে শাস্তির যোগ্য জানিলে সোপর্দ্দ করিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সমস্ত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার ও বিবেচনা করেন্ আর যদি উভয় বিবাদিতে সম্মত হয় তবে তাহার নিষ্পত্তি করিতেও মনোযোগী হন্। অথবা যদি তাহারদিগের অসম্মতি হয় ও সে সাহেব বুঝেন্ যে সে আসামী শাস্তির যোগ্য তবে ফৌজদারীর সাহেবের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে তাহাকে তাহার মোকদ্দমার বিচার সরদারেরদের বৈঠকে হইবার কারণ কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখেন্ ইতি।

৬ ধারা।

অসঙ্গত নালিশ হইলে ফরিয়াদী শাস্তি পাইবার কথা।

যদি ফৌজদারীর সাহেব উপরের ধারার লিখিত নালিশের মূল অসঙ্গত জানেন্ তবে ক্ষমতা আছে যে তাহার ফরিয়াদীকে ১৫ পনের দিনপর্য্যন্ত কয়েদ রাখেন্ কিম্বা পঞ্চদশ বেত্রাঘাতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

পাহাড়িয়াদিগের সরদারওগয়রহেরা বৎসরে দুইবার কিম্বা কর্ম্মক্রমে ততোধিকবার একত্র হইবার কথা।

পাহাড়িয়াদিগের সামান্য ও উৎকৃষ্টাপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচার তাহারদিগের চলন ও ব্যবহারক্রমে করিবার জন্যে পাহাড়িয়া সরদারেরা ও তাহারদিগের নায়েবেরা ও মাঁঝী প্রভৃতিরা বৎসরেং দুইবার কিম্বা কর্ম্মক্রমে ততোধিকবার একত্র হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

সরদারওগয়রহদিগকে সুকৃতি করাইবার কথা।

সামান্য মর্য্যাদার মাঁঝীদিগকে সুকৃতি না করাইবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে যেং সরদার ও নায়েব ও মাঁঝীরা বৈঠক করিবার ও ফতওয়া দিবার যোগ্য তাহারদিগেরে বৈঠকের কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহারদিগের যে সুকৃতি বলবৎ তাহা করান্। কিন্তু এমত দাঁড়া ছিল না যে সামান্য মর্য্যাদার যে মাঁঝীরা কেবল বিচার করিবার সাধ্য রাখে তাহার

দিগেরে

দিগেরে সুকৃতি করাণ যায় এইহেতুক তাহারদিগেরে সুকৃতি করাণও যাইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে জিলা ভাগলপুরের মধ্যে যথায় সরদারেরদের বৈঠক সুন্দর হইতে পারে তথায় হওন নির্দ্দিষ্ট করেন্ এবং যে সকল কার্য্যের জন্যে বৈঠক হইয়া থাকে তাহা সম্পন্নের পর সে বৈঠক উঠান্ ইতি।

জিলা ভাগলপুরের মধ্যে যথায় হয় বৈঠক নির্দ্দিষ্ট করিবার ও কর্য্যনিষ্পত্তির পর তাহা উঠাইবার কথা।

১০ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের সাক্ষাৎ বৈঠক হইবেক তাহাতে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সাক্ষিগণ কিম্বা আসামীদিগের স্থানে যে সওয়াল করা উচিত তাহা করিবার কারণ সরদারপ্রভৃতিকে ইশারা করেন্ যে তাহারা সাক্ষিগণ কিম্বা আসামীদিগের স্থানে তদনুসারে কথা জিজ্ঞাসা করে এইহেতুক যে বৈঠকের মধ্যে সমস্ত কৈফিয়ৎ প্রচার হয় ও জানা যায় ও পশ্চাৎ সে কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সুগোচর হইয়া তথাহইতে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম হইতে পারে। ফৌজদারীর সাহেব সকল মোকদ্দমার বিবেচনা ও তহকীক সরদারপ্রভৃতির দ্বারা দাঁড়াবন্দীক্রমে করাইবেন। এবং যে সকল মোকদ্দমার তহকীক আদৌ আপনি করিয়া থাকেন ও তৎকালে আসামীরা তাহাতে সম্মত হইয়া থাকে তাহাও তজবীজের রোয়দাদের শামিল জানিবেন। কিন্তু আপনি কোনপ্রকারে বৈঠকী বিচার ও হুকুমের মধ্যে যাইবেন্ না এবং আপন আমলা কিম্বা অপর কাহাকেও তাহাতে হস্তনিক্ষেপ করিতে দিবেন না ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবের সাক্ষাৎ বৈঠক হইবার ও সে সাহেব যে সকল কথা সাক্ষিগণ ও আসামীদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণ উচিত তাহা পাহাড়িয়াদিগের সরদারদিগের মারফতে জিজ্ঞাসিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেব মোকদ্দমার বিচার দাঁড়াবন্দীমতে করাইবার এবং তাঁহার করা তহকীকাতে আসামীরা সম্মত হইয়া থাকিলে তাহা রোয়দাদের শামিল জানিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেব ও তাঁহার আমলাপ্রভৃতিতে বৈঠকী বিচার ও হুকুমে হস্ত না দিবার কথা।

১১ ধারা।

যে কালে কোন আসামীর ভাগ্যে ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক না হয় এমত কয়েদের ফতওয়া হয় ও ফৌজদারীর সাহেব তাহা সঙ্গত জানেন্ তবে সে সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত ফতওয়াকে যথার্থ মানিয়া তৎক্ষণাৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে না জানাইয়া মঞ্জুর করেন্ ও তাহা আমলে আনেন্ অথবা যদি তাহা অতিকঠিন জ্ঞান হয় তবে কর্ত্তব্য যে তদপেক্ষা অল্প শাস্তি দেন্। কিন্তু যদি বৈঠকী হুকুম রদ কিম্বা বদল করেন্ তবে উচিত যে তাহা রদ কিম্বা বদল করিবার হেতুর বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠান্ ইতি।

১৪ বৎসরের অধিক না হয় এমত কয়েদের ফতওয়া ফৌজদারীর সাহেব সঙ্গত জানিলে মঞ্জুর করিবার ও তাহা আমলে আনিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেব বৈঠকী হুকুম কঠিন নিলে তাহা অল্প করিবার কারণ সংবাদ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

১২ ধারা।

যদি কোন আসামীর ভাগ্যে হত্যার কিম্বা অঙ্গচ্ছেদনের অথবা ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক কাল কয়েদের হুকুম হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার

যে আসামীর প্রতি খুনের কিম্বা অঙ্গচ্ছেদ

নের অথবা ১৪ বৎসরের উর্দ্ধ কয়েদের হুকুম হয় তাহার তজবীজের রোয়দাদ নিজামৎআদালতে পাঠাইবার কথা।

হার তজবীজের আসল রোয়দাদসমেত তরজমা ও তাহাতে আপন বিবেচনায় যে আইসে তাহা লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।

১৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা রোয়দাদ দৃষ্টে তাহা মঞ্জুর কিম্বা বদলের হুকুম দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফৌজদারীর সাহেবের পাঠান উপরের লিখিত রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া তাহার হুকুম মঞ্জুর কিম্বা বদল করেন্ অথবা নীচের প্রকরণের লিখনানুসারের নিষেধ ও বিধিক্রমে যে হুকুম দেওয়া বিহিত জানেন্ তাহাই দেন্।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আপনাহইতে খুনের হুকুম না দিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা নাই যে যে কোন আসামীর প্রতি খুনের ফতওয়া সরদারেরদের বৈঠকহইতে না হইয়া থাকে তাহাকে হত্যা করিবার হুকুম দেন্।

অঙ্গচ্ছেদনের হুকুমের বদলে অপরাধিকে কয়েদ রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— যদি কোন অপরাধির ভাগ্যে দুই অঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়া হয় ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় বুঝেন্ যে সে আসামী তদুপযুক্ত অপরাধী বটে তবে কর্ত্তব্য যে সেই দুই অঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়ার বদলে তাহাকে ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন্ আর যদি কোন আসামীর প্রতি একাঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়া হয় তবে উচিত যে তাহার বদলে তাহাকে ৭ সাত বৎসর কয়েদ রাখিবার হুকুম করেন্। এবং তাহাকে এত কাল কয়েদ না রাখণ উচিত জানিলে যত দিন রাখণ বিহিত হয় তত দিন রাখিতে হুকুম দেন্।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কয়েদের মিয়াদ কম করিতে পারিবার কথা।

খুনের যোগ্য কাহারো খুন হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা মাফ করিলেও তাহা মঞ্জুর না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—পাহাড়িয়াদিগের মধ্যে এমত দাঁড়া ছিল যে খুনের কোন২ মোকদ্দমায় হতপ্রাণ ব্যক্তির অতিনৈকট্য অন্তরঙ্গে খুনীকে মাফ করিতে পারিত অথবা কেসাস অর্থাৎ বদল খুনের অথবা দীয়ৎএতাবতা খুনমূল্যের দাওয়া করিতে শক্ত হইত এ দাঁড়া বহাল থাকিবেক না ইহাতে যদি বৈঠকের লোকেরা লিখে যে অপরাধী খুন করিয়াছে ও সে মোকদ্দমায় সে অপরাধী খুন হইবার যোগ্য হয় তবে তাহাকে খুন করা যাইবেক যেমতে উপরের লিখিত দাঁড়া বহাল থাকিয়া হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিতে কেসাসের দাওয়া করিলে খুন করা যাইত।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা খুনের হুকুম হওয়া কোন অপরাধিকে মাফকরণ উচিত জানিলে তাহা করিবার পরামর্শ লিখিয়া হজুরে দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যদি পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরা বৈঠকে কোন অপরাধির প্রতি খুনের ফতওয়া দেয় ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহাকে অনুগ্রহ করণ সঙ্গত জানেন্ তবে তাহার বেওরা কৈফিয়ৎদৃষ্টে সে অপরাধ ক্ষমা কিম্বা সে ফতওয়া বদল যে কর্ত্তব্য আপনারদিগের বিবেচনায় আইসে তাহা লিখিয়া সেই কৈফিয়ৎসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেব এই ধারার লিখনানুসা

ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে পাহাড়িয়াদিগের সরদারেরদের বৈঠক ভঙ্গ হইলে পর

পর ১০ দশ দিনের মধ্যে যত শীঘ্র পারেন্ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার যোগ্য সমস্ত মো মার রোয়দাদ বন্দওয়ারিরদের অর্থাৎ দোভাষিয়াদিগের স্থানে পারসী ভাষায় লেখাইয়া লইয়া তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাসুদ্ধা সে মোকদ্দমার বেওরা নি পন বিবেচিত লিখন পৃথক্ করিয়া লিখিয়া ঐ আদালতের সাহেবদিগের ন্ ইতি।

রে বৈঠকভঙ্গের পর ১০ দশ দিনের মধ্যে সকল মোকদ্দমার পারসী ভাষার রোয়দাদ ইঙ্গরেজী তরজমাসুদ্ধা নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

১৫ ধারা।

নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে শেষ হুকুম হইলে পর ৬ ছয় দিনের মধ্যে তাহার নকল ঐ আদালতের মোহরে ও আপন খেদমতের নিদর্শনী দস্তখতে সহী করিয়া জিলা ভাগলপুরের ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠান্ ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেবের উচিত যে তৎক্ষণাৎ সে হুকুমমতে কার্য্য করেন্ ও যে রূপে করেন্ তাহার সমাচার লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠান্ ইতি।

নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব শেষে হওয়া হুকুমের নকল ৬ দিনের মধ্যে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার ও ফৌজদারীর সাহেব তাহা আমলে আনিবার কথা।

১৬ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৩০ ত্রিংশৎ ধারাক্রমে ১ প্রথম ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ নম্বরের যে ফিরিস্তি রাখিবার ও তাহা মাসে২ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার হুকুম আছে তাহাতে যে পাহাড়িয়া ধরা পড়িয়া থাকে কিম্বা যাহার প্রতি হুকুম হইয়া থাকে তাহার নাম অপরাধ বুঝিয়া সেই ফিরিস্তির যে নম্বরে লিখিতে হয় তথায় লিখেন্ ও সে অপরাধিকে অন্য২ কয়েদীর ন্যায় জানেন্ ইতি।

ফৌজদারীর সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৩০ ধারাক্রমে যে ফিরিস্তি রাখিবার হুকুম আছে তাহাতে আসামীদিগের নাম লিখিয়া রাখিবার কথা।

১৭ ধারা।

পাহাড়িয়াদিগের মোকদ্দমার যে বিচার করিবার ভার ফৌজদারীর সাহেবের প্রতি আছে তাহা করিবার কিছু তদবীর এ আইনে লেখা গেল না ইহাতে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে আদালত ও ইমান ও ধর্ম্মদৃষ্টে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও বিবেচনা করিতে মনোযোগী হন্ আর পাহাড়িয়াদিগের যে২ চলন ও ব্যবহার আছে তাহাও এমতে মানিবেন যে তাহাতে আদালতের মতের বৈলক্ষণ্য না দর্শে ইতি।

বিচারার্থে হুকুম না হওয়া মোকদ্দমার বিচার ফৌজদারীর সাহেব ধর্ম্মতঃ করিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের সমস্ত জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবেরা শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগের নামে ফৌজদারী আদালতে বিচারের যোগ্য মোকদ্দমার নালিশ হইলে তাহারদিগেরে ধরিবার ও তাহার বিচার করাইবার মতের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ১৮ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ৯ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ২৬ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ৯ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ২৬ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১০ সালের ৯ শওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুততৃতীয় জার্জ অর্থাৎ ইঙ্গরেজের বর্ত্তমান বাদশাহের বাদশাহী ২১ সন জলুসের আক্‌ট পার্লিমেণ্ট এতাবতা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কৃত ব্যবস্থার ৬৫ পঞ্চষষ্টি নম্বরের হুকুমের অনুসারে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এমত কর্ত্তৃত্ব হইল যে শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কিম্বা ঐ বাদশাহের ব্যাপ্য অন্য সাহেবলোকের মধ্যে যাহারদিগেরে জষ্টিস আফ্‌পীস অর্থাৎ পোলিসের কর্ম্মোপযুক্ত বুঝেন্ তাঁহারদিগেরে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন্ ও তদর্থে তাঁহারদিগেরে সুপ্রেম কোর্ট বাক্যার্থ কলিকাতার বড় আদালতের মোহর ও প্রধান জজসাহেবের দস্তখতে সনন্দ দেওয়ান্। ইহাতে যাঁহারা তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা উপরের লিখিত আক্‌ট পার্লিমেণ্টের হুকুমক্রমে ইংগ্লণ্ড নাম ইঙ্গরেজের বিলায়তে পোলীসের সাহেবেরা যেমতে সুকৃতি করিবার ধার্য্য আছে তাহার কোনং মর্ম্মবিশেষের নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্তে ঐ বড় আদালতে সুকৃতি করিয়া আপনারদিগের পাওয়া সনন্দানুসারে তাহার লিখিত সীমাসরহদ্দের মধ্যে জষ্টিস আফ্‌পীসের সম্পর্কীয় যাবদীয় ক্ষমতা ও হুকুমৎ চালাইতে পারিবেন অতএব ঐ আক্‌ট পার্লিমেণ্টের হুকুম মতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ২৭ জানুআরিতে গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে অন্যং কৃত হুকুমছাড়া বিশেষিয়া এই হুকুম ধার্য্য করিয়াছেন যে সমস্ত জিলা ও শহর জাঁহাগীর নগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের ফৌজদারীর সাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক যে যে সীমানার নিরূপণ সংপ্রতি আছে কিম্বা পশ্চাৎ হয় তাহার মধ্যে জষ্টিস আফ্‌পীসের কার্য্য করিবার ক্ষমতা রাখিবেন ও যাঁহারা এমত ক্ষমতা রাখিবেন তাঁহারদিগের নাম সনন্দ দিবার অর্থে যে হুকুমনামা ঐ বড় আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক তাহাতে লেখা থাকিবেক কারণ এই যে সেই সকল নাম নির্দ্দিষ্ট ফৌজদারীর সাহেবেরা ঐ বাদশাহের ব্যাপ্য বিলা

য়তী

য়তী লোকেরা দুষ্ক্রিয়া করিলে তাঁহারদিগেরে ধরিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের উনবিংশতি ধারার হুকুমের অনুসারে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে ঐ ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে জষ্টিস আফ্‌পীসের কার্য্যের সম্পর্কীয় সুকৃতি করাইবার নিমিত্তে আনাইতে হইলে বিস্তর ব্যয় হয় একারণ তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম হইল যে এই আইন জারী হইবার তারিখের পর যে সময়ে সদরে আসিবেন সেই সময়েই সুকৃতি করিবেন এবং তাঁহারদিগেরে ঐ আক্ট পার্লিমেণ্টের ১৫৫ নম্বরের নিষেধ হুকুমমতে সাবধান করা যাইতেছে যে যাবৎ সুকৃতি না করিবেন তাবৎ জষ্টিস আফ্‌পীসের ব্যাপার করিতে প্রবৃত্ত না হন্ আর জানিবেন যে ফৌজদারীর সাহেবেরা জষ্টিস আফ্‌পীসের বিষয়ে সুকৃতি করিয়া তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ঐমত যে লোকদিগেরে ধরিবেন তাহারদিগেরে সে সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৯ উনবিংশতি ধারাক্রমে কলিকাতার বড় আদালতের কোন জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না। পূর্ব্বে পদ্য ছিল যে ঐ মতে লোকদিগের কাহাকেও ধরিলে তাহাকে বিচারার্থে কলিকাতার বড় আদালতে পাঠাইতে হইত ও তাহার প্রমাণজন্যে জনেক দুইজন অথবা ততোধিক জন সাক্ষিকে সে সমভিব্যাহারে পাঠান যাইত তাহাতে সে সাক্ষিরা বিস্তর ক্লেশ পাইত সেই সকল ক্লেশ দূরের জন্যে সমস্ত জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনং সীমাসরহদ্দের মধ্যের জষ্টিস আফ্‌পীসের কার্য্য করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইলে ঐ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৯ উনবিংশতি ধারার হুকুম রদ হইয়া পশ্চাৎ তাহার পরিবর্ত্তে যে হুকুম মতে কার্য্য হইবেক তাহা নীচের লিখনক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগেরে ধরিবার ও তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচার করাইবার প্রতি কর্ত্তব্য উদ্যোগের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকছাড়া অন্য সমস্ত বিলায়তী লোকেরা এদেশি লোকদিগের ন্যায় সকল ফৌজদারীর সাহেবদিগের এলাকায় ধরা পড়িতে পারে ও তাহারদিগের সে সকল মোকদ্দমার বিচার যাহার যে এলাকা তথাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতে হইতে পারে কিন্তু ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোক ফৌজদারী মোকদ্দমায় কেবল কলিকাতার বড় আদালতের তাবে আছে ও তাহারদিগের কাহারো নামে ফৌজদারী আদালতে বিচারের যোগ্য কোন মোকদ্দমার নালিশ হইলে তাহাকে ধরিবার ও সে মোকদ্দমার বিচার করাইবার কারণ নীচের লিখিত উদ্যোগ করা যাইবেক।

ফৌজদারীর কোন সাহেব জষ্টিস আফ্‌পীসের কার্য্য সুকৃতি করি

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেব জষ্টিস আফ্‌পীসের কার্য্যার্থে সুকৃতি করিয়া থাকিলে ও শ্রীযুত তৃতীয় জার্জ বর্ত্তমান বাদশাহের বাদশাহী ২১ সন জলুসের আক্ট পার্লিমেণ্টের ৬৫ নম্বরের হুকুমের অনুসারে

জষ্টিস

জষ্টিস আফ্ পীসের ব্যাপারের ভার তাঁহাকে অর্পণ হইলে যদি সে সাহেবের নিকটে সে মোতালকের কোন মোকদ্দমার নালিশ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী কাহারো নামে কেহ সুকৃতিপূর্ব্বক করে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে যাহার নামে সে নালিশ হয় তাহাকে ধরিয়া যদি সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ হয় যে সে আসামী বিচারের কারণ সোপর্দ্দ করিবার যোগ্য তবে জষ্টিস আফ্পীসের কার্য্যের ভার ক্রমে তাহাকে কলিকাতায় চালান করিয়া সে সঙ্গে কলিকাতার শেরিফের নামে এক হুকুমনামা আপন মোহর ও দস্তখতে এই মতে লিখিয়া পাঠাইবেন যে সে আসামীকে আগামি মিসিলে বিচারের কারণ আপন জিম্মায় রাখে আর জষ্টিস আফ্ পীস সাহেবের উচিত যে সে ফরিয়াদীর স্থানে এইরূপে মুচলকা লন্ যে আগামি মিসিল হইবার পূর্ব্বে সে আপনি কলিকাতায় উপস্থিত হয় এবং সাক্ষিদিগের স্থানে মুচলকা লন্ যে তাহার বিচার হইবার কালে তথায় রুজু হয়।

যা পাইয়া থাকিলে যদি তাঁহার নিকটে সে বিষয়ের কোন নালিশ হয় তবে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কোন জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেব জষ্টিস আফ্ পীসের কার্য্যার্থে সুকৃতি না করিয়া থাকিলে ও উপরের লিখিত আক্ট পার্লিমেন্টের হুকুম মতে ঐ কার্য্যের ভারার্পণ তাঁহাকে না হইয়া থাকিলে যদি সেই সাহেবের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের ব্যাপ্য কোন সাহেবের নামে কেহ সুকৃতিপূর্ব্বক নালিশ করে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে তাঁহাকে ধরিয়া সে মোকদ্দমার বিচার সহজে করিয়া যদি তাঁহাকে সোপর্দ্দ করিবার যোগ্য বুঝেন্ তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অতি সাবধানে কলিকাতায় পাঠান্ ও তৎকালে তাঁহার সঙ্গে সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ তাহাতে সে সাহেবেরা সরকারের আটর্নি অর্থাৎ মুখ্তারকার উকীলকে হুকুম দিবেন যে সে আসামীকে সোপর্দ্দ করিবার ও পশ্চাৎ তাহার বিচার হইবার কারণ যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা করে আর ইহাতে ফৌজদারীর সাহেবের উচিত যে কিহেতুক সে মোকদ্দমা বিচারের কারণ সোপর্দ্দ করিবার যোগ্য হয় তাহা প্রমাণ জানাইবার কারণ যদি দুই জন সাক্ষী মিলে তবে তাহারদিগেরে সেই সমভিব্যাহারে পাঠান্ অথবা সে সাক্ষিদিগের স্থানে মুচলকা লন যে সে আসামী কলিকাতায় পঁহুছিবার সময়ে তাহারা তথায় হাজির হইয়া সে মোকদ্দমার বিচার হইবাপর্য্যন্ত রুজু থাকিয়া তাহাকে সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে ইশাদি দেয়। আর কর্ত্তব্য যে আসামীর সঙ্গে যে লিখন নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ তাহাতে সে সাক্ষিদিগের নাম লিখেন্ এবং ফরিয়াদীর স্থানে এমত মুচলকা লন্ যে আগামি মিসিল হইবার পূর্ব্বে সে আপনি কলিকাতায় উপস্থিত হয় ইতি।

ফৌজদারীর কোন সাহেব জষ্টিস আফ্পীসের ভার না পাইয়া থাকিলে যদি তাঁহার নিকটে কোন নালিশ হয় তবে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৩ ধারা।

যদি ফরিয়াদী কিম্বা সাক্ষিরা পথখরচ করিয়া আসিবার শক্তি না রাখে তবে ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে অশক্ত ফরিয়াদী ও সাক্ষিরা দায়ের ও সা

পথখরচ করিবার শক্তিহীন ফরিয়াদী ও

য়েরী

সাক্ষিদিগেরে রোজ দিবার কথা।

য়েরী আদালতে রুজু থাকিবাবধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ২৬ ষড়্ বিংশতি ধারাক্রমে যেমতে রোজ পায় সেইমতে দিনপ্রতি ৵০ দুই আনা তাহারা বড় আদালতে রুজু থাকিবাপর্য্যন্ত এবং যত দিন পথে আইসে ও যায় ততদিনের নিমিত্তে দেন্। আর যদি এমত জানা যায় যে সেই ফরিয়াদী ও সাক্ষিরা ফিরিয়া যাইবার কালে আপনারদিগের সাধ্য সত্ত্বে যাইতে বিলম্ব করিয়াছে তবে তাহারা বাটী পঁহুছিতে যত দিন সঙ্গত হয় তত দিনের রোজ তাহারদিগেরে দিবেন ইতি।

৪ ধারা।

সমস্ত জিলা ও শহর সকলের ফৌজদারীর নিযুক্ত সাহেবেরা জষ্টিস আফ্‌পীসের বিষয়ে সুকৃতি এই আইন জারীর তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে করিবার ও পশ্চাৎ যাঁহারা মোকরর হন্ তাঁহারা মোকরর হইবার তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে করিবার কথা।

এই আইনের হেতুবাদের লিখিত ক্লেশাদি না হইতে পারিবার কারণ কোন জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেব জষ্টিস আফ্ পীসের কার্য্য করিবার অর্থে সুকৃতি না করিয়া থাকিলে যদি তাঁহার নিকটে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য কোন সাহেবলোকের নামে ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমার নালিশ হয় তবে হুকুম আছে যে সমস্ত জিলা ও শহর জাঁহাগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণসের ফৌজদারীর যে সাহেবেরা অদ্যাবধি আপনারদিগের সীমানার মধ্যের জষ্টিস আফ্‌পীসের কার্য্যার্থে সুকৃতি না করিয়া থাকেন্ তাঁহারা আইন জারীর তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে সুকৃতি করিবেন আর পশ্চাৎ যে কেহ কোন জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর ব্যাপারে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনি নিযুক্ত হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে শপথ করেন্ তাহাতে যদ্যপি তাঁহার অধিক মিয়াদ লইবার আবশ্যক থাকে তবে উচিত যে তাহার দরখাস্ত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন্ ইহাতে সে সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই শপথ যত দিন বিলম্বে করিবার মিয়াদ দেওয়া বিহিত জানেন্ তাহারি হুকুম করিবেন কিন্তু পশ্চাৎ যাঁহারা নিযুক্ত হন্ তাঁহারা নিযুক্ত হইলে পর উপরের লিখিত আক্ট পার্লিমেণ্টের হুকুমমতে শপথ করিবার জন্যে এক বৎসরের অধিক কাল মিয়াদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের বিনাহুকুমে হইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবেহইতে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের কোনং অধিকার বিশেষ খারিজ হইবার এবং মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ কোন ইজারদারের ইজারার ভূমির কিছু নীলামে বিক্রয় হইলে তাহার ইজারার সে ভূমিসমুদয়ের পাট্টা বাজেয়াপ্ত হইবার প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্করাখন জানাইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ২২ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১৩ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ৩০ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ১৩ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ৩০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১০ সালের ১৩ সওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের অনুসারে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকিবাপর্য্যন্ত মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ তাহা নীলামে বিক্রয়ের যোগ্য হয় না এপ্রযুক্ত কোনং ব্যক্তিবিশেষে আপনারদিগের অধিকারভূমি ঐ কোর্টের নীচে আসিবার মনস্থে তাহা আপনারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রাদি সন্তানদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। এরূপে অধিকারভূমি হস্তান্তর অর্থাৎ খারিজদাখিলকরণ সাব্যস্ত রাখিলে ঐ ১০ দশম আইনের মর্ম্মের বিপরীত দর্শে কেননা ঐ আইনের মর্ম্ম এই যে যাহারদিগের মরণানন্তর যে সকল অধিকারভূমি অযোগ্য অধিকারিরা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পাইয়া থাকে তাহারদিগের অধিকারসকলের রক্ষার প্রতি বর্ত্তিবেক। আর এমতের খারিজ দাখিল সাব্যস্ত রাখিলে অযত্নে এবং বিনা খবরদারীতে কিম্বা অপকর্ম্মের দ্বারা অথবা মতান্তরে যাহারদিগের অধিকারভূমির স্থিত এত অল্প হয় যে তাহাতে মালগুজারীর সরবরাহ না হইতে পারে তাহারাও সে সকল অধিকার সত্য কি মিথ্যা ক্রমেই বা অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র অথবা অযোগ্য অন্যের হস্তগত করিয়া সে সকল অধিকার ঐ কোর্টের নীচে আনিতে পারিত ও তাহার তত্ত্বাবধারণ ও খবরদারী ও সরবরাহের দায় সরকারের শিরে পড়িত ও সে সকল অধিকারের মালগুজারীতে যত অস্থিত হইত তত ক্ষতি সরকারের হইত। আর এমত সন্দেহ ছিল যে যে সময়ে ইজারদারদিগের কাহারো ইজারার ভূমির কিছু মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামে বিক্রয় হইবেক সে সময় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহার ইজারার সে ভূমিসমুদয়ের পাট্টা বাজেয়াপ্তের যোগ্য হইবেক কি না অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

কোর্ট ওয়ার্ডসের কর্তৃত্ব কেবল উত্তরাধিকারিত্বক্রমে অর্শা অযোগ্যাধিকারিদিগের অধিকারভূমিতে চলিবার কথা।

জানিবেন যে যাহারদিগের মরণানন্তর যে সকল অধিকারভূমি অযোগ্য অধিকারিরা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পায় কেবল সেই সকল অধিকারের প্রতি কোর্ট ওয়াডসের হুকুমত অর্থাৎ কর্তৃত্ব সচরাচর থাকিবেক এতদ্ভিন্ন সকর কি নিষ্কর যে সকল ভূমিতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা মতান্তরে কোন অযোগ্য অধিকারির স্বত্বাধিকার হইয়াছে কিম্বা হয় সে সকল ভূমি ঐ কোর্টের হুকুমতের বাহির রহিবেক ও সেমত ভূমি যোগ্য অধিকারির হস্তে থাকিলে তাহা যেমতে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের জন্যে নীলামের যোগ্য হইত সেই মতে মালগুজারীর বাকী উসুলের নিমিত্তে কিম্বা কারণান্তরে সে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক। কিন্তু এমতানুমান না হয় যে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে না অর্শা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের যে সকল ভূমি এইক্ষণে ঐ কোর্টের তাবে আছে তাহা উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে তথাকার তাবে ছাড়া হইবেক। এবং এরূপ বিবেচনাও করিবেন না যে সে সকল ভূমি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ কোর্টের তাবে থাকিবাপর্য্যন্ত নীলাম হইতে পারিবেক। এবং শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে না অর্শা কোন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির অধিকারী জনেক কিম্বা দুই জন অথবা ততোধিক জন অযোগ্য রহিলে যদি সে ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে রাখিলে সরকারের ও সেই ভূম্যধিকারিদিগের লাভ বোধ হয় তবে তথাকার তাবে রাখিবেন এমতে যে সকল অধিকার ভূমি ঐ কোর্টের তাবে হয় তাহা সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ ঐ কোর্টের তাবে থাকিবাপর্য্যন্ত নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক না আর বুঝিবেন যে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে অর্শা অযোগ্য অধিকারিদিগের অধিকারভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে থাকিলে তাহার সরবরাহকরণ যে প্রকারে তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইত সেই প্রকারে এমতাধিকারভূমির সরবরাহকরণ তাঁহারদিগের উচিত হইবেক ইতি।

কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে সংপ্রতি যে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি আছে তাহার প্রতি এই ধারার হুকুম না চলিবার কথা।

অধিকারভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে রাখিবার অর্থে হজুরের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

৩ ধারা।

ইজারদারদিগের ইজারা ভূমিসমুদায়ের পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুম চলিবার কথা।

এই ধারানুসারে প্রচার করা যাইতেছে যে ইজারদারদিগের যাহার ইজারার যে ভূমির কিছু সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ নীলামে বিক্রয় হয় তাহার ইজারার সে ভূমিসমুদয়ের পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিবার প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইনের ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেকইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের সমস্ত জিলা ও শহরে দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের কর্ম্ম স্থানে উপস্থিত না থাকিলে তথাকার রেজিষ্টরসাহেব ও রেজিষ্টরের আসিষ্টান্ট সাহেবেরা আপনারদিগের ভারের কার্য্যছাড়া অপর যে সকল ব্যাপার করিবেন তাহার মতস্থৈর্য্যের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ১৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ৩ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ২১ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ৩ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ২১ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১০ সালের ৪ জীকাদে জারী হইল।

যেহেতুক অদ্যাবধি চলিত কোন আইনে দেওয়ানী আদালতের ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিদায় চাহিবার ও তাঁহারা বিদায় হইলে সে সমাচার মফঃসল আপীল আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে দিবার দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আর যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৭ সপ্তম ধারাক্রমে সমস্ত আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে নিষেধ আছে যে জজসাহেবেরা উপস্থিত না থাকিলে কিম্বা পীড়িত হইলে অথবা তাঁহারদিগের কর্ম্মস্থান শূন্য রহিলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে জজের ভারের কার্য্য না চালান এপ্রযুক্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুমনামা বারং আমলে আইসে নাই ও তাহা আমলে না আসিবার হেতুতে ঐ আপীল আদালতে লেখাও যায় নাই ইহাতে আদালতের কার্য্যের ক্ষতি ও বিলম্ব দর্শে অতএব উপরের লিখিত যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট না হইবাতে ও যে নিষেধ থাকিবাতে আদালতের ব্যাপারের ক্ষতি দর্শে ইহা দূর হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে যে সময়ে এই আইন যে জিলা ও শহরে সাহেবেরা পাইবেন সেই সময়ে এতদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

যে কালে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব কোন কারণে আপন কর্ম্মস্থানহইতে স্থানান্তরে যাইবার বাসনা করেন সে কালে কর্ত্তব্য যে আপনার বিদায় চাহিবার নিদর্শনে এক দরখাস্ত লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান। ইহাতে পীড়ার সময়ছাড়া সময়ান্তরে যাবৎ ঐ হজুরের হুকুম বিদায়ার্থে না পান্ তাবৎ আপন স্থান না ছাড়েন্ আর

জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবেরা বাসনাক্রমে আপনার দিগের বিদায়ের দরখাস্ত হজুরে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবার কথা।

ঐ হুকুমের বিশেষ কথা।

দরখাস্তের মজমুনের কথা।

আর উচিত যে সে দরখাস্তে আপন বিদায়ের কারণ এবং যত দিনের জন্যে বিদায় চাহেন্ তাহা লিখেন্ অধিকন্তু কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর ব্যাপার তাঁহার অসাক্ষাৎ চলিবার নিমিত্তে ঐ হজুরের বিশেষ হুকুম না হইয়া থাকিলে রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য যে সাহেব তথায় উপস্থিত থাকেন্ তাঁহারদিগের যাঁহার প্রতি সে কর্ম্ম চালাইবার ভার দিতে হয় তাহারো সঙ্কেত সে দরখাস্তে রাখেন্ ইতি।

৩ ধারা।

হজুরহইতে জজের কিম্বা ফৌজদারীর কার্য্যের ভাররেজিষ্টর কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য সাহেবের প্রতি হইবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ঐ দরখাস্ত পঁহুছিলে যদি দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে বিদায় দেন্ তবে তৎকালে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্যে তথায় রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টের অগ্রগণ্য যে সাহেব উপস্থিত থাকেন্ তাঁহার প্রতি ভার দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে তাহাই অবধারিত করিবেন অথবা অন্য কোন সাহেবকে সে ভার দেওয়া বিহিত জানেন্ তাঁহাকে পৃথক্ সনন্দ দিয়া পাঠাইবেন কিম্বা তাহার বিলম্ব না সহিলে দেওয়ানী আদালতের অথবা ফৌজদারীর কার্য্যের আবশ্যকতাপ্রযুক্ত উদ্যোগান্তর করিবেন ও তৎকালে সেই আদালতের জজ কিম্বা রেজিষ্টর অথবা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা অন্য যে সাহেব নিযুক্ত হন্ তাঁহাকে যে যে বিষয় অবগত করাইতে হয় তাহা করাইবেন এবং সেই সময়েই সে সাহেব বিদায়ের সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এবং যে মফঃসল আপীল আদালতের অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের মোতালক সে জিলা কিম্বা শহর হয় তথাকার সাহেবদিগেরে জানাইবেন ইতি।

দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিদায়ের সমাচার যাঁহাকেং দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের গমনা গমনের সমাচার যে যে সাহেবের স্থানে লিখিবেন তাহার কথা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ অথবা ফৌজদারীর সাহেব বিদায়ের হুকুম পাইয়া বাঞ্ছিত স্থানে যাইবার কালে ও গিয়া পুনরাগমনের সময়ে কর্ত্তব্য যে সে সমাচার লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এবং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে আর যে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের মোতালক হন্ তথাকার সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৫ ধারা।

দৈবাৎ কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের কার্য্যের ভার তাঁহারমরণ অথবা পীড়াদিপ্রযুক্ত রেজিষ্টর কিম্বা আস

যেকালে কোন দেওয়ানী আদালতের অথবা ফৌজদারীর সাহেবের কার্য্যের ভার ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার মরণ কিম্বা পীড়াপ্রযুক্ত অথবা কারণান্তরে তথায় উপস্থিত থাকা রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টের অগ্রগণ্য কোন সাহেবের প্রতি পড়ে সে কালে তাহাতে এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে কিছু হুকুম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে না হইয়াথাকিলে সেই রেজিষ্টরসাহেব

কিম্বা

কিম্বা আসিষ্টাণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুজুরের হুকুম হইবার কারণ তাহার বেওরা লিখিয়া অতিশীঘ্র ঐ হুজুরে পাঠান্। এবং ঐ হুজুরের হুকুম না হইবাপর্য্যন্ত কেবল আপনং ভারের কার্য্য করেন্ এতদ্ভিন্ন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের পাঠান হুকুমক্রমে যেং কর্ম্ম সেই দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের অবশ্যকর্ত্তব্য হয় তাহা করিতে মনোযোগী হন্ আর বিরোধ ও বিসম্বাদ না হইবার এবং অপর যে সকল ব্যাপারের বিরাম হইতে পারে না তাহাও করিতে মনোনিবেশ রাখেন্ ইতি।

ষ্টাণ্টসাহেবের প্রতি পড়িলে তাহার সংবাদ হুজুরে লিখিবার কথা।

হুজুরের হুকুম না হইবা পর্য্যন্ত রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা যেং কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৭ সপ্তম ধারায় সকল জিলার ও শহর জাঁহাগীর নগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ ও বারাণসের দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা অসাক্ষাৎ থাকন কিম্বা পীড়িত হওনপ্রযুক্ত অথবা তাঁহারদিগের মরণপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে তাঁহারদিগের কর্ম্মস্থান শূন্য রহিবার হেতুতে তথাকার রেজিষ্টর ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের প্রতি যে সকল হুকুম আছে তাহা উপরের ধারার লিখনক্রমে রদ হইবেক। কিন্তু জানিবেন যে সেই ধারার শেষে রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি এই যে নিষেধ আছে যে আইনের মতে তাঁহারদিগের যে সাধ্য আছে কিম্বা পশ্চাৎ হয় তাহাছাড়া সে সকল আদালতের কোন মোকদ্দমা না করেন্ ইহা সাব্যস্ত ও বহাল থাকিবেক। এবং সমস্ত জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের প্রতিও শেষের ঐ হুকুম চলিবেক। ইহাতে ঐ সকল সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগেরে দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা যে সময়ে যে কার্য্যের ভার আইনমতে দেন্ তাহা সম্পন্ন করেন্ কিন্তু কর্ত্তব্য নহে যে এই আইনের লিখনানুসারে হওয়া ভার কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে ঐ ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা মাই তারিখে অথবা তদনন্তর অন্য যে কোন আইন তৈয়ার হইয়া ছাপা ও জারী হইয়া থাকে তাহার লিখিত যে কার্য্যের ভার যে ক্ষণে পড়ে তাহাছাড়া দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর মোতালক অপর কোন কর্ম্ম করেন্ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের মধ্যের যে হুকুম রদ হইল তাহার কথা।

ঐ সনের ১৩ আইনের যেং হুকুম বহাল থাকিবেক তাহার কথা।

আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরে বিশেষ হুকুম নাহিলে যেং কর্ম্মের নিষেধ আছে ও যেং বিষয়ে বারণ নাই তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার অধিকারভূমি নীলামের নির্দ্দিষ্ট আইনের মধ্যের মর্ম্মবিশেষ পরিষ্কার করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ২০ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ২৮ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১০ সালের ১১ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনে ও ১৭৯৪ সালের ৩ তৃতীয় আইনে সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ আর ১৭৯৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইনে আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের জন্যে অধিকারভূমি নীলামের দাঁড়া লেখা গিয়াছে কিন্তু কোন অধিকারভূমি নীলামের সময়ে তাহার খরীদারে তলবী টাকাহইতে অধিক দর ডাকিলে তাহাতে কি কর্ত্তব্য ইহার কিছু দাঁড়ার ধার্য্য সে সকল আইনে হয় নাই। অতএব এমত সন্দেহ হইল যে এরূপে সে ভূমিসমুদয় নীলাম করা যায় কি তাহার যে কিসমৎ বিক্রয় হইলে তলবী টাকা আদায় হইতে পারে তাহাই নীলাম হয় এই সন্দেহভঞ্জনার্থে এবং সরকারের পক্ষে কোন ভূমি অনবধানে নীলাম হইলে তাহাতে যে বিরুদ্ধ গতিক দর্শে তাহা দূরের কারণ নীচের লিখিত সকল দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

২ ধারা।

তলবী টাকা আদায়ের যোগ্য ভূমি নীলাম হইবার কথা।

যদি সরকারের মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ কিম্বা কোন আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের জন্যে অথবা কারণান্তরে এই ক্ষণের চলিত কিম্বা পশ্চাৎ চলিবার কোন আইনমতে কোন অধিকারভূমি নীলামে বিক্রয় করিবার আবশ্যক হয় তবে তথাকার কালেক্টরসাহেব অথবা অন্য যাঁহার প্রতি নীলামের ভার হয় তাঁহার কর্ত্তব্য যে সে ভূমির অন্তরা বৃত্তান্ত যাহা জানেন্ ও পান্ তদনুসারে অশেষপ্রকারে বিবেচনা করেন্ যে তথাকার সেমত ভূমির দরদৃষ্টে সে অধিকারের যত ভূমির মূল্যে সরকারপ্রভৃতির তলবী টাকা আদায় হইতে পারে তত ভূমি নীলাম করেন্ তাহার অধিক না করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

যে অধিকার ভিন্নং মহালনির্দ্দিষ্টে জমার তফরিক নিরূপণে থাকে তাহার নীলাম পৃথকং ম

যে কোন এক অধিকারভূমি ভিন্নং মহাল হয় ও সেই সকল মহালের সরকারী জমার নির্দ্ধার্য্য পৃথকং মহাল নির্দ্দিষ্টে হইয়া থাকে এমতাধিকার নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিলে কর্ত্তব্য যে তাহার নীলাম ভিন্নং মহাল নির্দ্দিষ্টক্রমে করা যায়। আর

হালক্রমে হইবার কথা।

অনেক মহালের যে অধিকার তফরিক জমার নিরূপণে না থাকে তাহার ভূমি বিস্তর হইলেও যদি শীঘ্র লাটবন্দী হইতে পারে তবে তাহার নীলাম লাটেং করিতে হইবার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য যে সময়ে হইবেক না তাহার কথা।

আর যে কোন এক অধিকার অনেক মহালে হইয়া সে সকল মহালের সরকারী জমার ধার্য্য পৃথক্২ মহাল নির্দ্দিষ্টে না হইয়া থাকে ও তাহার ভূমি বিস্তর হইলেও যদি তাহার লাটবন্দী অর্থাৎ কিসমৎবিলি অনায়াসে শীঘ্র করিতে পারা যায় তবে সে অধিকার লাটবন্দী করিয়া নীলাম করিতে হইবেক ও তাহার একং লাটের ভূমির স্থির এবং উৎপন্নের বিবেচনা ও সরকারী জমার নিদ্ধার্য্যের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ১০ দশম ধারার এবং ঐ সনের ২৫ পঞ্চবিংশতি আইনের ৮ অষ্টম ধারার লিখিত হুকুমসকলের যাহা খাটে তদনুসারে কার্য্য হইবেক। কিন্তু এই আইনের মতে জানিবেন যে যদি কোন ভূমির অধিকারী তাহার অধিকারভূমি মোটে এক লাটে নীলাম করিবার কারণ দরখাস্ত লিখিয়া দেয় কিম্বা কোন স্থানের মর্ম্মদৃষ্টে সে অধিকার মোটে নীলাম করিলে তাহার অধিকারির লাভ বোধ হয় তবে তাহা লাটেং নীলাম না করিয়া মোটে এক লাটে নীলাম করা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

অধিকারভূমি লাটবন্দীক্রমে নীলাম করিতে হইলে তাহার যত লাট বিক্রয় করা যাইবেক তাহার কথা।

যে কোন অধিকারভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে হয় তাহা উপরের লিখনানুসারে লাটবন্দী করা গেলে সকল লাট নীলাম না হইলে প্রথম লাটের মূল্যে কিম্বা দুই তিন করিয়া যে লাটপর্য্যন্তের দরে তলবী টাকা নীলামের খরচাসমেত কুলাইয়া আইসে তত লাটপর্য্যন্ত নীলাম হইবেক বাকী যত লাট থাকে তাহা নীলাম করা যাইবেক না। ইহাতে শেষে নীলাম হইতে লাগিবার লাটের মূল্যে তলবী ও নীলামী খরচার টাকা শোধ পড়িয়া কিছু অধিক হইতে পারিলেও সে লাট সমুদয় নীলাম হইবেক ও তাহাতে নীলামী খরচাসমেত তলবের টাকা আদায় হইয়া যত অধিক হয় তাহা সে ভূমির অধিকারিকে দেওয়া যাইবেক যদি ইহাতে বিশেষ কোন হুকুম না হয়। জানিবেন যে এমত দাঁড়ায় কোন অধিকার নীলাম করিলে তাহার যথার্থ মূল্য মিলে আর যদি বিনালাটে কোন অধিকারের মধ্যের কিছু ভূমি রিক্রয় হয় তবে বুঝি তাহার খরীদার পশ্চাৎ তাহা বিভাগ করিয়া লইবার লটখটীর জন্যে নীলামের মুখে তাহার প্রকৃত মূল্য ডাকে না ইতি।

৫ ধারা।

কোন অধিকার মোটে এক লাটে নীলাম করিতে হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

উপরের লিখিত কারণক্রমে কোন অধিকারভূমি মোটে এক লাটে নীলাম করিতে হইলে তাহার মূল্যে তলবী টাকার কুলান হইলে কি না হইলেও তাহা সমুদয় নীলাম করা যাইবেক তাহাতে যদি তলবী টাকা সেওয়ায় কিছু ফাজিল হয় তবে তাহা নীলামী খরচাবাদে তাহার অধিকারিকে দেওয়া যাইবেক যদি এতদর্থে বিশেষ হুকুম না হয় ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION.

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

কাজী ও মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়ানুসারে শাস্তি অল্প হইবার এবং অপরাধিবিশেষ কাহারো খুনছাড়া অপর শাস্তির ফতওয়া হইলে তাহা মাফ করিবার আর কোনং মোকদ্দমার মুখ্যাপরাধিকে ধরিবার কিম্বা তাহার অপরাধ প্রমাণ করিবার অর্থে তাহার সমভিব্যাহারি কোন অপরাধির অপরাধ ক্ষমিবার যুক্তি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবার শক্তি নিজামৎ আদালতের সাহেব দিগেরে অর্পিবার এবং এলাকা জাঁহাগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ ছয়ং মাসান্তর হইবার তারিখ পরিবর্ত্তিবার আইন ঐ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের তারিখ ১৫ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৬ সালের ৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৬ সালের ২৫ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৬ সালের ৩ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৬ সালের ২৫ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২১৪ সালের ১৮ মোহরমে জারী হইল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৭৯ ঊনআশী ধারানুসারে হুকুম আছে যে খুনের ফতওয়া অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া অপরাধিবিশেষকে অনুগ্রহ করণ উচিত হইলে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্ এবং তদনুসারে তাহার সে অপরাধ ক্ষমা করিবার কি তাহার খুনের বদলে শাস্ত্যন্তর দিবার মন্ত্রণাও ঐ হজুরে দেন্ কিন্তু কোন অপরাধির প্রতি খুনের ফতওয়া না হইয়া শাস্ত্যন্তরের ব্যবস্থা হইলে তাহার সে শাস্তি অল্প কিম্বা ক্ষমা করিবার অথবা কোন মুখ্যাপরাধির এতাবতা সরদার গুণাগারের সমভিব্যাহারি কাহারো অপরাধ তাহার যোগে সেই মুখ্যাপরাধী ধরা পড়িতে কিম্বা তাহার মুখ্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবার কারণ ক্ষমা করিবার কিছু উদ্যোগের ধার্য্য হয় নাই এনিমিত্তে ঐ ৯ আইনের ৭৯ ঊনআশী ধারার লিখিত হুকুমছাড়া অতিরিক্ত হুকুম আর ঐ ৯ নবম আইনের ৪০ চত্বারিংশৎ ধারার নিরূপিত অভদ্র সময়ে এলাকা জাঁহাগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণে তথাকার সাহেবেরা যাত্রা করিবাতে যে ব্যামোহ পান্ তাহা দূর করিবার জন্যে বিশেষ হুকুম নীচের লিখনক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

অপরাধিদিগের শাস্তি অল্প কিম্বা ক্ষমা করিবার যুক্তি হজুরে দিতে নিজামৎ আদা

১ প্রথম প্রকরণ যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কাহারো উপর মোকদ্দমার বেওরা ও প্রমাণপ্রয়োগের দৃষ্টে ঐ আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের দেওয়া ফতওয়ার মত শাস্তি সম্ভবাপেক্ষা কঠিন ও গুরুতর হওন অনুমান করেন্ ও তাঁহারা

অন্যান্য

লতের সাহেবরা পারি বার কথা।

অন্যান্য মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার শাস্তির ন্যূনাধিক করিবার যে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কার্য্য এ মোকদ্দমায় শরার মত উল্লঙ্ঘিয়া না করিতে পারেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আইনমতে সে ফতওয়া সাব্যস্ত রাখেন্। কিন্তু সে ফতওয়া জারী না করিয়া সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ এবং প্রমাণপ্রয়োগের দ্বারা সে অপরাধির শাস্তি অল্প কিম্বা ক্ষমা করিবার যে যুক্তি চাহরেন্ তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেন্।

শাস্তি. অল্প কিম্বা ক্ষমা করিবার যুক্তির দেওয়া হজুরে লিখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ যে সময়ে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এই আইনের অনুসার শক্তিক্রমে কার্য্য করেন্ সে সময়ে কর্ত্তব্য যে কোন অপরাধির শাস্তি অল্প কিম্বা ক্ষমা করিবার বিবেচনা হইলে তাহার বিশেষ বিবরিয়া লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেন্ ইতি।

৩ ধারা।

উৎকটাপরাধের মোকদ্দমার মুখ্যাপরাধিদিগেরে ধারবার কিম্বা তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইবার জন্যে তৎসমভিব্যাহারির অপরাধ ক্ষমিতে যুক্তি হজুরে দিবার শক্তি নিজামৎআদালতের সাহেবদিগেরে অর্পণের কথা।

অনেকে মিলিয়া খুন কিম্বা ডাকাইতীকরিবার অথবা অগ্নিদিবার ন্যায় কোন উৎকটাপরাধের যে কোন মোকদ্দমায় তাহার মুখ্যাপরাধী কোন জন কি জনেরা ধরা না পড়িয়া থাকে অথবা ধরা পড়িয়া থাকে ও তাহার কিম্বা তাহারদিগের উপর সে অপরাধ সাব্যস্ত না হইয়া থাকে তাহাতে যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেবের অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কৈফিয়ৎ ও এজহারক্রমে জানেন্ যে যত জনে মিলিয়া সে অপরাধ করিয়াছিল তাহার মধ্যের যাহারা ধরা পড়িয়াছে তাহার জনেকের কিম্বা অধিক জনের অপরাধ মার্জ্জনের অঙ্গীকার করিলে সেই সঙ্গি জনেকের কিম্বা অধিক জনের যোগে সেই মুখ্যাপরাধী কিম্বা অপরাধিরা ধরা পড়িতে অথবা সেই মুখ্যাপরাধে কিম্বা অপরাধিগণের অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে তবে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দর্শান্ ইহাতে যদি তাহা ঐ হজুরে মঞ্জুর হয় তবে তথাহইতে সে অপরাধ ক্ষমিবার শক্তি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে দিবেন তদনুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই সঙ্গি অপরাধী কিম্বা অপরাধিরা সেই অঙ্গীকারী একরার মতে কার্য্য করিলে তাহারা সে মোকদ্দামায় রক্ষা পাইবার জন্যে তাহার কিম্বা তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমিবার নিদর্শনে এক এস্তেলানামা অর্থাৎ দিলাসা লিখন নিজামৎ আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে দেন্ ইতি।

অপরাধ ক্ষমিবার মতের কথা।

৪ ধারা।

নিজামৎ আদালতের র সাহেবদিগের নিকটে দায়ের ও সায়েরী আদালতের ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এবং সকল জিলা ও শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইন পাইলে পর উপরের ধারার লিখিত বাঞ্ছা সফলা হইবারজন্যে কাহারো অপরাধক্ষমা করা উচিত জানিলে তৎকালে

তাহার

তাহার বেওরা জ্ঞানানুসারে লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান এবং সে মোকদ্দমার যে অন্তরা পাইয়া থাকেন তাহা আর যে মুখ্যাপরাধী কিম্বা অপরাধিদিগেরে ধরিবার কিম্বা তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইবার অর্থে তৎসমভিব্যাহারি অপরাধির অপরাধ ক্ষমিবার নিমিত্তে সে যুক্তি দেন তাহাকে কিম্বা তাহারদিগেরে ধরিবার অথবা তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্যে যে উদ্যোগ করিয়া থাকেন তাহাও লিখেন ইতি।

অপরাধ ক্ষমিবার কৈফিয়ৎ পাঠান কর্ত্তব্যের কথা।

৫ ধারা।

জানিবেন যে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে তারিখে এ আইন পান সেই তারিখহইতে উপরের ধারাসকলের লিখিত হুকুম আমলে আসিবেক এবং তদনুসারে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও এলাকা বারাণসে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

উপরের ধারাসকলের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য যে তারিখহইতে হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা।

এলাকা জাঁহাগীরনগরের দায়ের ওসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৪০ চত্বারিংশৎ ধারাক্রমে ১ পহিলা আপ্রিল ও ১ নবেম্বরে তাঁহারদিগের ভ্রমণে যাইবার যে নিরূপণ ছিল তাহার বদলে ১ পহিলা জানুআরি ও ১ পহিলা জুলাইতে ভ্রমণে যাইতে থাকে ইতি।

এলাকা জাঁহাগীর নগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যেং তারিখে ভ্রমণে যাইবেন তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ৭ সপ্তম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম ও ১০ দশম আইনে দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষা ন্বিত ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অধিকারভূমির কার্য্যপ্রয়োজন ও সরবরাহ না করিবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা মৌকুফের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ২২ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১০ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ৩ শ্রাবণ মোতাবে কে বিলায়তী ১২০৩ সালের ১০ শ্রাবণ মোওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ৩ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ১৫ মহরমে জারী হইল।

হেতুবাদ।

যে ভূম্যধিকারিরা স্বাভাবিক অযোগ্যতাতে অথবা কারণান্তরে আপনারদিগের অধিকারভূমির এতমাম্ অর্থাৎ কার্য্যপ্রয়োজন ও সরবরাহ করিবার অযোগ্য বোধ হয় তাহারদিগের হিত ও সৌষ্ঠবের জন্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকৃত দেশসকলের মোকররী বন্দোবস্তের দাঁড়া ধার্য্যের সময়ে সেমতের দোষাবিষ্ট এতাবতা স্বাভাবিক অযোগ্যতা দি কয়েক প্রকার দোষে যাহারা নিজাধিকারভূমির কার্য্যপ্রয়োজন ও সরবরাহ করি বার অযোগ্য বোধ হইয়াছিল তাহারদিগেরে অন্যান্য ভূম্যধিকারিদিগের সহিত ব ন্দোবস্ত হইবার মতের বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন ও তৎকালে হুকুম হইয়াছিল যে তাহারদিগের লাভোদয়ের নিমিত্তে তাহারদিগের অধিকারভূমির এতমাম ও সরবরাহকারীর জন্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের লিখিত নিষেধ ও বি ধিক্রমে সরকারের পক্ষের লোকেরা নিযুক্ত হইবেক। উপরের লিখিত ঐ মর্ম্মদৃষ্টে দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষহেতুক যাহারা ঐ কৌন্সেলে অযোগ্য বোধ হইয়াছিল তাহারদিগের দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষ দূরহওন ও শাসনের নিমিত্তে তাহারা স্বাভা বিক অযোগ্য লোকদিগের ন্যায় মোকররী বন্দোবস্তের দাঁড়া ছাড়া হইয়াছে কিন্তু ভূম্যধিকারিদিগের কেহ তাহার দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষ অশেষপ্রকারে সাব্যস্থ না হইলে অযোগ্য বোধ হইবেক না এই আশয়ে ঐ ১০ দশম আইনের ৫ ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের অনুসারে হুকুম হইয়াছিল যে যদি কোন ভূম্যধিকারী দু ষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হয় তবে তাহার বিবেচনা ও তহকীক দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদি গের সাক্ষাৎ যথায় হইবার হুকুম সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা করেন তথায় সেই ভূম্যধিকারির অথবা তাহার উকীলের সম্মুক্ষে হইবেক ও ইহাতে শক্তি দেওয়া গিয়াছিল যে আপনারদিগের যোগ্যতার প্রমাণ জানাইবার জন্যে ভূম্যধিকা

রিরা

রিরা নিজে কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা সে বিষয়ের সাক্ষিগণকে সেই তহকীক কারসাহেব কিম্বা সাহেবদিগের সন্নিধানে উপস্থিত করে আর হুকুম ছিল যে তাহার দিগের মোকদ্দমার বিবেচনা ও তহকীকের রোয়দাদদৃষ্টে ও তাহার নিষ্পত্তি হই বার কারণ সদরদেওয়ানী আদালতে চালান হইবেক তথাকার সাহেবেরা তদ্দৃষ্টে সে ভূম্যধিকারিরা যোগ্য কি অযোগ্য যাহা স্থির জানেন তাহাই হুকুম করিবেন এতদ্রূপে লম্পটতাদির বিবেচনা ও তহকীক আদালতে করিবার হেতু সেই দোষান্বি ত ব্যক্তিদিগের রক্ষা এবং লাভের জন্যে ছিল কিন্তু বিস্তর বিবেচিয়া দেখা গেল যে এ গতিকে যে লাভজ্ঞান ছিল তাহার অধিক অপচয় দর্শে বাস্তব যাহার ভাবের এমত বৈলক্ষণ্য আদালতে প্রকাশ পায় তাহাতে অত্যন্ত অযোগ্য ও জঘন্য জ্ঞানকরা যায় বিশেষতঃ ইহাতে অন্যাপেক্ষা হিন্দু অধিকারিদিগের সম্বন্ধে অতিশয় হানি হইতে পারে। জানিবেন যে এমতে বিবেচনা ও তহকীককরণ সরকারের অভি প্রায়ের বহির্ভূত ক্রিয়া এবং লোকদিগের অশিষ্টতা প্রকাশ ও বিরাগ কথন করা ও অনুচিত কর্ম্ম আর অনুমান হইল যে ভূম্যধিকারিরা দুষ্টতাদি যে হেতুতে অযোগ্য হয় তাহা জানিতে পারিবার বাঞ্ছা আইনসকলের মতাচরিলেই সফলা হইতে পারে। এবং সরকারের রাজস্ব জমা মোকররীমতে অধিকারভূমিসকলের উপর নির্দ্ধার্য্য হইবাতে এইক্ষণে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের বিশিষ্ট লাভোদয় জানিয়া যথাসাধ্য নিজাধিকার ভূমিসকলের পত্তন আবাদ করিতে চেষ্টা ও মনোযোগ করিবেক। এই সকল কারণে গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ভূম্যধিকারিদিগের অযোগ্যতার বিষয়ে চলিত আইনসকলের লিখিত হুকুমসকলের মধ্যের কোনং হুকুমবিশেষের নিবর্ত্তে ও পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত সমস্ত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

২ ধারা।

ভূম্যধিকারিদিগের দোষের সম্বন্ধীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২০ ধারার এবং ১০ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া আর ঐ ১০ আইনের অপর যে সকল দাঁড়া তদনুযায়ী আছে তাহা সমস্ত রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২০ বিংশতি ধারার লিখিত যে দাঁড়ার অনুসারে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষান্বিত ভূম্যধিকারিদিগকে অযোগ্য জানিয়া অধিকারভূমির মোকররী বন্দোবস্তের মত ছাড়া করিয়া রাখিয়াছেন সে দাঁড়া এই ধারাক্রমে রদ হইবেক এবং এতদনুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ৪ চতুর্থ প্রকরণের যে হুকুম দোষান্বিত ভূম্যধিকারিদিগের অযোগ্যতা প্রমাণ করিবার অর্থে আছে সে হুকুম আর তাহারদিগের ও তাহারদিগের অধিকারভূমির এতমাম ও সরবরাহের সম্পর্কে ঐ ১০ দশম আইনের অপর যে সকল দাঁড়া বর্ত্তে সে সকল দাঁড়াও এই আইন জারীর তারিখের পর তাহারদিগের ও তাহারদিগের অধিকারভূমির সম্বন্ধে চলিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

এই আইন জারীর পর রদ হওয়া দাঁড়া

এই যে আইন এক্ষণে চলিবেক ইহার অনুসারে হুকুম হইল যে দোষান্বিত কোন

ভূম্যধিকারি

ভূম্যধিকারিকেও অযোগ্য না ঠাহরাইবার কারণ ঐ যে সকল হুকুম ও দাঁড়া রদ করা গেল তাহার অনুসারে পশ্চাৎ কাহাকেও অযোগ্যের গণনায় আনা যাইবেক না এবং যাহারদিগের অযোগ্যতার মোকদ্দমা এইক্ষণে উপস্থিত আছে তাহার বিচার ও বিবেচনাও করণ নিবর্ত্ত হইবেক ইতি।

ক্রমে কেহ অযোগ্য না হইবার ও সে বিষয়ের উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাসকলের বিচার না হইবার কথা।

৪ ধারা।

এইক্ষণে যে দাঁড়া রদ হইল ইহার অনুসারে যে কোন ভূম্যধিকারী অযোগ্য ঠাহর হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর তাহার অধিকারভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে আসিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কর্তৃত্ব আছে যে সে মোকদ্দমা বুঝিয়া ও তাহার অধিকারভূমির এতমাম ও সরবরাহকারির বন্দোবস্ত যাহা হইয়াছে তাহা বিবেচিয়া সেই ব্যক্তির ও তাহার অধিকারের প্রতি এ আইনের হুকুম চলিবেক কি না ইহার বিহিত হুকুম যে হয় করিবেন্। ইহাতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় এমত মোকদ্দমার বেওরা কৈফিয়ৎ যাহা থাকে তাহা সমস্ত এবং ইহার অপর যে যে সমাচার জানিবার আবশ্যক হয় তাহা লিখিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে এইহেতুক দেন্ যে তথায় তদৃষ্টে তাহার প্রতি এ আইন এইক্ষণে কি পশ্চাৎ চলিবেক কি না চলিবেক ইহার যে হুকুম হইবার তাহা হইবেক ইতি।

পূর্ব্বে যাহারা অযোগ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে তাহারদিগের কৈফিয়ৎ বিবেচনা হইবার কথা।

৫ ধারা।

যে সময়ে কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারিকে এই আইনক্রমে তাহার অধিকারভূমির এতমাম ও সরবরাহ করিতে প্রবৃত্ত ও বরকরার করা যায় সে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের মতে কিম্বা ঐ ৮ আইন চলিলে পর অন্য যে কোন আইন জারী হইয়াছে অথবা হয় সে আইনের অনুসারে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা যাইবেক ইতি।

এই আইনের মতে যে ভূম্যধিকারিদিগেরে বহাল করা যায় তাহারদিগের সহিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইন ও অন্যং আইনের অনুসারে বন্দোবস্ত হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারে মালগুজারীর বাকীর কারণ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলা ও শহরসকলের আদালতের উকীলদিগের রসুম নির্দ্ধার্য্যের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ২ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ২০ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৩ সালের ১৫ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ২০ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ১৫ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২৮ সফরে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারে শক্তি দেওয়া গিয়াছে যে যদি তাহারদিগের কাহারো তাবে কোন তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজার স্থানে মালগুজারীর বাকী এত বিস্তর পড়ে যে তাহা সেই বাকীদার ও তাহার মালজামিনের অস্থাবর দ্রব্যাদি ক্রোকের দ্বারাও আদায় না হইতে পারে তবে তাহা অনায়াসে শীঘ্র মিলিবার কারণ সে বাকী ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে ঐ ৩৫ আইনের প্রস্তাবিত মোকদ্দমার বিচার সহজে হইবার মতের একং দরখাস্ত সংক্ষেপে লিখিয়া দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে দেয়। কিন্তু ইহাতে উভয় বিবাদিতে আপনারদিগের পক্ষে আদালতে উকীল নিযুক্ত করিলে সে উকীলেরা এ বিষয়ের রসুম পাইবার নিরূপণ কিছুই ঐ আইনে হয় নাই এজন্যে সন্দেহ হইল যে উকীলেরা ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের অনুসারে সহজ বিচারের মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিয়া তাহার রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের নির্দ্ধারিত মতে পাইবেক কি না অতএব এই সন্দেহভঞ্জনার্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ৩৫ আইনের লিখিত মোকদ্দমাসকলের প্রতি নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন জানিবেন যে এই নির্দ্দিষ্ট হুকুম যে সময়ে সুবজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলা ও শহরসকলের যে দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক সেই সময়হইতে তথায় আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

উকীলেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আই

যদি উভয় বিবাদির কেহ মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ

নের লিখিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবে ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৯ নবম ধারার লিখিত রসুমের চতুর্থাংশ পাইবার কথা।

এই ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের সপ্তম আইনের লিখিত মত চলিবার কথা।

৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে ও তাহার সওয়াল ও জওয়াব সে আদালতের চিহ্নিত উকীলের দ্বারা করায় তবে তাহার বিচার সহজে হইয়া নিষ্পত্তি পাইলে পর উকীলেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ ধারানুসারে আপনারদিগের মনিব লোকের অপর মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব করিবার দ্বারা যত রসুম পায় তাহার চতুর্থাংশ এমত মোকদ্দমার সমাধান্তে পাইবেক। এবং ঐ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখিত যে হুকুম মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় রুবকার হইয়া নিষ্পত্তি না পাইয়া আপোসআদি মতান্তরে সমাধা পড়িবার প্রতি আছে সে হুকুম এবং ঐ ৭ আইনের অপর নির্দিষ্ট হুকুম সমস্তই এমত সকল মোকদ্দমার প্রতি চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

উপরের লিখিত রসুম হইবার হুকুম এ আইন আদালতসকলে পঁহুছিবার পূর্ব্বে নিষ্পত্তি না হওয়া মোকদ্দমায় চলিবার ও তৎপূর্ব্বে সমাধাপড়া মোকদ্দমায় না চলিবার কথা।

আদালতসকলে উপস্থিতহওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারের মোকদ্দমাসকলের মধ্যের যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তথায় এ আইন পঁহুছিবার পূর্ব্বে না হইয়া মুলতবী অর্থাৎ যবস্থুরে রহিয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমায় উপরের ধারার লিখিত রসুম মিলিবেক কিন্তু এ আইনের মতে এমতানুমান না হয় যে এ আইন আদালতসকলে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমার সমাধা পড়িয়াছে তাহার সহিত উপরের লিখিত হুকুমের দায় রাখে ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ৯ নবম আইন।

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলে বিচারার্থে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমাসকলের আসামীরা যাহারদিগেরে সাক্ষী মানে তাহারদিগের অন্তরা জানিবার এবং আসামী ও ফরিয়াদীদিগের মান্য সাক্ষিগণে প্রামাণ্য কথা কহিবার জন্যে সেই আদালতসকলে হাজির না হইবার হেতু তহকীক করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ২৩ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১০ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ৬ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ১০ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ৬ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২০ রবীয়ল আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারাক্রমে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের যাঁহার যে কর্ম্মস্থানে তথায় স্বস্ব এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেব উত্তরিবার পূর্ব্বে সেই আদালতে বিচার হইবার কারণ মোকদ্দমাসকলের অপবাদগ্রস্ত যে আসামীরা কয়েদ ও জামিনীতে রহে তাহারদিগের স্থানে তাহারা যে লোকদিগেরে সাক্ষী মানে সে লোকদিগের নাম ও বসতির স্থান জিজ্ঞাসিয়া সেইং নামে দাঁড়ামতে সপীনা করিয়া পাঠান যে তাহারদিগেরে যাহারা সাক্ষী মানিয়াছে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচারকালে সেই আদালতে হাজির হয়। ইহাতে অনুমানে আইসে যে এতৎকর্ম্মের পর্য্যবসানার্থে যদি এই আইনের মর্ম্মানুসারে চলা যায় তবে যাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার সেই আদালতে হয় তাহারদিগের সম্পর্কে অন্যায় হইতে পারে না একারণ এবং আসামীরা আপনারদিগের শুদ্ধার্থে সাক্ষিগণকে আনাইবার জন্যে যথেষ্ট কাল অবকাশ পাইয়াছিল এমত হৃদ্বোধ ও খাতিরজমা সেই আদালতসকলের সাহেবদিগের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হইতে পারিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ঐ ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত হুকুমহইতে অতিরিক্ত হুকুম বিশেষিয়া নীচের লিখনক্রমে নির্দ্ধার্য্য করিলেন জানিবেন যে ফৌজদারীর সাহেবেরা এ আইন পাইলে পর এতদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

২ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা অপবাদগ্রস্তদিগের স্থানে তাহারা সাক্ষী মানে কি

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কেহ কোন অপবাদগ্রস্ত আসামীকে দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচারের কারণ কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখিতে হইলে কর্ত্তব্য যে তাহাকে

না জিজ্ঞাসিয়া তাহার উত্তর রুবকারী বহীতে লিখিবার কথা।

হাকে কয়েদ করিবার কিম্বা তাহার স্থানে জামিন লইবার সময়ে জিজ্ঞাসা করেন্ যে সে আপন সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ সেই আদালতে দেওয়াইতে চাহে কি না তাহাতে যদি সে ব্যক্তি তথায় সাক্ষী দেওয়াইতে চাহে তবে সেই সাহেবের উচিত যে সে যে যে সাক্ষিকে মানে তাহারদিগের নাম বসতির স্থাননির্দশনে আপন সাক্ষাৎ রুবকারী বহীতে লেখান্। আর যদি সে ব্যক্তি সেই আদালতে সাক্ষী দেওয়াইতে না চাহে তবে তাহার সেই উত্তর ঐ আদালতের সাহেবদিগের জ্ঞাতসারের কারণ রুবকারী বহীতে লেখাইয়া রাখেন্ ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারার হুকুম এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার হুকুম চলিবার আর দায়ের ও সায়েরী আদালত বসিবার পূর্ব্বে অপবাদগ্রস্তেরা সাক্ষী মানিলে সে সাক্ষিগণকে তলব করিতে হইবার কথা।

যে সময়ে উপরের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য হয় সে সময়ে দায়ের ও সায়েরী আদালতের বিচারার্থে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে থাকা অপবাদগ্রস্তের এমত নালিশের স্থান থাকিবেক না যে সে আপন শুদ্ধার্থে সাক্ষিগণকে আনাইবার জন্যে যথেষ্ট কাল অবসর পায় নাই। কিন্তু যদি সে অপবাদগ্রস্ত সাক্ষী মানিয়া কোনং সাক্ষির নাম লেখাইয়া দিয়া তদতিরিক্ত কোন সাক্ষির নাম উল্লেখ ভ্রমপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে না করিয়া থাকে ও পশ্চাৎ কহে যে বিচার হইবার সময়ে অতিরিক্ত সেই সাক্ষির দ্বারাও প্রমাণ দেওয়াইতে চাহি তবে ফৌজদারীর সাহেব উপরের লিখিত হুকুম অপেক্ষিয়া জানিবেন যে তাহাতেও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার হুকুম সাব্যস্ত ও বহাল আছে ও এরূপে সেই আদালতে বিচারার্থে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে থাকা কোন অপবাদগ্রস্ত আপনার মানা সাক্ষিগণছাড়া অতিরিক্ত কোন সাক্ষির দ্বারা বিচারকালে প্রমাণ দেওয়াইবার কথা সেই আদালত বসিবার পূর্ব্বে কহিলে সে কয়েদ হইবার কিম্বা জামিন দিবার সময়ে সেই অতিরিক্ত সাক্ষির নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই অতিরিক্ত সাক্ষিকে এবং তৎপূর্ব্বে যে সাক্ষিগণকে মানিয়া থাকে তাহারদিগেরে সে মোকদ্দমার বিচারকালে তাকীদ করিয়া হাজির করান্ ইতি।

৪ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা সাক্ষিগণের নামনবীসীর ফিরিস্তিছাড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারাক্রমে নাজিরপ্রভৃতির দাখিল করা গরহাজিরীর কৈফিয়ৎযুক্ত আসল সপীনা দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলে দিবার কথা।

নাজির কিম্বা তাহার পক্ষের যাহারদিগের

পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাক্রমে ফৌজদারীর সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যাঁহার যে এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হওয়া একং মোকদ্দমার রোয়দাদের সঙ্গে ফরিয়াদী ও আসামীদিগের মানা সাক্ষিগণের নামনবীসীর ফিরিস্তি সে সাক্ষিগণের যে কেহ হাজির থাকে ও যে কেহ রুজু না রহে ও যেহেতুক রুজু রহে না এই সকল বেওরানির্দশনে লিখিয়া সেই আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেন্। সংপ্রতি সেই আদালতসকলের সাহেবেরা বিস্তারিত সমাচার জ্ঞাত হইতে পারিবার কারণ হুকুম হইল যে

ফৌজদারী

ফৌজদারীর সাহেবেরা উপরের লিখিত ফিরিস্তির সঙ্গে গরহাজির সাক্ষিগণের নামের যে যে সপীনা তাহারদিগের গরহাজিরী বেওরা নিদর্শন দিয়া নাজির কিম্বা তাহার তরফ লোকেরা দাখিল করিয়া থাকে সেই২ আসল সপীনা সেই আদালত সকলের যাহার যে এলাকা তথাকার সাহেবদিগের স্থানে দেন এবং নাজির অথবা তাহার তরফ যে লোকদিগের মারফতে সেই২ সপীনা জারী হইয়া থাকে তাহারদিগেরেও সেই আদালতসকলের যাঁহার যে এলাকা তথাকার সাহেবদিগের সমীপে রুজু রাখেন যে তাহারদিগের স্থানে সেই২ আদালতের সাহেব যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তর দেয় ও এগতিকে সেই২ আদালতের সাহেব সে সাক্ষিগণের গরহাজিরীর আমূল বুঝিতে পারেন। ইহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এই বাসনা যে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবেরা যাবদীয় মোকদ্দমার প্রতি আপনারদিগের হৃদ্বোধের কারণ এবং নিজামৎ আদালতে যে যে মোকদ্দমা বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইবার যোগ্য তাহা তথায় সোপর্দ্দ হইবার বিষয়ে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের খাতিরজমা হইবার জন্যে ফরিয়াদী ও আসামীদিগের সাক্ষিগণ হাজির আনাইবার নিমিত্তে যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা সর্ব্বতোভাবে করা গিয়াছে কি না ইহার তহকীক করেন।

মারফতে সপীনা জারী হইয়া থাকে তাহারা জিজ্ঞাসাক্রমে উত্তর দিবার কারণ ঐ আদালতসকলে রুজু থাকিবার কথা।

ঐ আদালতসকলের সাহেবেরা সাক্ষিগণকে হাজির করিবার মতে কার্য্য হইয়াছে কি না ইহার তহকীক করিবার কথা।

৫ ধারা।

জানিবেন যে উপরের লিখিত হুকুম যে যে মতে সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহে চলন কর্ত্তব্য সেই২ মতে এলাকা বারাণসেও চলন উচিত হইবেক ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম এলাকা বারাণসেও চলন উচিত হইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ১০ দশম আইন।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উভয়তঃ কোন আইনের অর্থ বোধের ব্যতিক্রম জন্মিলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ২৪ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ২০ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ২৪ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ১০ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ৪ রবীয়ংসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও এলাকাসকলের মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবদিগের উভয়তঃ কোন আইনের অর্থ বোধের ব্যতিক্রম জন্মিলে তাঁহারদিগের কি কর্ত্তব্য ইহার কিছুই কোন আইনে লেখা যায় নাই অতএব আবশ্যক যে এমত বোধের ব্যতিক্রমে আদালতসকলের কার্য্যে বিলম্ব না দর্শিবার জন্যে এক উদ্যোগের ধার্য্য অতিপরিষ্কারক্রমে করা যায় এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন। জানিবেন যে এ হুকুম যেমতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় চলিবেক সেইমতে এলাকা বারাণসেও জারী হইবেক এবং যে তারিখে যে আদালতে পঁহুছিবেক সেই তারিখহইতে তথায় আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের হুকুমনামা আইনের অন্য মত জানিলে তাহার বেওরা লিখিতে পারিবার কথা।

ঐ সাহেবেরা অন্য হুকুম না পাইবাতক্ পূর্ব্ব হুকুম জারী না করিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে জজের কিম্বা ফৌজদারীর সম্পর্কীয় দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমার হুকুমনামা পঁহুছিলে যদি সেই দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব বুঝেন্ যে সে হুকুম আইনের ব্যতিক্রম এবং আইনমতে গ্রাহ্যের যোগ্যও নহে তবে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের সাধ্য আছে যে সেই ব্যতিক্রম ও অগ্রাহ্যতা জানাইবার নিদর্শনে এত্তেলানামা লিখিয়া সেই মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠান্। এবং যাবৎ তথাহইতে তদুপযুক্ত উত্তরের অন্য হুকুমনামা না মিলে তাবৎ সেই ব্যতিক্রম হুকুম জারী করিতে বিলম্ব করেন্ তাহাতে যদি সেই মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সে হুকুমনামার হুকুম সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু সাব্যস্থ রাখিয়া তাহাতে

হাতে অপর আপত্তি করিতে নিষেধ করিয়া তাহা জারীর কারণ দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম দেন্ তবে সে সাহেব তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব তাহাতে নিশ্চয় জানেন্ যে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে পশ্চাৎ যে হুকুম আসিয়াছে তাহাও আইনের অনুসারে নহে তবে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে পশ্চাতের সেই হুকুম জারী হইবার বার্ত্তা জানাইবার নিদর্শনী এত্তেলানামা সেই মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার সময়ে তথায় তাহার সঙ্গে সে হুকুম জারী করিবার অর্থে যে হুকুমনামা পাইয়া থাকেন্ তাহার এবং আপনি যে এত্তেলানামা পাঠান্ তাহার নকল ও সে মোকদ্দমার কৈফিয়তী অপর সকল কাগজপত্রসমেত এক দরখাস্ত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত যথাকার মোতালক মোকদ্দমা হয় তথায় সে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানাইবার কারণ চালানের জন্যে পাঠাইয়া দেন্ মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দরখাস্ত পাইয়া বিলম্ব করণের আবশ্যক না থাকিলে অব্যাজে সেই সকল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে পাঠান্। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগের অনুমান এই আইনের অনুসারে এমত না হয় যে আইনমতে যে কোন মোকদ্দমায় যে হুকুম মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সচরাচর করিবার ভার ক্রমে আছে তদনুসারে তাঁহারা যে হুকুম দেন্ তাহাতে সঙ্গতাসঙ্গতের কিছু আপত্তি করেন্। আর জানিবেন যে এই আইনের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে যে শক্তি তকরারী লিখনাদি কাগজপত্র পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে চালান করাইবার অর্থে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার জন্যে অর্পণ হইল ইহা কেবল যে মোকদ্দমায় আইনের অর্থবোধের ব্যতিক্রম জন্মে ও স্পষ্ট বুঝা যায় তাহারি সহিত দায় রাখে ইতি।

অন্য হুকুমনামাতে কার্য্য অবিলম্বে করিবার কথা।

ঐ সাহেবেরা আপনারদিগের হুদ্বোধের কারণ সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে কৈফিয়ৎ পাঠাইবার দরখাস্ত করিতে পারিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগেরে যে শক্তি সচরাচর অর্পণ হইয়াছে তাহাতে দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবেরা আপত্তি না করিবার কথা।

৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা।

যে সময়ে উপরের লিখিত হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে পঁহুছে সে সময়ে তথাকার সাহেবেরা তদর্থে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালত অথবা জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কারণ এই যে তথাকার সাহেবেরা যদি জানেন্ যে সে মোকদ্দমায় যে মতে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা আইনে লেখা আছে তবে সে কার্য্য তদনুসারেই করিতে হুকুম দিতে পারেন্ ইতি।

৪ ধারা।

৪ ধারা।

যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সন্দেহ কোন আইনের অর্থবোধে হয় তবে কর্ত্তব্য যে সে সন্দেহভঞ্জনার্থে নয়া আইন ধার্য্য করিবার জন্যে তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেন্ আর ঐ সাহেবদিগের নিকটে কোন এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের ও কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে যদি তাঁহারা বুঝেন্ যে সেমত সকল মোকদ্দমার সম্পর্কে কিছু উদ্যোগের ধার্য্য কোন আইনে স্পষ্টক্রমে হয় নাই তবে তাঁহারদিগের উচিত যে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২০ বিংশতি আইনের হুকুমমতে নয়া আইনের ব্যবস্থা করেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কোন আইনের অর্থবোধে সন্দেহ করিলে তৎকালে তাহার বেওরা হজুরে লিখিবার এবং কর্ত্তব্য কোন উদ্যোগের ধার্য্য আইনে না থাকিলে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২০ আইনের মতে নয়া আইনের ব্যবস্থা করিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ১১ একাদশ আইন।

জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর ও পোলীসের আমলার হুকুমের প্রতিবন্ধকতা না হইতে পারিবার এবং ফৌজদারীর মোতালক অপরাধের অপবাদগ্রস্তেরা লুকাইলে কিম্বা তাহারদিগের উপর জারীহওয়া দস্তকের হুকুম কোন প্রকারে না মানিলে তাহারদিগেরে হাজির করাইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ২৮ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১৫ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ১৫ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ১২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২৪ রবীয়ংসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের লিখিত যে হুকুম জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধকদিগের সম্পর্কে আছে তাহা ফৌজদারীর মোতালক মোকদ্দমাসকলের প্রতি চলে না ইহার এবং ফৌজদারীর মোতালক অপরাধের অপবাদগ্রস্তেরা লুকাইলে কিম্বা তাহারদিগের উপর জারীহওয়া দস্তকের হুকুম না মানিলে তাহারদিগেরে হাজির করাইবার কোন উদ্যোগের ধার্য্য হয় নাই অতএব জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলার হুকুমৎ ও কর্তৃত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে চলিবার ও সাব্যস্ত থাকিবার নিমিত্তে এবং তাহার প্রতিবাদিরা পলাইলে কিম্বা লুকাইলে অথবা কারণান্তরে তাহারদিগের প্রতি যে হুকুম হয় তাহা রদ না হইবার জন্যে এক উদ্যোগ ধার্য্যের আবশ্যক হইয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহরসকলে ইশ্‌তিহার হইলেপর আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

ফৌজদারীর হুকুমের প্রতিবাদির সম্পর্কে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর কর্ত্তৃত্বতলের কেহ তথাকার ফৌজদারীর সাহেব কিম্বা পোলীসের আমলার পাঠান দস্তক কিম্বা হুকুম জারী হইতে নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা করে তবে সেই প্রতিবন্ধকতা যথায় হইয়া থাকে তথাকার ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার কৈফিয়ৎ সুকৃতিপূর্ব্বক লইয়া যদি পান্ সেই প্রতিবাদিকে ধরিয়া তাহার জওয়াব দিবার কারণ আপন নিকটে আনান্ অথবা সে পলাইলে কিম্বা লুকাইলে অথবা কার

পান্তরে শীঘ্র ধরা না পড়িলে উচিত যে ইশ্‌তিহারনামা সুবে বাঙ্গালা কিম্বা উড়িষ্যায় হইলে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং সুবে বেহার অথবা এলাকা বারাণসে হইলে পারসী ও নাগরী হরফে পারসী ও হিন্দী জোবানে এক মাসের কম না হয় এমত নিরূপিত কালের মধ্যে সেই প্রতিবাদী হাজির হইয়া জওয়াব দিবার নিদর্শনে লেখাইয়া পাঠ করাইয়া ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা দেওয়াইয়া ফৌজদারী কাছারীতে সকলের দৃষ্টিপাতের স্থানে এবং তাহার বসতবাটীর সদরদ্বারে কিম্বা তাহার বসতির গ্রামের মধ্যে সমস্ত লোকের দৃষ্টির স্থলে লটকাইয়া দেওয়ান্। এতদ্ভিন্ন যদি সেই প্রতিবন্ধক ধরা না পড়ে কিম্বা ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিরূপিত কালের মধ্যে জওয়াব দিবার জন্যে হাজির না হয় তবে তাহাতে অথবা সে ধরা পড়িয়া কিম্বা ইশ্‌তিহারনামাক্রমে হাজির হইয়া জওয়াব দিলে তাহা শুনিলে পর যে সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ দেওয়ায় তদনুসারে তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার প্রতি ফৌজদারীর সাহেব নীচের লিখিত হুকুম দিবেন।

প্রতিবাদিদিগের প্রতি হুকুম করিবার কথা।

সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির অধিকারিরা প্রতিবাদী হইলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি সেই প্রতিবন্ধক জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা অন্য প্রকার সকর ভূমির অধিকারী কিম্বা আলতমগাদার অথবা আয়মাদার কি প্রকারান্তর নিষ্কর ভূমির অধিকারী হয় ও যে জিলা কিম্বা শহরে সেই প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে তথায় তাহার অধিকারভূমি রহে তবে তথাকার ফৌজদারীর সাহেব তাহার ভূমি সরকারে জব্দ হইবার হুকুম দিবেন ও সে সংবাদযুক্তে এক খান পরওয়না আপন মোহর ও খিদমতের নিদর্শনী দস্তখতে কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কালেক্টরসাহেব সেই পরওয়ানা পাইলে সে ভূমি তাবৎ সরকারে জব্দের কারণ ক্রোক রাখিবেন যাবৎ তাহা ছাড়িবার কারণ সেই ফৌজদারীর সাহেবের নিকটহইতে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখনানুসারে হুকুম না পান্।

প্রতিবাদী সদরের মালগুজার ইজারদার হইলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি সেই প্রতিবন্ধক সদরের মালগুজার ইজারদার হয় তবে যে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে সেই প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে তথাকার ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্ত করিবার কারণ হুকুম দেন্ ও সেই সমাচারযুক্তে এক পরওয়ানা আপন মোহর ও খিদমতের নিদর্শনী দস্তখতে লিখিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ কালেক্টরসাহেব তাহা পাইলে উপরের লিখনানুসারে সরকারের পক্ষে কোন ভূমি জব্দ করিতে হইলে তাঁহার যেমত কর্ত্তব্য হয় সেই মত করিবেন।

প্রতিবাদী ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার না হইলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থপ্রকরণ।—যদি সেই প্রতিবন্ধক উপরের দুই প্রকরণের লিখনানুসারের ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার না হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই প্রতিবন্ধকের সম্ভ্রম ও শক্তি এবং অপরাধদৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত হয় তাহাই তাহার প্রতি করেন্ এবং যেমতে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা আদায়ের নিমিত্তে ধনসম্পত্তি ক্রোকের ক্ষমতা রাখেন্ সেইমতে সেই দণ্ডের টাকা উসুলের

জন্যে

জন্যে তাহার ধনসম্পত্তি তৎক্ষণাৎ ক্রোকের তলে আনেন্ আর যদি সে প্রতিবন্ধক ধরা পড়িলে সে দণ্ডের টাকা মিল্বিবার যোগ্য তাহার ধনসম্পত্তি না থাকে তবে ফৌজদারীর সাহেব নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে হয় তাহাকে কয়েদ রাখিবেন না হয় শারীরিক শাস্তি দিবেন।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের অনুসারে যে সকল হুকুম দেন্ তাহার সমাচার আপনারদিগের কৃত বিচারের রোয়দাদের নকল ও তরজমাসমেত নিজামৎ আদালতে অব্যাজে পাঠান্ কিন্তু জানিবেন যে তাঁহারা এই আইনের অনুসারে যে হুকুম করেন্ যাবৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুম নীচের লিখনক্রমে না পান্ তাবৎ তাহার এক শেষ হইতে পারিবেক না ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবেরা এই আইনের অনুসারে আপনারদিগের করা হুকুমের সমাচার নিজামৎ আদালতে দিয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবার কথা।

৩ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত রোয়দাদ পাইলে পর মোকদ্দমার বেওরাদৃষ্টে প্রমাণ বোধ হইলে যে হুকুম দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দেন্ তাহাতে যদি ঐ সাহেবেরা সেই প্রতিবন্ধকের ভূমি জব্দকরণে তাহার অপরাধের অনুসারাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হইবার বিবেচনা নিশ্চয় করেন্ তবে ক্ষমতা রাখেন্ যে তাহার বদলে তাহার স্থানহইতে যত দণ্ড সরকারে লওন বিহিত জানেন্ তাহার নিরূপণ করিয়া হুকুম দেন্ যে যে সময়ে সে ব্যক্তি সেই দণ্ড দিবেক সে সময়ে তাহার ভূমি ক্রোকহইতে খালাস হইবেক ইহাতে প্রতিবন্ধকের স্থানে দণ্ড লইবার অর্থে কিম্বা তাহাকে কয়েদ রাখিতে অথবা শারীরিক শাস্তি দিতে যে হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হয় তাহাই একশেষ হইবেক কিন্তু নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি ফৌজদারীর সাহেবের কৃত কোন প্রতিবন্ধকের অধিকারভূমি জব্দের কিম্বা ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্তের হুকুম মঞ্জুর করেন্ তবে সে হুকুম জারী করাইবার পূর্ব্বে তাহার কৈফিয়ৎসমেত ফৌজদারীর সাহেবের পাঠান রোয়দাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেন্ তাহাতে ঐ হজুরহইতে সেই প্রতিবন্ধকের ভূমি জব্দ কিম্বা ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্তকরণ অথবা তাহার স্থানে দণ্ডলওন যাহা বিহিত বুঝেন্ তাহাই করিতে হুকুম হইবেক।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের পাঠান রোয়দাদ দৃষ্টে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এই আইনমতে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

এরূপে যদি ঐ হজুরহইতে কোন প্রতিবন্ধকের অধিকারভূমি জব্দের অথবা ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্তের হুকুম হয় তবে তাহাতে পশ্চাৎ যে কর্ত্তব্য তাহার সমাচার তৎকালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা কালেকটরসাহেবকে দেওয়া যাইবেক। আর যদি ফৌজদারীর সাহেব এমত সংবাদ পান্ যে তাঁহার কৃত ভূমিজব্দের কিম্বা ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্তের হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অথবা ঐ হজুরে রদ করিয়া তাহার বদলে দণ্ড লইবার হুকুম দিয়াছেন তবে সে দণ্ড মিলিলে উচিত যে সেই ক্রোকহওয়া ভূমি খালাসের কারণ এবং সে ভূমির ক্রোকী কালের

লের প্রকৃত প্রস্তাবের জমা ও খরচওগয়রহ নিকাসী কাগজপত্র সেই ভূম্যধিকারি কিম্বা ইজারদারকে দিবার নিদর্শনে এক পরওয়ানা কালেক্টরসাহেবকে লিখেন ইতি।

৪ ধারা।

কোন অপবাদগ্রস্ত পলাইলে জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ফৌজদারীর মোতালক অপরাধের অপবাদগ্রস্ত কাহারো নামে কোন জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেব অথবা পোলীসের আমলা দস্তক জারী করিলে সে ঐ রূপে পলায় কিম্বা লুকায় ও সে না পাওয়া যায় তবে সেই ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে অপরাধী সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় থাকিলে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহার ও এলাকা বারাণসে রহিলে পারসী ও নাগরী হরফে পারসী ও হিন্দী জোবানে এক মাসের কম না হয় এমত নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে হাজির হইয়া জওয়াব দিবার নিদর্শনে লেখাইয়া পাঠ করাইয়া ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা দেওয়াইয়া ফৌজদারী কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে এবং সেই অপরাধির বসতবাটীর দ্বারে কিম্বা তাহার বসতির গ্রামের মধ্যে অনেকের প্রত্যক্ষ স্থলে লট্‌কাইয়া দেওয়ান। তাহাতেও যদি সে অপরাধী সে ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিরূপিত কালের মধ্যে আপনি রুজু না হয় তবে ফৌজদারীর সাহেব এমত সংবাদ নাজিরের মারফতে পাইলে তাঁহার এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে সে অপরাধির যত স্থাবর ধন থাকে তাহা ক্রোকের কারণ নীচের লিখিত দাঁড়াক্রমে হুকুম দিবেন।

স্থাবর ধন ক্রোকের কথা।

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার পলাতক হইলে তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি যেরূপে ক্রোক হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কেহ লুকায় সে যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরের মালগুজার ইজারদার হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন মোহর ও খিদমতের নিদর্শনী দস্তখতে এক পরওয়ানা কালেক্টরসাহেবের নামে লিখিয়া পাঠান্ যে তাহার অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল ক্রোক করিয়া যাবৎ তদর্থে অন্য হুকুম না হয় তাবৎ রাখেন্ ইহাতে কালেক্টরসাহেবের প্রতি ইশারা আছে যে সেই হুকুমমতে কার্য্য করেন্ এমতে যে সময়ে কোন অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল এই আইনের অনুসারে কালেক্টরসাহেবের এতমামে আইসে সে সময়ে তাঁহার উচিত যে অবিলম্বে তাহার সমাচার লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ও যেপর্য্যন্ত সেই অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল কালেক্টরসাহেবের এতমামে থাকে সেপর্য্যন্ত ঐ বোর্ডের তাবেদারীতে তাহার সরবরাহ সুন্দর রূপে করিতে বিশিষ্ট মনোযোগী রহেন্ আর যে ক্ষণে ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে এমত সংবাদ কালেক্টরসাহেব পান্ যে সেই পলাতক ব্যক্তি হাজির হইবাতে সে ক্রোক খালাস হইয়াছে সে ক্ষণে কর্ত্তব্য যে সেই ক্রোকী অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল ছাড়িয়া দেন্ ও যাবৎ তাহা ক্রোক ছিল তাবৎকালের জমাখরচওগয়রহ হিসাব প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝান্।

পলাতক ব্যক্তি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি সদরের

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি পলাতক ব্যক্তি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার সদরের

মালগুজার

মালগুজার না হইয়া পেটার তালুকদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা অন্য যাহারদিগের ভূমি ক্রোক হইবার যোগ্য তাহারদিগের কাহারো ন্যায় হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবের নামে এক পরওয়ানা লিখিয়া পাঠান্‌ যে সেই পলাতকের ভূমি ক্রোক রাখিয়া সে ভূমি তাঁহার এতমামে থাকি বাপর্য্যন্ত তাহার সরবরাহ সুন্দররূপে হইবার জন্য বিশিষ্ট উদ্যোগী হন্‌ ও সে ভূমির উৎপন্নহইতে তাহার মালগুজারী জমীদার কিম্বা অন্য যাহাকে অর্শে তাহাকে দেন্‌ তদনন্তর সেই পলাতক হাজির হইলে ও সে ক্রোক খালাস দিলে তাহাকে যে হিসাব দেওয়া যাইবেক তাহাতে ক্রোকওগয়রহের আবশ্যক খরচ মিনাহ পড়িবেক ইতি

মালগুজার না হইলে তাহারপ্রতি কর্ত্তব্যের কথা।

৫ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেব উপরের লিখিত হুকুমমতে কোন অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল ক্রোক করিলে পর যে সময়ে তাহার অধিকারী কিম্বা ইজারদার হাজির হয় সে সময়ে কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে এক পরওয়ানা কালেক্টরসাহেবের স্থানে এইমতে লিখিয়া পাঠান্‌ যে সেই অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল ছাড়িয়া দেন্‌ ও যাবৎ তাহা ক্রোক ছিল তাবৎকালের হিসাব প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝান্‌ ইতি।

পলাতক হাজির হইলে তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি খালাস হইবার মতের কথা।

৬ ধারা।

যদি কোন পলাতক তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমি ক্রোক হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে হাজির না হয় তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান্‌ ঐ শ্রীযুত পশ্চাৎ সে বিষয়ের এবং তাহার ভূমির সম্পর্কে যাহা করণ উচিত তাহাই করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

পলাতক ছয় মাসের মধ্যে হাজির না হইলে তাহার সংবাদ হজুরে দিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার সময়ে আমানৎক্রমে বেশী শতকরা পাঁচ টাকার বদলে পনের টাকা দাখিল হইবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ১৬ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ৪ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ২ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ৪ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ২ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ১৫ জমাদীয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তাহার মূল্যের টাকা আদায় করাইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারার ও ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার ও বিংশতি আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তাহার খরীদারেরা সে সকল ভূমির মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকার হারে আমানৎক্রমে রাখিবেক এবং মিয়াদের মধ্যে সেই খরীদা ভূমির মূল্যের টাকা সমস্ত দাখিল না করিলে সেই আমানতী টাকা জব্দ হইবেক ও সে সকল ভূমি পুনরায় নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক কিন্তু যদ্যপি এমতে মধ্যেং আমানতী টাকা জব্দ হইয়াছে তথাচ এরূপে প্রবঞ্চনার খরীদ মৌকুফ ও নিবৃত্ত হয় নাই তস্মাৎ অনেকেই আপনারদিগের ভূমি নীলামের সময়ে টালিবার ও দফলক্কী করিবার বাসনায় কিম্বা কারণান্তরে লোকদিগেরে তাহারদিগের স্বনামে অথবা বিনামে ভূমি খরীদ করিবার জন্যে নিযুক্ত করিয়াছে ও পশ্চাৎ সেই মূল্যের টাকা আদায়ের মিয়াদ গত হইবার পূর্ব্বে তাহারদিগেরে পলাতক করাইয়াছে ও নীলামের দিনে যে টাকা আমানৎক্রমে রাখিয়াছিল তাহাও জব্দের তলে রাখাইয়াছে অর্থাৎ সে টাকার আশাত্যাগ করিয়াছে ও যে ভূমি নীলাম করিতে হইয়াছিল তাহা পুনরায় নীলাম করাইবার আবশ্যক হইয়াছে অতএব এমত মিথ্যা খরীদগীতে পাওনা যে টাকার কারণ নীলামের হুকুম হইয়াছিল তাহা উসুলের বিলম্ব পড়িয়া সরকারের কিম্বা অন্য যাহার নিমিত্তে নীলাম হইয়াছিল তাহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে এবং অন্যং বিরুদ্ধ গতিক দর্শিয়াছে এপ্রযুক্ত বিবেচনা হইল যে যদি ভূমি নীলামের সময়ে আমানৎক্রমে রাখিবার টাকা

বেশী

বেশী করিয়া দাখিল করাণ যায় তবে ঐ সকল ক্ষতি ও বিরুদ্ধ গতিক দূর হইতে পারে এবং ইহাতে ভূমির মূল্যের হানি হইতেও পারে না এপ্রযুক্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

এই আইন জারীর তারিখের পর নিলামী ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকার হারে আমানৎ খরীদারকে দাখিল করিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারার ও ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার ও বিংশতি আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার অনুসারে নীলামী ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হারে আমানৎক্রমে খরীদারে রাখিবার প্রতি যে হুকুম আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই আইন জারীর তারিখের পর যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবেক সে ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে আমানৎ খরীদের সময়ে খরীদারে দাখিল করিবেক তদনন্তর যদি সেই নীলামী ভূমির মূল্যের টাকা সমস্ত মিয়াদের মধ্যে না দেয় তবে সেই আমানতী টাকা ঐ সকল আইনের লিখনানুসারে জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে হইলেও ঐ জিলা ও শহরসকলের আদালতের জজসাহেবেরা সে সকল মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করিতে পারিবার এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে সমাধাপাওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলেও ঐ আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার সংক্রান্ত আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিতে শক্তি রাখিবার যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ আইনে আছে তাহা মৌকুফ করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের তারিখ ১৬ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ৪ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ২ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ৪ পৌষ মওয়াফকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ২ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ১৫ জমাদিয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে হয় তাহার মধ্যে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু ছাড়া অস্থাবর বস্তুসকলের মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিবার অর্থে জিলা ও শহর সকলের আদালতের জজসাহেবদিগের সাধ্য যেরূপে থাকিবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় আছে সেই রূপে মফঃসল আঁপীল আদালতসকলে সমাধাপাওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তাহার ডিক্রী স্থাবর ও অস্থাবরের প্রভেদে নিষেধ ও বিধিক্রমে জারী করিবার শক্তি ঐ ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের প্রতি বর্ত্তে। কিন্তু ইহাতে দোষ দর্শন হইল এইহেতুক যে প্রায় সর্ব্বদাই আসামীদিগের ধনসম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা তাহারদিগেরে কয়েদ না করিলে সে সকল ডিক্রী আমলে আইসে না ও এই দুই গতিকের যাহা করা যায় তাহাই বিরুদ্ধ হয় কারণ এই যে পশ্চাৎ আপীলে নিষ্পত্তিমুখে সে সবল ডিক্রী রদ কিম্বা ফেরফার হইতে পারে অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায়

য্যায় এবং এলাকা বারাণসের যে কোন দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিলে পর আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা ও শহর সকলের দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতসকলে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহার সমাধা আপীলে না পড়িবা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ডিক্রী জারী না হইবার কথা।

জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে হয় এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে সমাধাপাওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যথায় হইয়া থাকে তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল মোকদ্দমার আপীল হইলে যাবৎ তাহার সমাধা আপীলে না হয় তাবৎ তাঁহারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করিতে বিলম্ব করেন্ যদি সেই আপেলাণ্ট সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত করিবার সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যত দিনের মধ্যে জামিন দিবার ধার্য্য হয় সেই নিয়মে বহালী আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াক্রমে জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা ভূম্যন্তর কিম্বা বাটী অথবা অন্য স্থাবর কিম্বা নগদ অথবা জিনিসআদি অস্থাবর যে কোন বস্তুর উপর তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন কিম্বা আন্দাজী মূল্য অথবা সংখ্যাদি যাহার নিদর্শনে ডিক্রীর হুকুম হইয়া থাকে তাহা আপীলের হুকুমমতে আমলে আনিবার অর্থে জামিন দেয় ইতি।

৩ ধারা।

যে সময়ে আপেলাণ্টের স্থানহইতে রিস্পাণ্ডেণ্টকে সুদ দেওয়ান যাইবেক ও সরকারে দণ্ড লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেতসুদ ডিক্রীর টাকা রিস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান্ এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিকদৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

---

১০ দফা।

রদ ও বদল ও বাহুল্য হইবার বিষয়। ১	পাহাড়িয়াদিগের বিষয়। ... ১
বাকীয়াতের বিষয়। ১	প্রজাগণ ও ইজারদারদিগের পাট্টার বিষয়। ১
পাহাড়িয়া সরদারদিগের বৈঠকের বিষয়। ১	নিজামৎ আদালতের বিষয়। ... ১
বোর্ড রেবিনিউর বিষয়। ... ১	ভূম্যধিকারিগণের বিষয়। ... ১
কালেক্টরসাহেবদিগের বিষয়। ১	মফঃসল আপীল আদালতসকলের বিষয়। ১
দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের বিষয়। ১	নীলামের বিষয়। ১
কোর্ট ওয়ার্ডসের বিষয়। ... ১	সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়। ১
ভূমির অযোগ্য অধিকারিগণের বিষয়। ১	উকীলগণেরবিষয়। ১
বিলায়তী লোকদিগের বিষয়। ১	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়। ১
শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়। ... ১	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়। ১

উপরের লিখিত সকল বিষয়ের মধ্যের হুকুমের বাচনি।

মুখ্যাপরাধির সমভিব্যাহারির সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের বিষয়ের তলে।

আসিষ্টাণ্ট

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়ের তলে।
ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।
বন্দওয়ারিয়ানের অর্থাৎ দোভাষিয়াদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	ঐ বিষয়ের তলে।
সরকারের টর্নি এতাবতা সুপ্রিমকোর্ট বড় আদালতের উকীলের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।
মফঃসলী তালুকদারদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।
উত্তরাধিকারিগণের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	পাহাড়িয়াদিগের বিষয়ের তলে।
জুষ্টিস আফ পীসের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবগের দিবিষয়ের তলে।
ইজারদারদিগের পাট্টার সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	ঐ বিষয়ের তলে।
শরার সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	পাহাড়িয়াদিগের বিষয়ের তলে।
অঙ্গচ্ছেদনের হুকুমের নিদর্শন আছে।	নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।
নাজিরের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।
সুকৃতির সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	পাহাড়িয়াদিগের বিষয়ের তলে।
ফরিয়াদীদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

খরীদারদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	নীলামের বিষয়ের তলে।
রেজিষ্টরসাহেবদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়ের তলে এবং নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।
আইনসকলের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	পাহাড়িয়াদিগের বিষয়ের তলে।
কলিকাতার শরিফের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	নিজামৎ আদালতের বিষয়ের তলে।
ফতওয়ার সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।
সদরের মালগুজার ইজারদারদিগের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	ঐ বিষয়ের তলে।
সাক্ষিগণের সম্পর্কীয় হুকুমের নিদর্শন আছে।	ঐ বিষয়ের তলে।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের			রদ ও বদলওগয়রহ হইবার বিষয়।	ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের মতে		
আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
৪	০	০	এ আইনের যে যে হুকুম ফৌজদারীর মোকদ্দমায় চলে।	১১	১	০
৫ ৬	১২ ১০	২ ০	বদল হইল।	১৩	১	০
৭	৯।১৩	০	বদল ও বাহুল্য হইল।	৮	২	০
৮	২০	০	রদ হইল এবং দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষে ভূম্যধিকারিরা অযোগ্য বোধ হইবার অন্য যাবদীয় হুকুম বাদ পড়িল।	৭	২	০
৯	১৯	০	রদ হইয়া ইহার বদলে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল।	২	১	০
ঐ	৪০	০	বদল হইল কিঞ্চিৎ।	৬	৬	০
১০	৫	৪	রদ হইল।	৭	২	০
১৩	৭	০	রদ হইল কিঞ্চিৎ।	৪	৩	০
১৪	২৭	০	বদল হইল।	১২	২	০
৪৪	৫	০	বাহুল্য হইল।	৩	৩	০
৪৫	১৩	০	বদল হইল।	১২	২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের						
৬ ২০	৩৩ ১৩	০ ০	বদল হইল।	১২	২	০

বাকীয়াতের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

বাকীয়াতের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
ভূমির অযোগ্য অধিকারিবিশেষদিগের বাকীয়াৎ উত্তরকালে যেমতে উসুল হইবেক।	৩	২	০
দাং ভূমির অযোগ্য অধিকারিগণের বিষয়ের তলে এবং ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ের তলে।			
পাহাড়িয়া সরদারদিগের বৈঠকের বিষয়।			
পাহাড়িয়া সরদারেরা রাজমহল ও ভাগলপুরের বৈঠকে বসিবেক।	১	৪	১
ঐ সরদারেরা উভয়ের সাক্ষিগণকে তলব করা গিয়াছিল কি না ইহার তহকীক করিবেক।	ঐ	ঐ	৪
ঐ সরদারদিগের বৈঠক যে কার্য্যের নিমিত্তে যত বার হইবেক।	ঐ	৭	০
ঐ সরদারদিগের মধ্যে সুকৃতি যে যে লোক করিবেক ও যাহারা না করিয়া কেবল বিচারের যোগ্যতা রাখিবেক।	ঐ	৮	০
ঐ সরদারদিগের বৈঠক যে স্থানে হইবেক ও যে সময়ে সে বৈঠক ভাঙ্গিবেক।	ঐ	৯	০
ঐ সরদারদিগের বৈঠক যাহার সমক্ষে হইবেক।	ঐ	১০	০
দাং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।			
বোর্ড রেবিনিউর বিষয়।			
যে ভূম্যধিকারিরা দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষপ্রযুক্ত এইক্ষণে অযোগ্য বোধ হয় তাহারদিগের কৈফিয়ৎ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা লিখিবেন।	৭	৪	০
কালেক্টরসাহেবদিগের বিষয়।			
কালেক্টরসাহেবেরা ভূমি নীলামের সময়ে সাবধান হইবেন।	৫	২	০
ঐ সাহেবেরা ফৌজদারীর সাহেবদিগের হুকুমমতে ভূমি ক্রোক করিবেন ও তাহা ছাড়িয়া দিবেন।	১১	২	২।৩

ঐ সাহেবেরা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ঐ সাহেবেরা গরহাজির ব্যক্তিবিশেষের ভূমি ক্রোকের অর্থে ফৌজদারীর সাহেবদিগের হুকুম আমলে আনিবেন ও তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহারদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং যে সময়ে যে ভূমি ছাড়িয়া দেন্ সে সময়ে তাহার নিকাশ দিবেন।	১১	৪	২
ঐ সাহেবেরা গরহাজির যে ব্যক্তিবিশেষের ভূমি ক্রোক হয় তাহার মালগুজারী যাহাকে দিবেন ও তাহার মোটহইতে যত কর্ত্তন করিবেন।	ঐ	ঐ	৩
দাং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।			
দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের বিষয়।			
দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের জজসাহেবেরা এবং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবেরা উত্তরকাল যে সময়ে যাহার অপরাধ মাফকরণ উচিত জানেন্ সে সময়ে তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ও সে কৈফিয়ৎ যেমতে লিখিবেন।	৬	৪	০
যে তারিখহইতে যে যে স্থানে উপরের লিখিত হুকুম আমলে আসিবেক।	ঐ	৫	০
এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ যে যে সময়ে করিতে হইবেক।	ঐ	৬	০
কোর্ট ওয়ার্ডসের বিষয়।			
ঐ কোর্টের ক্ষমতার বেওরা। এবং এই আইনমতে যে যে ব্যক্তি ঐ কোর্টের তাবে ছাড়া হয়। ও তাহার বিশেষ যে কথা আছে।	৩	২	০
দাং ভূমির অযোগ্য অধিকারিগণের বিষয়ের তলে ও শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিষয়ের তলে।			
ভূমির অযোগ্য অধিকারিগণের বিষয়।			
ঐ অধিকারিগণের যাহার ভূমি যেরূপে উত্তরকাল সঙ্গত বাকীর কারণ নীলাম হইবেক।	৫	২	০
ঐ অধিকারিগণের যাহার প্রতি যে তারিখহইতে যেরূপে ইঙ্গ			

রেজী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
রেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২০ ধারার এবং ৫ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত হুকুম চলিবেক না।	৮	৩	০
ঐ অধিকারিগণের যাহাকে যে সময়ে বহাল করা যাইবেক সে সময়ে যেরূপে তাহার বন্দোবস্ত হইবেক।	ঐ	৫	০
দাং বাকীয়াতের বিষয়ের তলে।			
বিলায়তী লোকদিগের বিষয়।			
ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকছাড়া অন্যং বিলায়তী সমস্ত লোক এদেশীয় লোকদিগের ন্যায় ফৌজদারীর সাহেবদিগের তাবে আছে।	২	২	১
দাং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।			
শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়।			
শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে না অর্শা অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমি যে গতিকে কোর্ট ওয়ার্ডসের তাবে রাখিবার হুকুম হইতে পারে।	৩	২	০
ঐ শ্রীযুত জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের জজসাহেবেরা ও ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের কর্ম্ম স্থানে সাক্ষাৎ না থাকিলে তাঁহারদিগের মোতালক কার্য্য প্রয়োজন যেরূপে হইবেক তাহার বিহিত উদ্যোগ করিবেন এবং যে যে কাছারীতে তাহার সমাচার দিবেন।	৪	৩	০
ঐ শ্রীযুত যে ভূম্যধিকারিগণ দুষ্টতা ও লম্পটতাদি দোষপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়াছে তাহারদিগের সম্পর্কে যে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্।	৭	৪	০
ঐ শ্রীযুত ভূমি জব্দ ও ইজারার পাট্টা বাজেয়াপ্তের প্রতি চূড়ান্ত হুকুম দিবেন ও সে হুকুম যাহার উপর হইবেক।	১১	৩	০
ঐ শ্রীযুত যাহারা লুকায় ও ছয় মাসের মধ্যে হাজির না হয় তাহারদিগের অধিকারাদির প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহার হুকুম দিবেন।	ঐ	৬	০
দাং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে।			

পাহাড়িয়াদিগের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

পাহাড়িয়াদিগের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
যে পাহাড়িয়াদিগের মোকদ্দমার বিচার শরার মতে ও চলিবার নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের অনুসারে হইবেক না।	১	২	০
পাহাড়িয়াদিগেরে যেমতে ধরা যাইবেক এবং তাহার ফরিয়াদীদিগেরে যেরূপে সুকৃতি করাণ যাইবেক।	ঐ	৩	৫
পাহাড়িয়াদিগের মোকদ্দমার বিচার যাহারং দ্বারা যেমতে হইবেক।	ঐ	৭	০
হতপ্রাণের উত্তরাধিকারিদিগের ইচ্ছা অপরাধ মাফ করিবার অর্থে হইলে তাহা মঞ্জুর হইবেক না।	ঐ	১৩	০
দাং পাহাড়িয়া সরদারদিগের বৈঠকের বিষয়ের তলে।			
ইজারার পাট্টার বিষয়।			
যাহার ইজারার পাট্টা যে গতিকে বাজেয়াপ্ত হইবেক। ..	৩	৩	০
দাং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়ের তলে ও কালেক্টরসাহেবদিগের বিষয়ের তলে।			
নিজামৎ আদালতের বিষয়।			
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা পাহাড়িয়া সরদারদিগের বৈঠকী তজবীজের রোয়দাদ দৃষ্টি করিবেন এবং সময়ক্রমে সে সরদারদিগের দেওয়া ফতওয়া মঞ্জুর রাখিবেন কিম্বা বদল করিবেন।	১	১৩	১
ঐ আদালতের সাহেবেরা খুনের ফতওয়া দিবেন না।	ঐ	ঐ	২
ঐ আদালতের সাহেবেরা একাঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়ার বদলে কয়েদের হুকুম দিবেন ও সে হুকুম যত কাল কয়েদ থাকিবার অর্থে হইবেক।	ঐ	ঐ	৩
ঐ আদালতের সাহেবেরা যে গতিকে অপরাধমাফের ও কয়েদের মিয়াদ অল্প করিবার পরামর্শ দিবেন।	ঐ	ঐ	৫
নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেব যত দিনের মধ্যে শেষ হুকুম ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।	ঐ	১৫	০
ঐ আদালতের সাহেবেরা কোম্পানির টর্নি অর্থাৎ সরকারের তরফ সুপ্রিমকোর্ট, বড় আদালতের উকীলের প্রতি ইঙ্গরেজের			

বাদশাহের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগেরে কয়েদ রাখিবার অর্থে এবং তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার করাইবার জন্যে হুকুম দিবেন।	২	২	৩
ঐ আদালতের সাহেবেরা জুষ্টিস আফদি পীসের কার্য্যের সম্বন্ধীয় শপথ যত দিন বিলম্বে করণ বিহিত তাহার মিয়াদ ফৌজদারীর সাহেবদিগকে দিতে পারিবেন।	ঐ	৪	০
ঐ আদালতের সাহেবেরা বহালী আইনমতে ফতওয়া দিবেন কিন্তু তাহার জারী মৌকুফ করিতে এবং শাস্তি অল্প ও অপরাধ মাফ করিবার যুক্তি দিতে পারিবেন।	৬	২	১
ঐ আদালতের সাহেবেরা শাস্তি অল্প করিবার যুক্তি দিবার হেতু রোয়দাদে লিখিবেন।	ঐ	ঐ	২
ঐ আদালতের সাহেবেরা মুখ্যাপরাধির সমভিব্যাহারিদিগের অপরাধ মাফ করিবার যুক্তি যে সময়ে দিবেন ও তাহা মঞ্জুর হইলে যেমতে লিখিবেন।	ঐ	৩	০
ঐ আদালতের সাহেবেরা ফৌজদারীর সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করিতে পারেন যে বিষয় বুঝিয়া কোনং লোকের দণ্ডের বদলে অন্য হুকুম দেন।	১১	২০	৪
ঐ আদালতের সাহেবেরা ভূমি জব্দ ও ইজারার পাট্টা বাজেয়াক্তের বদলে দণ্ড করিতে কিম্বা কয়েদের হুকুম দিতে পারিবেন ও তদর্থের দেওয়া হুকুম চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু জব্দের হুকুম রোয়দাদ সমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইতে হইবেক।	ঐ	৩	০
দাং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের বিষয়ের তলে এবং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের বিষয়ের তলে।			
ভূম্যধিকারিগণের বিষয়।			
ঐ অধিকারিগণ নীলাম হইবার ভূমি মোটে এক লাটে বিক্রয় করাইতে পারে।	৫	৩	০
ঐ অধিকারিগণের কেহ ফৌজদারীর সাহেবের কিম্বা পোলীসের আমলার হুকুমের প্রতিবন্ধক নিজে হইলে কিম্বা অন্যের দ্বা			

রা

	আইন	ধারা	প্রকরণ
রা প্রতিবন্ধকতা করাইলে তাহার নামে যেরূপে নালিশ হইবেক এবং সে ব্যক্তি যে শাস্তি পাইবেক।	১১	২	২
দাং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়ের তলে এবং শ্রীযুত গবরনর জেন্নরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়ের তলে এবং প্রজাগণ ও ইজারদারদিগের পাট্টার বিষয়ের তলে।			
মফঃসল আপীল আদালতসকলের বিষয়।			
মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের হুকুমনামার প্রতি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগের আপত্তি থাকিলে তন্নিদর্শনী ঐ সাহেবদিগের কৈফিয়তী দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক।	১০	২	০
মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা যে গতিকে যে তারিখহইতে রিস্পাণ্ডেণ্টকে সুদ দেওয়াইবেন এবং আপেলাণ্টের স্থানে দণ্ড লইবেন।	১১	৩	০
দাং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়ের তলে।			
নীলামের বিষয়।			
তলবের টাকাহইতে অধিক মূল্য হয় এত আন্দাজের ভূমি নীলাম করা যাইবেক না।	৫	২	০
যে সময়ে ভূমি নিতান্ত লাটবন্দীতে নীলাম করা যাইবেক ও যে সময়ে বিনালাটেও বিক্রয় হইতে পারিবেক।	ঐ	৩	০
নীলামের কারণ যত লাটবন্দী হইয়া থাকে তাহা সমুদয় যে সময়ে বিক্রয় করা যাইবেক না কিন্তু যে লাট নীলামের কারণ ডাক হইয়া থাকে তাহা সমুদয় নীলাম করা যাইবেক ও তাহার মূল্যের মধ্যে তলবের টাকা ও নীলামী খরচাবাদে যে ফাজিল হয় তাহা যাহাকে দেওয়া যাইবেক।	ঐ	৪।৫	০
নীলামী ভূমির খরীদারদিগকে খরীদের কালে মূল্যের শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে আমানৎক্রমে দাখিল করিতে হইবেক এবং তদ্ভিন্ন মূল্যের বাকী আদায়ের অর্থে যে কট থাকিবেক।	১২	২	০
দাং কালেক্টরসাহেবদিগের বিষয়ের তলে ও ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ের তলে।			

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়।	আইন	ধারা	প্রকরণ
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে হুকুম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের সাহেবদিগের দরখাস্তের উপর হয় তাহাই চূড়ান্ত হইবেক।	১০	৩	০
সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সন্দেহ কোন আইনের অর্থের প্রতি হইলে কিম্বা কোন মোকদ্দমার সম্পর্কে কিছু তদবীর না হইয়া থাকিলে তাহাতে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য।	ঐ	৪	০
উকীলগণের বিষয়।			
উকীলগণে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইনের অনুসারে উপস্থিত হওয়া মালগুজারীর মোতালক মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের অর্থে যত রসুম পাইবেক এবং তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারাছাড়া অন্য যে যে ধারা চলিবেক।	৮	২	০
উপরের লিখিত হুকুম যে মোকদ্দমার প্রতি চলন অনুচিত।	ঐ	৩	০
দাং কালেক্টরসাহেবদিগের বিষয়ের তলে।			
জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়।			
জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিদায়ী হুকুমবিনা আপনারদিগের কর্ম্মস্থান ছাড়িবেন না। এবং ঐ হুকুমের বিশেষ প্রস্তাব। আর বিদায়ের দরখাস্তের পাঠ।	৪	২	১
ঐ সাহেবেরা যাহাকে২ আপনারদিগের গমন ও প্রত্যাগমনের সংবাদ দিবেন।	ঐ	৪	০
রেজিষ্টরসাহেবেরা ও আসিস্টাণ্টসাহেবেরা দৈবাৎ জজের কর্ম্ম করিতে হইলে তাহার সংবাদ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন এবং ঐ হজুরের হুকুম না পঁহুছিবাপর্য্যন্ত যে কার্য্য করিবেন।	ঐ	৫	০
১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত যে হুকুম রদ হইল ও যে হুকুম বহাল রাখা গেল। এবং আসিস্টাণ্টসাহেবেরা যে কার্য্য বিনাঅনুমতিতে করিবেন। আর বিনাহুকুমে জজের কার্য্য জারী না করিবেন।	ঐ	৬	০

জজ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
জজ ও ফৌজদারীর সাহেবেরা যে সময়ে মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের হুকুমনামার প্রতি আপনারদিগের আপত্তি উপস্থিত করিতে ও তাহার হুকুম জারী মৌকুফ রাখিতে পারিবেন এবং যে সময়ে সে হুকুম অব্যাজে আমলে আনিবেন। ও শেষ হুকুমে নারাজ হইলে যে কর্ত্তব্য এবং হুকুম চূড়ান্ত হইবার অপেক্ষা যে মোকদ্দমায় রাখে না।	১০	২	০
যে মোকদ্দমার আপীল হইয়া থাকে তাহার ডিক্রী যেপর্য্যন্ত জারী করিতে নিষেধ।	১৩	২	০
দ্রষ্টং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়ের তলে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের বিষয়ের তলে।			
জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিষয়।			
জিলা ভাগলপুরের ফৌজদারীর সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিত আরজী না গুজরিলে যেমত করিবেন। আর ফরিয়াদীর নালিশ মিথ্যা ও অসঙ্গত নিতান্ত জানিলে তাহারদিগের সম্বন্ধে যেরূপাচরণ করিবেন।	১	৩	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব ফরিয়াদীর এবং উভয় পক্ষের সাক্ষিগণের হাজিরের উদ্যোগ করিবেন।	ঐ	৪	১
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব অপবাদগ্রস্ত আসামীর স্থানে সাক্ষিগণের নাম ও বেওরা জিজ্ঞাসিবার মতের হুকুম।	ঐ	ঐ	২
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে সময়পর্য্যন্ত সাক্ষিগণের নামনবীসী অপবাদগ্রস্ত আসামীর স্থানে লইবেন।	ঐ	ঐ	৩
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব আপনার রোয়দাদ ও যে সাক্ষিগণের তলব হইয়া থাকে তাহারদিগের নামনবীসী এবং তাহারদিগের গরহাজির হইবার কৈফিয়ৎ পাহাড়িয়া সরদারদিগের বৈঠকে দিবেন এবং নাজিরওগয়রহকে রুজু রাখিবেন।	ঐ	ঐ	৪
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে গতিকে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার আপনি করিতে পারিবেন এবং বিচারার্থে অপরাধিকে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে রাখিবেন।	ঐ	৫	০

ঐ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে কালে ও যে মতে ফরিয়াদীকে শাস্তি দিতে পারিবেন।	ঐ	৬	০
পাহাড়িয়া সরদারেরা বৎসরে যত বার অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচারের বৈঠক কারণ একত্র হইবেক।	ঐ	৭	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে সুকৃতি এবং যে যে লোকের দ্বারা বৈঠক করাইবেন।	ঐ	৮	০
যথায় বৈঠক হইবেক ও যে সময়ে সে বৈঠক ভাঙ্গিবেক।	ঐ	৯	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব আপনি বৈঠকে বসিবেন কিন্তু তথায় সে বিচারে সে সাহেব নিজে হস্তনিক্ষেপ করিবেন না এবং আপন আমলাদিগেরেও হস্ত দিতে দিবেন না।	ঐ	১০	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে হুকুম মঞ্জুর করিতে এবং যে শাস্তির ফতওয়া হইয়া থাকে তদপেক্ষা অল্প করিতে পারিবেন এবং শাস্তি অল্প করিতে হইলে তাহার হেতু লিখিবেন। ..	ঐ	১১	
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচিত পরামর্শসুদ্ধা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন।	ঐ	ঐ	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব বন্দওয়ারিয়ান অর্থাৎ দোভাষিয়াদিগের স্থানে যত দিনের মধ্যে পারসীর তরজমা লইয়া পাঠাইবেন।	ঐ	১৪	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে সময়ে ফতওয়া আমলে আনিবেন ও তাহা আমলে আনিবার কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন।	ঐ	১৫	
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের নবম আইনের ৩০ ত্রিংশৎ ধারার লিখিত যে ফিরিস্তিতে পাহাড়িয়া অপবাদগ্রস্ত আসামীদিগের নাম লেখা যাইবেক এবং পাহাড়িয়ারা ধরা পড়িলে ও তাহার উপর হুকুম হইলে তাহারদিগেরে যে মতে রাখিতে হইবেক।	ঐ	১৬	০
ঐ জিলার ফৌজদারীর সাহেব আইনে যে কোন মোকদ্দমার অর্থে কিছু তদবীর লেখা না গিয়া থাকে তাহার তহকীক আদালত ও ইমানক্রমে ধর্ম্মদৃষ্টে করিবেন এবং পাহাড়িয়াদিগেরে সুন্দর অবস্থায় রাখিবেন।	ঐ	১৭	০
ফৌজাদারীর সাহেবদিগকে জুষ্টিস আফপীসের কার্য্য সর্ব্বতো			

ভাবে

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ভাবে অর্পণ হইয়া থাকিলে তৎকালে তাঁহারা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগেরে ধরিবার ও কয়েদ করিবার অর্থে ও সে লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার করাইবার জন্যে যে উদ্যোগ করিবেন এবং যাহার নিকটে সে লোকদিগেরে পাঠাইবেন।	২	২	২
ফৌজদারীর সাহেবদিগকে জুষ্টিস আফপীসের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে অর্পণ না হইয়া থাকিলে তৎকালে তাঁহারা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী লোকদিগেরে যেরূপে ধরিবেন ও যথায় পাঠাইবেন ও তাহার সমাচার এবং সাক্ষিগণের ফিরিস্তি যে স্থানে পাঠাইবেন এবং সাক্ষিগণ ও ফরিয়াদীরদিগের হাজিরের নিমিত্তে যে উদ্যোগ করিবেন।	ঐ	ঐ	৩
ফৌজদারীর সাহেবেরা যে সময়ে ফরিয়াদীরদিগেরে ও সাক্ষিগণকে দিনপ্রতি যে হারে ও যত দিনের জন্যে খরচা দিবেন। ..	ঐ	৩	০
ফৌজদারীর সাহেবদিগকে জুষ্টিস আফপীসের কার্য্যের সম্পর্কীয় সুকৃতি যত দিনের মধ্যে করিতে হইবেক তাহার। এবং ঐ হুকুমের বিশেষ প্রস্তাব।	ঐ	৪	০
ফৌজদারীর সাহেবেরা যে অপবাদগ্রস্তেরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সাক্ষাৎ বিচারার্থে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে থাকে তাহারদিগেরে সাক্ষী মানিবার তহকীকাৎ যে মতে করিবেন।	৯	২	০
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা বহাল বোধ থাকিবেক তদতিরিক্ত যে সাক্ষিগণের নামনবীসী অপবাদগ্রস্ত আসামীরা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা পঁহুছিবার পূর্ব্বে দাখিল করিয়া থাকে সে সাক্ষিগণকে ফৌজদারীর সাহেবেরা হাজির করাইবেন।	ঐ	৩	০
ফৌজদারীর সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার লিখিত ফিরিস্তিছাড়া যে সকল কাগজপত্র দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দিবেন এবং যে সময়ে নাজির ও তাহার তরফ লোকদিগেরে যেহেতুক রুজু করাইবেন।	ঐ	৪	০
এ সকল হুকুম এলাকা বারাণসেও চলিবেক।	ঐ	৫	০
ফৌজদারীর সাহেবদিগের কাহারো হুকুমের উপর কেহ			

নিজে

	আইন	ধারা	প্রকরণ
নিজে প্রতিবাদী হইলে কিম্বা অন্যের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা করিলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য।	১১	২	১
ফৌজদারীর সাহেবেরা প্রতিবন্ধক অপরাধী ভূম্যধিকারী হইলে যে হুকুম করিবেন ও তাহার সমাচার কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবেন।	ঐ	ঐ	২
প্রতিবন্ধক অপরাধী সদরের মালগুজার ইজারদার হইলে তাহাতে ফৌজদারীর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য।	ঐ	ঐ	৩
ফৌজদারীর সাহেবেরা প্রতিবন্ধক অপরাধী ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরের মালগুজার ইজারদার না হইলে তাহার স্থানে যত দণ্ড যেমতে লইবেন এবং যে গতিকে সেই দণ্ডের বদলে কয়েদ রাখিবেন কিম্বা শারীরিক শাস্তি দিবেন।	ঐ	ঐ	৪
ফৌজদারীর সাহেবেরা উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলের সম্পর্কীয় আপনারদিগের সমস্ত হুকুম ও রোয়দাদ সমেত তরজমা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন।	ঐ	ঐ	৫
আপনারদিগের হুকুম রদ হইবার সমাচার পাইলে তৎকালে ফৌজদারীর সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য।	ঐ	৩	০
কেহ ধরা আসিয়া পলাইলে কিম্বা তলবমতে হাজির না হইলে তাহার প্রতি যে উদ্যোগ ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য।	ঐ	৪	১
ফৌজদারীর সাহেবেরা পলাতক কেহ ভূম্যধিকারী কিম্বা সদরের মালগুজার ইজারদার হইলে তাহার ভূমি যেমতে ক্রোক করাইবেন।	ঐ	ঐ	২
ফৌজদারীর সাহেবেরা পলাতক ব্যক্তি মফঃসলী তালুকদার হইলে যদি তাহার ভূমি ক্রোকের যোগ্য হয় তবে ক্রোক করাইবেন।	ঐ	ঐ	৩
ফৌজদারীর সাহেবেরা যে সময়ে ক্রোকহইতে ভূমি খালাস করিবেন সে সময়ে তাহার ক্রোকী কালের নিকাশ কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে দেওয়াইবেন।	ঐ	৫	০
ফৌজদারীর সাহেবেরা পলাতক ব্যক্তি ছয় মাসের মধ্যে হাজির না হইলে তাহার সংবাদ লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন।	ঐ	৬	০

ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের আইনসকলের খোলাসা।

	আইন	ধারা	প্রকরণ
দাং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতসকলের বিষয়ের তলে এবং নিজামৎ আদালতেরবিষয়ের তলে এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের বিষয়ের তলে ইতি।			

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে যে বিষয়ের যে যে আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের যে যে তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ২ জানুআরি।

শহর কলিকাতায় আমদানী ও রফ্তানী রূপা ও সোণার মুদ্রা ও রূপা ও সোণা ছাড়া অপর সকল জিনিসের উপর শতকরা এক টাকার হারে নয়া হাসিল লইবার। এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীরলমমালক বাহাদুরের অধিকারদেশ ও শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অনধিকার দেশান্তরহইতে আফীন আমদানী হইতে নিষেধের।

২ দ্বিতীয় আইন। ২৭ জানুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে এলাকা বারাণসের ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগেরে পোলীসের যে ভারার্পণ হইয়াছে সে বিষয়ের দায়ী তাহারা কবুলিয়ৎমতে হইবার মর্ম্ম প্রচার করিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ২৭ জানুআরি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের অনুসারে এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীরনগর ও আজীমাবাদ ও মুরশিদাবাদ ও বারাণসের দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের জজসাহেবেরা দুই২ জনে যে ভ্রমণ এক২ এলাকায় এক কালে পৃথক২ করেন্ তাহার বদলে এক২ সাহেব একাকী এক২ এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে সর্ব্বত্র সমস্ত জিলা ও শহরসকলের অপরাধিদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে ভ্রমণ করিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১৩ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের কোন২ দাঁড়ার নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের এবং ঐ আইনঅপেক্ষা কএক হুকুম অতিরিক্ত হইবার।

৫ পঞ্চম আইন। ২৪ মার্চ।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারে ও উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তথায় ধরণা দিতে না পারিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১০ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের অনুসারে ধার্য্যহওয়া পোলীসের সিরিস্তার আখরাজাতের সালিয়ানা জায়দাদ ধার্য্যের নির্দ্দিষ্ট ঐ ১৭৯৩

সালের

সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন রদ করিবার। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের নির্দ্ধারিত নালিশের কালহইতে বিচার হইবাপর্য্যন্ত লইবার রসুমের বদলে নয়া রসুম নির্ণয় করিবার। আর ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা শরয়ীওগয়রহ লিখনের রসুম লইবার। এবং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও এলাকা বারাণসের দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের নিরূপিত রসুমহইতে এক প্রকার রসুম গ্রহণ করিবার।

৭ সপ্তম আইন। ১৭ আপ্রিল।

মোকাম বাকরগঞ্জের কমিস্যনরী কার্য্য মৌকুফ করিবার এবং এইক্ষণে জিলা ঢাকা জলালপুরের আদালতের শামিলে যে সকল মহাল আছে তথায় নব্য এক দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত মদিরার ভাটীর হাসিলের নিরিখ সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও এলাকা বারাণসে অধিককরণের কর্তৃত্ব শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের থাকিবার।

৮ অষ্টম আইন। ২৬ মাই।

এলাকা বারাণসে চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতি হইবার দাওয়ার মোকদ্দমাসকলের বিচার দেওয়ানী আদালতসকলে করাইবার এবং ঐ এলাকার খাম মহালাতের তহসীলদারেরা ঐ সকল মোকদ্দমার জওয়াবের দায়ী হইবার নিরূপণের আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হস্তহইতে সরকারী উকীলগণ নিযুক্ত হইবার ভার উঠিয়া তাহা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হইবার।

৯ নবম আইন। ১১ আগস্ত।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে বারাণস কিম্বা বেহারের পথে যে নীল ঐ সরকারের অধিকারে আইসে তাহার উপর বেশী হাসিল শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে নির্ণয় করিবার।

১০ দশম আইন। ১১ আগস্ত।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে মদিরাদি মাদকসামগ্রী জন্মানের ও বিক্রয়করণের পাট্টাসকল এবং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা শাস্তি দিতে পারিবার যোগ্যাপরাধিদিগের কৃতাপরাধের নালিশী আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার এবং চারি সুবা ও এলাকায় দশ টাকার অধিক মূল্য না হয় এমত জিনিসের রওয়ানা লইবার লোকদিগের স্থানে ইষ্টাম্পের রসুম না লইবার ও হাসিলমাফী রওয়ানা পাইবার ব্যক্তিগণের নিকটে ঐ রসুমলওন অকর্ত্তব্য হইবার।

১১ একাদশ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১১ একাদশ আইন। ১৩ অক্তোবর।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী ও অন্য বিলায়তী যে লোকেরা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের তাবে নহে তাহারা সে আদালতে নালিশ করিবার সময়ে দিবার একরারী মুচলকার নক্সা দুরস্ত করিবার এবং আসামীদিগের জামিনেরা যে একরারনামা আদালতে দিবেক তাহার নক্সা নির্দ্ধার্য্যের।

১২ দ্বাদশ আইন। ২৭ অক্তোবর।

স্থাবর বস্তুছাড়া নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের ভারলাঘব হইবার এবং ঐ আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের সম্পর্কীয় কোনং হুকুম পরিবর্ত্ত ও স্পষ্ট করিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২৭ অক্তোবর।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে ফৌজদারীর কার্য্য চালাইবার ভারার্পণের।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ১০ নবেম্বর।

যে বন্দিগণের ভাগ্যে দীয়তের কিম্বা দণ্ডের অথবা ডাকাইতী ও চৌর্য্যাদির ধন ফিরিয়া দিবার অথবা সে ধনের মূল্য দানের অর্থে হওয়া হুকুম তাহারা না মানিবাপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার ফতওয়া হইয়া থাকে তাহারদিগের শাস্তির লাঘব করিবার শক্তি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পিবার এবং পশ্চাৎ এমত ফতওয়া না হইতে পারিবার আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ভার বিশেষিয়া ব্যক্ত করিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ২৪ নবেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ একবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ৩০ ত্রিংশৎ আইনের অনুসারে এদেশীয় অক্ষর ও ভাষায় সরকারের মালগুজারীর মোতালক দফ্তর সকল রাখিবার অর্থে যে মুজমিলনবীসী সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার আখরাজাতের কারণ রসুম লইবার।

১৬ ষোড়শ আইন। ১৪ নবেম্বর।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহের এবং তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হুজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল করিবার।

১৭ সপ্তদশ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের আইনসকলের ফিরিস্তি।

১৭ সপ্তদশ আইন। ১ দিসেম্বর।

যে মিথ্যাবাদী সাক্ষিগণে যত্ন কিম্বা আশাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহারদিগের কপালে লুপ্ত হইতে না পারিবার মত লজ্জাকর একদাগ দেওয়াইবার শক্তি দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগকে অর্পণের।

১৮ অষ্টাদশ আইন। ৮ দিসেম্বর।

জিলা চট্টগ্রামের মোতালক এদেশীয় লোক যে কমিস্যনরেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের চত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আমীনী কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগেরে মধ্যেং ভূমির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমার বিচারের ভার দিবার শক্তি ঐ জিলার জজসাহেবকে অর্পণের।

১৯ ঊনবিংশতি আইন। ১৫ দিসেম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালতে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল হইলে দেওয়ানী আদালতের পঠিত সে মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা তথাকার জজসাহেবদিগের স্থানে তলব করিবার ভার মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগকে অর্পণের এবং ঐ সকল আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টান্টসাহেবেরা অনবসরতাপ্রযুক্ত মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদী কাগজপত্রের তরজমা সত্বরে করিতে না পারিলে তাহা ঝটিতি করাইবার উপায়ের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১ প্রথম আইন।

শহর কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তানী রুপা ও সোণার মুদ্রা ও রুপা ও সোণা ছাড়া অপর সকল জিনিসের উপর শতকরা এক টাকার হারে নয়া হাসিল লইবার এবং শ্রীযুত নওয়াব উজীরলমমালক বাহাদুরের অধিকারদেশ ও শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অনধিকারদেশান্তরহইতে আফীন আমদানী হইতে নিষেধের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ২১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১৯ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ২১ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ১৯ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২ রজবে জারী হইল।

হেতুবাদ।

বিপক্ষদিগের মানওয়ারী অর্থাৎ যুদ্ধের যে জাহাজ বালেশ্বরের পথে ভিতর গাঙ্গ পর্য্যন্ত ভুমিয়া বেড়ায় তাহার কারণ শহর কলিকাতার মহাজনী ব্যাপারে গত বৎসর ও এ বৎসর বিস্তর ক্ষতি দর্শিয়াছে এহেতুক শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নির্দ্ধার্য্য করিলেন যে মহাজনী কারবারের রক্ষণ ও খবরদারীর নিমিত্তে মানওয়ারী জাহাজসকল তৈয়ার হয় ও তাহার ব্যয়ব্যসনের সুসারের কারণ শহর কলিকাতায় আমদানী রুপা ও সোণার জরব অর্থাৎ মুদ্রা ও রুপা ও সোণাছাড়া অপর সমস্ত জিনিসের উপর শতকরা এক টাকার হারে নয়া হাসিল লওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে এ হাসিলে ব্যবসায়ি লোকদিগের সম্পর্কে এই রুপে বিস্তর লাভ হইবেক যে এইক্ষণে তাহারদিগের জিনিস চালানে যে ঝুঁকী আছে তাহা দূর হইয়া ইন্সুরন্স এতাবতা বিমার খরচার নিরিখ অবশ্য কমী হইতে পারে। আর আফীনের দ্বারা পূর্ব্বে যে খাজানা মিলিত তাহা সাব্যস্থ রাখিবার জন্যে উচিত জানা গেল যে শ্রীযুত নওয়াব উজীরলমমালক বাহাদুরের অধিকারদেশ এবং শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অনধিকারদেশান্তরহইতে আফীন আমদানী হওন সংপ্রতি বারণ ও মৌকুফ হয় অতএব নীচের লিখিত সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম এই আইন জারীর তারিখহইতে আমলে আসিবেক ইতি।

২ধারা।

হাসিল লইবার যোগ্য সমস্ত জিনিসের উপর এই ধারার লিখিত নয়া হাসিল লওয়া যাইবার কথা।

এইক্ষণে যে সকল জিনিসের উপর শতকরা ২।৷০ আড়াই টাকা হারে হাসিল লওয়া যাইতেছে ইহাছাড়া এক টাকা অধিক করিয়া একুনে ৩।৷০ সাড়েতিন টাকা হাসিল শতকরা সে সকল জিনিসের উপর পশ্চাৎ লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

নগদ মুদ্রা এবং রূপা ও সোণাছাড়া হাসিল মাফের যে সকল জিনিসের উপর হাসিল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

এইক্ষণে যে সকল জিনিসের হাসিল মাফ আছে পশ্চাৎ তাহা আমদানী ও রফ্তানীমুখে শতকরা এক টাকার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক কিন্তু এ হুকুম রূপা ও সোণার মুদ্রার ও রূপা ও সোণার প্রতি চলিবেক না ইতি।

৪ ধারা।

যে সকল জিনিসের হাসিল সময়ক্রমে ফিরিয়া দিবার পদ্য আছে তাহার উপর আমদানী ও রফ্তানীমুখে এই ধারার লিখিত নয়া হাসিল লওয়া যাইবার কথা।

ফিরিয়া যাইবার বাসনায় আমদানীহওয়া যে সকল জিনিসের উপর এইক্ষণে শতকরা ২।।০ আড়াই টাকার হারে হাসিল লওয়া যায় ও তাহা রফ্তানী কালে যে মতে ফিরিয়া দেওয়া যায় সেই মতে উত্তরকালেও ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু তাহার উপর আমদানীমুখে শতকরা যে এক টাকা নয়া হাসিল লওয়া যাইবেক তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না এবং সে সকল জিনিস রফ্তানীমুখেও শতকরা এক টাকার হারে হাসিল লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

নয়া যে হাসিল লওয়া যায় তাহা আলাহিদা লেখা যাইবার কথা।

কষ্টম মাস্তর অর্থাৎ সরকারী হাসিল তহসীলের কালেক্টরসাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে শতকরা এক টাকার হারে নয়া হাসিল প্রত্যেকের স্থানেই লন্ ও তাহার হিসাব নিষ্পত্তি অন্য মোকররী হাসিলের শামিলে না করিয়া পৃথক্রমতে করেন্ ও তাহাতে যত মিলে তাহা আলাহিদা মহলে লিখেন্ কারণ এই যে সময়ক্রমে ইহার জমা তনকী হইতে পারে ইতি।

৬ ধারা।

নয়া হাসিলের উপর রসুম না লইবার কথা।

কষ্টম মাস্তরের কর্ত্তব্য নহে যে নয়া হাসিলের উপর আপন রসুম লন্ উচিত যে তাঁহার যে রসুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই লন্ ইতি।

৭ ধারা।

কোম্পানির অনধিকার দেশহইতে আফীন আসিতে নিষেধের কথা।

এই ধারাক্রমে শ্রীযুত নওয়াব উজীরলমমালক বাহাদুরের অধিকারদেশের এবং শ্রীযুত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অনধিকারদেশান্তরের উৎপন্ন ও জন্মান আফীন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের কোন স্থানে এই আইন জারীর তারিখহইতে আসিবেক না ইতি।

৮ ধারা।

দণ্ডের কথা।

যদি প্রমাণ হয় যে কেহ এই নিষেধের অন্যথায় সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় আফীন আমদানী করিয়াছে তবে তাহার বেওরাদৃষ্টে যে দণ্ড ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩২ দ্বাত্রিংশৎ আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারায় হজুরের হুকুমের

অন্যথায়

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১ প্রথম আইন।

অন্যথায় আফীন ক্রয় ও বিক্রয়করণিয়া লোকদিগের সম্বন্ধে নিরূপণ আছে তাহা তাহার পুতি কর্ত্তব্য হইবেক। আর এলাকা বারাণসে এমত হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩২ দ্বাত্রিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারায় যে দণ্ডের নির্ণয় আছে তাহাই করণ উচিত হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

আফীন জব্দ করিবার মতের কথা।

উপরের লিখিত নিষেধের অন্যথায় আমদানীহওয়া যে আফীন যে কোন সুবায় ও এলাকায় ক্রোকের তলে আইসে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩২ দ্বাত্রিংশৎ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনক্রমে জব্দ হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে এলাকা বারাণসের ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগেরে পোলীসের যে ভারার্পণ হইয়াছে সে বিষয়ের দায়ী তাহারা কবুলিয়ৎমতে হইবার মর্ম্ম প্রচার করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৭ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ১৫ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২৭ রজবে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে ফৌজদারীর সাহেবদিগের তাবে পোলীসের অর্থাৎ থানাদারী কার্য্যের ভারার্পণ তহসীলদার ও ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের প্রতি হইয়াছে এবং তহসীলদারপ্রভৃতিতেও আপনারদিগের কবুলিয়ৎমতে বিরোধ ও বিসম্বাদাদি অনুপযুক্ত ক্রিয়া না হইতে পারিবার অর্থে দায়ী হইবার মুচলকা দিয়াছে এবং ঐ আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় লেখা আছে যে তহসীলদার ও ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের সীমাসরহদ্দ ও অধিকার ও ইজারার মহালাতের মধ্যে চুরী ও ডাকাইতী হইলে তাহারা এই রূপে যে আদৌ তহসীলদারেরা সরকারে পশ্চাৎ ভূম্যধিকারি ও ইজারদারেরা তহসীলদারদিগের নিকটে দায়ী হইবেক যে মত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ও ১৫ পঞ্চদশ ধারায় লেখা আছে। এবং তহসীলদারেরা কুকর্ম্মাবৃত হইলে ঐ ১৭ সপ্তদশ আইনের ৬ ষষ্ঠ ও ২০ বিংশতি ধারার অনুসারে তগীর হইতে এবং তাহারদিগের নামে দায়ের ও সায়েরী আদালতেও নালিশ হইতে পারিবেক কিম্বা তাহারদিগের চলনার্থে যে আইন নির্দ্ধারিত আছে তাহার দাঁড়ার ব্যতিক্রমে চলিলে তাহারদিগের নামে ক্ষতির দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবার বাধা হইবেক না। কিন্তু ঐ সকল আইনে ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের সম্পর্কে এমত হুকুম স্পষ্ট লেখা যায় নাই যে তাহারা আপনারদিগের অধিকার ও ইজারার ভূমির মধ্যে চুরী ও ডাকাইতী হইলে তাহার দায়ী হওনব্যতিরেকে অপর কোন দুষ্ক্রিয়ার নিশার দায়ী হইবেক এবং তাহারদিগের অধিকার ও ইজারার মহালাতের মধ্যের বিরোধ ও বিসম্বাদের নিবারণ তাহারা না করিলে ও তথাকার বিরোধি ও বিসম্বাদি ও দুর্বৃত্ত লোকদিগেরে তাহারা না ধরিলে তাহারদিগের নামে কিরূপে নালিশ হইবেক ও তদর্থে তাহারা কি শাস্তি পাইবেক অতএব এই সকল স

সন্দেহভঞ্জনার্থে

দেহভঙ্গনার্থে নীচের লিখিত সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ সকল হুকুম কেবল এলাকা বারাণসের নিমিত্তে ধার্য্য হইল ও ইহা তথায় ইশ্তিহার দেওয়া গেলে আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

যে ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগেরে পোলীসের ভার দেওয়া গিয়াছে তাহারা যে যে প্রকার লোকদিগেরে ধরিবেক এবং তাহারদিগের সীমানার মধ্যে বিরোধাদি না হইবার অর্থে যে রূপ সাবাধান হইবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের প্রতি তাহারদিগের অধিকারভূমি ও ইজারার মহালাতের পোলীসের কার্য্যের যে ভারার্পণ তহসীলদারদিগের যোগে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের যে ১৭ সপ্তদশ আইনের অনুসারে হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে সর্ব্বদা পাইক ও চৌকীদার ও পাসবান ও অপর গ্রামসকলের সমস্ত রক্ষকদিগের সহকারিতাতে সাবধানে ও খবরদারীতে রহে এবং তাহারদিগের অধিকারভূমি ও ইজারার মহালাতের সীমাসরহদ্দের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ ও মারিপীটওগয়রহ অসৎ ক্রিয়া না হয় আর যাহারা এমত অযোগ্য ব্যাঘাত ও অসৎ ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইবার কালে ধরা পড়ে এবং যাহারদিগেরে চৌকীদার ও গ্রাম সকলের রক্ষকেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার হুকুমমতে ধরে তাহারদিগেরে তহসীলদারদিগের নিকটে দাখিল করিবেক বিশেষতঃ ভূম্যধিকারি ও ইজারদারদিগের প্রতি যে ভারার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তাহারদিগের স্থানে তহসীলদারেরা যাহারদিগেরে ধরিবার কারণ সহায়তা চাহে তাহা সহকারী হয় ইতি।

৩ ধারা।

যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার সহায় সামগ্রী না যোগায় তাহার অধিকারভূমি কি ইজারা মহাল জব্দ হইবার অথবা তাহার স্থানে দণ্ড লইবার এবং তাহার নামে নীচের প্রকরণ ক্রমে নালিশ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ—। যদি এমত প্রমাণ হয় যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার উপরের লিখিত কোন বিষয়ে দেখিয়া ও জানিয়া শুনিয়া শৈথিল্য ও গাফিলী করিয়াছে বিশেষতঃ তাহার অধিকার কিম্বা ইজারার মহালের সীমানার মধ্যে যাহারা দুষ্ট ক্রিয়ায় আবৃত হইয়া থাকে অথবা যাহারদিগের নামে এমত অপবাদ ও তহমৎ হয় তাহারদিগেরে ধরিবার কারণ সহায় সামগ্রী তহসীলদারে তলব করিলে তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য না যোগাইয়া থাকে তবে তাহার অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল জব্দের যোগ্য হইবেক অথবা সে বিষয়ের বেওরাদৃষ্টে যে দণ্ডকরণ উচিত জানা যায় তাহাই তাহার স্থানে সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক এবং নীচের প্রকরণের লিখনানুসারে তাহার নামে নালিশ হইবেক।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের বিচার করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ফৌজদারীর সাহেবেরা আইনমতে ফৌজদারীর মোতালক মোকদ্দমাসকল যে রূপে শুনেন ও তাহার বিচার করেন সেই রূপে উপরের লিখিত সহায়তায় শৈথিল্য করিবার বিষয়ের সকল মোকদ্দমা শুনিবেন ও তাহার বিচার করিবেন ইহাতে আসামীর জওয়াব ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শুনিলে পর যদি ফৌজদারীর কোন সাহেবের নিশ্চয় গ্রহ হয় যে তাহাহইতে এমত হয় নাই তবে

তাহাকে

তাহাকে খালাসী দিবেন আর যদি জানেন যে দাওয়ার মূল অন্যায্য ও অস্লত তবে খেসারৎ দেওয়াইবেন। এতদ্ভিন্ন যদি সে সাহেব বুঝেন্ যে তাহার উপর ফরিয়াদীর দাওয়া সাব্যস্থ হইল তবে তাহার দণ্ডলওন কিম্বা অধিকারভূমি অথবা ইজারার মহাল জব্দকরণ ইহার যে শাস্তি আপন বিবেচনায় আইসে তাহা করিবার যুক্তি দণ্ড লইতে হইলে তাহার সংখ্যা কিম্বা অধিকারভূমি অথবা ইজারার মহাল জব্দ করিতে হইলে তাহার সালিয়ানা জমার তায়দাদ নিদর্শনে লিখিয়া সে মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল ও তরজমাসমেত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইবেন।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ফৌজদারীর সাহেবের পাঠান রোয়দাদ পাইলে পর তাহার প্রমাণপ্রয়োগ ও বেওরাদৃষ্টে যাহা বিহিত জানেন তাঁহারি হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সরকারে দণ্ড লইবার অর্থে হুকুম হয় তবে ফৌজদারীর সাহেব সেই হুকুমকেই চূড়ান্ত জানিয়া অন্যং দণ্ড উসুলের জন্যে যে সকল উদ্যোগ আইনমতে করেন্ সেই সকল উদ্যোগ এদণ্ড উসুলের কারণেও তৎক্ষণাৎ করিবেন আর যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অধিকারভূমি অথবা ইজারার মহাল জব্দের অর্থে হুকুম করেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সে হুকুম জারী করাইবার পূর্ব্বে ফৌজদারীর সাহেবের পাঠান রোয়দাদসুদ্ধা আপনারদিগের রোয়দাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্ ঐ শ্রীযুত তাহা জব্দ করণ কিম্বা তাহার বদলে দণ্ডকরণের অথবা প্রকারান্তর যে হুকুম উপযুক্ত হয় তাহাই দিবেন তাহাতে যদি অপরাধির অধিকারভূমি কিম্বা ইজারার মহাল জব্দের হুকুম দেন তবে পশ্চাৎ তাহার যে কর্ত্তব্য তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের দ্বারা কালেক্টরসাহেবকে লেখাইবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের অনুসারে এলাকা কলিকাতা ও জাহাঁগীরনগর ও আজীমবাদ ও মুরশিদাবাদ ও বারাণসের দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের জজসাহেবেরা দুইং জনে যে ভ্রমণ এবং এলাকায় এক কালে পৃথকং করেন তাহার বদলে একং সাহেব একাকী একং এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে সর্ব্বত্র সমস্ত জিলা ও শহরসকলের অপরাধিদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে ভ্রমণ করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৭ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১৫ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৩ সালের ১৫ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২৭ রজবে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সমস্ত জিলার বন্দিগণের মোকদ্দমাসকলের বিচার শীঘ্র নিষ্পত্তির কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় হুকুম আছে যে একং এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালত ভ্রমণকালে দুই ভাগ হইয়া একং ভাগের আদালতের ব্যাপার একং জজসাহেব করিবেন ইহাতে যে যে ভাগে যে যে জিলা পড়িয়াছে তাহাও ঐ আইনের ৫ পঞ্চম ধারায় লেখা আছে ও ঐ আইনের ৯ নবম ও ১১ একাদশ ধারায় প্রস্তাব আছে যে যে সময়ে এলাকা আজীমাবাদ ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা বন্দিগণের মোকদ্দমাসকলের বিচার সাঙ্গ করিবেন সেই সময়ে আপনারদিগের নিয়ত রহিবার স্থান সদর মোকামে পুনর্ব্বার আসিবেন তাহাতে যে যে সাহেব যে যে সদর মোকামে অগ্রে উপস্থিত হইবেন সেইং সাহেব তৎকালে অবিলম্বে যাহারা শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকা জলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা চব্বিশ পরগনায় কয়েদ কিম্বা জামিনীতে রহিয়া থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচার করিতে মনোযোগী হইবেন। এতদ্ভিন্ন ঐ আইনের ৪ চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে একং এলাকার জজসাহেবদিগের মধ্যে এক জন সাহেব অগ্রপশ্চাৎক্রমে অর্থাৎ ফেরেফারে আপনং সদর মোকামে ঐ আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত মর্ম্মবিশেষের পর্য্যবসানার্থে সর্ব্বদা হাজির থাকিবেন আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ও ১৫ পঞ্চদশ ও ১৬ ষোড়শ ধারাক্রমে উপরের লিখিত সকল দাঁড়া এলাকা বারাণসে চলিয়াছে

 এবং

এবং বিস্তর পরীক্ষিয়া বুঝা গেল যে দায়ের ও সায়েরী আদালতের মোতালক কার্য্যের পর্য্যবসানে ঐ জজসাহেবদিগের প্রায় সকল কালক্ষেপণ হয় এবং কোনং এলাকার জজসাহেবদিগের প্রতিবৎসর প্রথম ভ্রমণের পর পুনরাগমনানন্তর অত্যল্প দিন গতেই দ্বিতীয় ভ্রমণের চেষ্টা পড়ে। ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৭ সপ্তচত্বারিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক যে সকল ব্যাপার দুই জজসাহেবের বিনাবিচারে হইতে পারে না তাহা জজসাহেবদিগের মধ্যে দুই জন নিয়ত আপনারদিগের সদর মোকামে থাকিয়া সম্পন্ন করিবার যত্নে ন্যূনতা দর্শে এপ্রযুক্ত মফঃসল আপীল আদালতের প্রায় অনেক কার্য্য যবস্থে রহিতেছে এবং যাহারা আপনারদিগের মোকদ্দমাসকল তথায় উপস্থিত করিয়াছে তাহারদিগের প্রতিও বিস্তর ক্লেশ ও পীড়া হইতেছে এই সকল অব্যবস্থা ও কুদাঁড়া দূরের কারণ এবং এমতাবশ্যক জানা গেল যে প্রতিএলাকার প্রধান জজসাহেব সর্ব্বক্ষণ আপনং অবস্থিতির সদর মোকামে রহিয়া অতিসুন্দররূপে দুই এলাকার সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবসান করিতে থাকেন্ অতএব নীচের লিখিত সকল দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে এই নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে কার্য্য আগামি মার্চ্চ মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে হইবেক ইতি।

২ ধারা।

পশ্চাৎ দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের একং এলাকা দুইং ভাগের বদলে অসাধারণ ক্রমে থাকিয়া তাহাতে একং জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ১৬ ধারানুসারে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবারকথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারার অনুসারে এলাকা আজীমাবাদ ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা ও বারাণসের যে দায়ের ও সায়েরী আদালত দুই ভাগ হইত তাহার বদলে সমস্ত জিলার কয়েদীদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচার ছয়ং মাসান্তর শীঘ্র নিষ্পত্তির কারণ একং এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে এক আদালত থাকিবেক ও তাহাতে বারেং অগ্রপশ্চাৎক্রমে দ্বিতীয় জজসাহেব ও তৃতীয় জজসাহেব একাকী ভ্রমণ করিবেন ও তৎসমভিব্যাহারে একবার কাজী অন্যবার মুফ্তী ফেরেফারে যাইবেন ও সে সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৫ পঞ্চম ধারার ও ১৭৯৫ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের ১৬ ষোড়শ ধারার অনুসারে আপনং এলাকার সমস্ত জিলায় ভ্রমিয়া বেড়াইবেন ইতি।

৩ ধারা।

উত্তরকাল এলাকা জাহাঁগীরনগরছাড়া অন্যং এলাকায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের প্রথম ভ্রমণ ১ মার্চ্চে ও ভ্রমণান্তর ১ অক্তোবরে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৪০ চত্বারিংশৎ ধারাক্রমে ভ্রমণের যে নিরূপণ আছে অর্থাৎ প্রতিবৎসর প্রথম বার ১ পহিলা আপ্রিলে ও দ্বিতীয় বার ১ পহিলা নবেম্বরে যে ভ্রমণ হয় তাহার বদলে পশ্চাৎ এলাকা জাহাঁগীরনগরছাড়া অন্যং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সকল এলাকায় প্রথম বার ভ্রমণের যাত্রা ১ পহিলা মার্চ্চে ও দ্বিতীয় বার ভ্রমণের যাত্রা ১ পহিলা অক্তোবরে করিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এলাকা জাহাঁগীরনগরের কএক হেতুদৃষ্টে জানা গেল যে কেবল ঐ এলকায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ ১ পহিলা জানুআরি ও ১ পহিলা জুলাইতে অতিসুন্দর হয় একারণ পশ্চাৎ প্রতিবৎসর ঐ দুই তারিখে এতা বতা ১ জানুআরি ও ১ জুলাইতে তথাকার ভ্রমণ হইবেক ইতি।

এলাকা জাহাঁগীরনগরে দায়ের ও সায়েরী আদালতের ভ্রমণ প্রতি বৎসর ১ জানুআরি ও ১ জুলাইতে হইবার কথা।

৪ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা উপরের ধারার লিখনানুসারে ভ্রমিয়া যেং কালে আপনং মোতালক সমস্ত জিলার মোকদ্দমাসকলের বিচার সাঙ্গ করেন্ সেইং কালে কর্ত্তব্য যে অব্যাজে আপনারা আপনং নিয়ত রহিবার স্থান সদর মোকামে উপস্থিত হইয়া যাহারা নীচের লিখিত শহর ও জিলাসকলে কয়েদ ও জামিনীতে রহিয়া থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচার করিতে মনোযোগী হন্।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা আপনং মোতালকসকলের ভ্রমণসাঙ্গের পর এই ধারার লিখিত শহর ও জিলার মোকদ্দমাসকলের বিচার করিবার কথা।

এলাকা আজীমাবাদের তাবে শহর আজীমাবাদ
এলাকা জাহাঁগীরনগরের তাবে শহর জাহাঁগীরনগর এবং জিলা ঢাকা জলালপুর
এলাকা মুরশিদাবাদের তাবে শহর মুরশিদাবাদ এবং জিলা মুরশিদাবাদ
এলাকা কলিকাতার তাবে জিলা চব্বিশ পরগনা
এলাকা বারাণসের তাবে শহর বারাণস

৫ ধারা।

একং এলাকার প্রধান জজসাহেব আপনং এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালত ও মফঃসল আপীল অদালতের কার্য্য সম্পন্নের নিমিত্তে সর্ব্বদা আপনং অবস্থিতির সদর মোকামে থাকিবেন এবং ভ্রমণাবসানে যে জজসাহেব সদর মোকামে রহিবার বিষয় হয় তাঁহার সহিত বসিয়া মফঃসল আপীল আদালতের কার্য্যের পর্য্যবসান করিবেন এইহেতুক যে মফঃসল আপীল আদালতের সমস্ত ব্যাপার বৎসর ভরিয়া যত হইতে পারে তাহাতে ব্যাঘাত না হয় ইতি।

একং এলাকার প্রধান জজসাহেব সর্ব্বদা আপনং সদর মোকামে রহিয়া অন্য যে জজ তথায় থাকেন্ তাঁহার সহিত মিলিয়া মফঃসল আপীল আদালতের কার্য্য নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৬ ধারা।

যদি ভ্রমণের সময় উপস্থিতে মরণ কিম্বা পীড়া অথবা অপর কোন বলবৎ হেতুতে ভ্রমণকারক জজসাহেবদিগের কাহারো ভ্রমণ না হয় কিম্বা প্রধান জজসাহেবের অথবা ভ্রমণানন্তর সদর মোকামে স্থায়ী হইবার অন্য জজসাহেবের মৃত্যু কিম্বা ঐ দুই সাহেব অথবা এক সাহেব পীড়িত হইলে যদি মফঃসল আপীল আদালতের কার্য্য নিষ্পত্তি না হয় তবে তাহার সমাচার অবিলম্বে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক সে সকল গতিকের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিতে ঐ হজুরহইতে হুকুম হইবেক ইতি।

জজ সাহেবদিগের মরণাদি হইলে কর্ত্তব্য উদ্যোগের কথা।

৭ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

৭ ধারা।

প্রথম জজ ও ভ্রমণান্তে সদর মোকামে স্থায়ি অন্য জজের উভয়তঃ বিবেচনায় অনৈক্য হইলে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে যে মোকদ্দমার প্রতি মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী শেষ নিষ্পত্তিজনক হয় তাহাতে যদি প্রধান জজ সাহেব ও ভ্রমণানন্তর সদর মোকামে স্থায়ি অন্য জজসাহেবের উভয়তঃ বিবেচনায় ব্যতিক্রম জন্মে তবে প্রধান জজসাহেবের বিবেচনা জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুরের অর্থে হইলে তাঁহার বিবেচনাই বলবৎ ও চূড়ান্ত হইবেক ও তদনুসারে ডিক্রী করা যাইবেক কিন্তু যদি অন্য জজসাহেবের বিবেচনায় অনৈক্যক্রমে প্রধান জজ সাহেবের বিবেচনা জিলার আদালতের ডিক্রী রদ করিবার প্রতি হয় তবে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অপর যে জজসাহেব ভ্রমণে গিয়া থাকেন তাঁহার পুনরাগমনপর্য্যন্ত যবস্থবে রহিবেক তদনন্তর ঐ জজসাহেবদিগের মধ্যের অনেকের বিবেচনায় ঐক্যক্রমে সে মোকদ্দমার সমাধা পড়িবেক ইতি।

৮ ধারা।

এই আইনক্রমে রদ না হওয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের বাকী ধারা সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

জানিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৭ সপ্তম আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৬ যোড়শ আইনের যে যে ধারা রদ ও বদল হইবার কথা এই আইনে লেখা গেল তাহা ছাড়া ঐ সকল আইনের অন্য সমস্ত ধারা সাব্যস্থ রহিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের কোনং দাঁড়া নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্তের এবং ঐ আইনঅপেক্ষা কএক হুকুম অতিরিক্ত হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১৩ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ১ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ১৩ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫২ ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে কাহারো উপর খুনকরণ প্রমাণ হইলে তৎকালে হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের কি মনস্থ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক তাহাতে যদি সে উত্তরাধিকারিরা নালিশ না করিতে চাহে কিম্বা হাজির না হয় অথবা অল্পবয়স্ক হয় তবে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইনের ৫৫ ধারায় লেখা গিয়াছে এবং ঐ আইনের ৭৬ ধারাক্রমে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে কাহারো উপর খুনকরণ সাব্যস্থ হইলে যদি হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা ক্ষমা দেয় কিম্বা দীয়ৎ অর্থাৎ খুনের মূল্য চাহে তথাচ খুনের ফতওয়া এতাবতা হত্যার ব্যবস্থা দেন্ ফলত ঐ আইনের লিখিত উপরের প্রস্তাবিত উদ্যোগের মর্ম্ম এই যে খুনের মোকদ্দমায় উত্তরাধিকারিদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই মঞ্জুর হইবেক না। কিন্তু ঐ আইনে উপরের লিখিত মর্ম্মবর্ত্তি কোনং বিষয়ে চলিবার শরার সম্বন্ধীয় কএক কথা ব্যক্ত করিয়া লেখা যায় নাই ইহাতে সন্দেহ জন্মিল যে সেই অব্যক্ত কথা সেইং বিষয়ের প্রতি চলিবেক কি না এহেতুক এবং ঐ আইন জারীর তারিখের পর কএক হুকুম দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের প্রতি এবং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের উপর হইয়া তাহা অদ্যাবধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে তৈয়ার ও ছাপা হইয়া জারী হয় নাই এপ্রযুক্ত ও নীচের লিখিত সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এই নির্দ্দিষ্ট হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে ইশ্তিহার দেওয়া গেলে পর আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

এই ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫২। ৫৫। ৭৬ ধারা রদ হইবার কথা।

এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫২ দ্বাপঞ্চাশৎ ও ৫৫ পঞ্চপঞ্চাশৎ ও ৭৬ ষট্‌সপ্ততি ধারা রদ হইল। ইহাতে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল ধারার লিখিত মোকদ্দমায় নীচের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

খুনের মোকদ্দমার বিচারাবসানে অপবাদগ্রস্তের উপর খুন প্রমাণ হইল কি না ইহা কাজী কি মুফ্তীর স্থানে জিজ্ঞাসিয়া উত্তর লইতে হইবার কথা।

ফতওয়ামতে অপবাদগ্রস্ত মুক্ত হইলে ও তাহা জজসাহেব মঞ্জুর করিলে সে খালাসী পাইবার কথা।

অপবাদগ্রস্তের অপরাধ প্রমাণ হইলে জজসাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়া রোয়দাদে লিখিবার কথা।

অপরাধিকে কোন গতিকে হত্যাকরণ কর্ত্তব্য হইলে তাহার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে তথাকার ফতওয়ার কারণ পাঠান যাইবার কথা।

দায়েরও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের যাঁহার নিকটে যে সময়ে খুনের মোকদ্দমার বিচার অবষান হইয়া তাহার রোয়দাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৪৭ সপ্তচত্বারিংশৎ ধারাক্রমে তৈয়ার হয় সে সময়ে সেই আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী যে কেহ তথায় হাজির থাকে তাহার স্থানে এই রূপে জিজ্ঞাসেন্ যে ফরিয়াদীর দাওয়া অপবাদগ্রস্ত আসামীর উপর প্রমাণ হইল কি না তাহাতে কাজী কিম্বা মুফ্তী যে জওয়াব ফতওয়া দেয় তাহা সেই তজবীজী রোয়দাদের নীচে লেখান্। ইহাতে যদি কাজী কিম্বা মুফ্তী এমত লিখে যে সে আসামী অপরাধী হইল না ও তাহা সে সাহেব মঞ্জুর করেন্ তবে তৎক্ষণাৎ তাহার খালাসের হুকুম দেন্। কিন্তু কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া ফতওয়া নামঞ্জুর করিলে সে সাহেবের উচিত যে সেই তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্। আর যদি কাজী কিম্বা মুফ্তী লিখে যে সে আসামীর উপর কতল অমদ অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বধ সাব্যস্ত হইল তবে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগেরে না জিজ্ঞাসিয়া ও তাহারদিগের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কাজী কিম্বা মুফ্তীর স্থানে এমত সওয়াল করেন্ যে হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে কেসাস্ অর্থাৎ খুনের বদলে দাওয়া করিবার যোগ্য কেহ হাজির হইয়া খুনীর নামে নালিশ করিয়া থাকিলে ও তাহার বয়স কেসাস্ চাহিবার উপযুক্ত হইয়া থাকিলে ও কেসাসের দাওয়া করিয়া থাকিলে সে খুনীর প্রতি শরার মতে কি শাস্তি সঙ্গত হয় ও তাহাতে যে জওয়াব ফতওয়া দেয় তাহা সেই তজবীজী রোয়দাদের নীচে লেখান্। ইহাতে যদি সেই লিখিত ফতওয়া খুন করিবার অর্থে হয় ও এমত খুন প্রমাণ জানা যায় তবে হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিতে কেসাসের দাওয়া করিলে মোকদ্দমাবিশেষে তাহার অপরাধিকে অবশ্য খুন করা যাইবেক। আর যদি হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা কেসাসের দাওয়া করিবার অযোগ্য হওনপ্রযুক্ত কিম্বা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়তঃ জনকতা অথবা জননীতা কিম্বা পুত্রতা অথবা পুত্রীতা কিম্বা প্রভুতা অথবা দাসতারূপের কোন সম্বন্ধ ও হকদারী থাকন হেতুক অথবা কারণান্তরে কেসাসের দাওয়া অকর্ত্তব্য হইয়া ফতওয়াক্রমে সে অপরাধী খুন না হয় তবে এই দুই গতিকেই সে সাহেবের উচিত যে ঐ ৪৭ ধারানুসারে তাহার তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তথাকার ফত

ওয়ার

ওয়ার জন্যে পাঠাইয়া দেন্। আর যদি কাজী কিম্বা মুফ্তীতে জওয়াব ফতওয়া এ মত দেয় যে অপরাধিকর্তৃক কতল অমদ না হইয়া কতল শিবে অমদ কিম্বা কতল খতা অথবা কতল কায়েমমোকাম খাতা কিম্বা কতল বসবব শরার মতের এই চারি প্রকারের একপ্রকার কতল এতাবতা অজ্ঞানকৃত বধ প্রমাণ হয় তবে সে কাজী কিম্বা মুফ্তীর কর্ত্তব্য যে শরার মতে তাহার যে দণ্ড যথার্থ হয় তাহা তজবীজী রোয়দাদের তলে লিখে আর যদি শরার মতে কেবল দীয়ৎ কিম্বা দীয়ৎ ও তদতিরিক্ত শাস্তিও দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তবে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবের উচিত যে দীয়তের বদলে অপরাধ বুঝিয়া যত দিন উপযুক্ত হয় তত দিন কয়েদ রাখনের হুকুম দেন্। এবং এমত সকল ফতওয়া বহালী আইনমতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে না পাঠাইয়া আপনি জারী করেন্ এতদ্ভিন্ন যদি দায়মলহবস্ যাহার সংজ্ঞা জীবনাবধি বন্ধন তাহার ফতওয়া হয় তবে সে ফতওয়াকে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। আর কাজী কিম্বা মুফ্তীর দেওয়া যে সকল মোকদ্দমার ফতওয়া দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেব নামঞ্জুর করেন্ তাহার তজবীজী রোয়দাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার যে দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫৩ ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ ধারায় আছে তাহা সে মত সকল মোকদ্দমায় বহাল থাকিবেক ইতি।

অজ্ঞানকৃত বধ প্রমাণ হইলে শরার মতে তাহার দণ্ডের ফতওয়া কাজী কিম্বা মুফ্তী নির্দ্ধারিয়া লিখিবার কথা।

দীয়ৎ কিম্বা তদতিরিক্ত দণ্ডের ফতওয়া হইলে তাহার বদলে কয়েদের হুকুম হইবার কথা।

মুদ্দতী কয়েদের ফতওয়া নিজামৎ আদালতে না পাঠাইয়া জারী করিবার কথা।

যে যে গতিকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫৩ ধারার লিখিত দাঁড়া বহাল থাকিবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

উপরের ধারার লিখনানুসারে দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তীর স্থানে সওয়াল করিয়া জওয়াব লওয়া যে সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠান যায় সে সকল মোকদ্দমায় যদি নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তী সকলে বুঝে যে অপবাদগ্রস্ত আসামীর উপরে খুনের দাওয়া প্রমাণ হইয়াছে তবে হতপ্রাণ ব্যক্তির উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের যে কেহ কেসাসের দাওয়া করিবার যোগ্য সে হাজির হইয়া খুনীর নামে নালিশ করিয়াছিল ও তাহার বয়স কেসাস চাহিবার উপযুক্ত ছিল ও কেসাসের দাওয়া করিয়াছিল এমত ভাব বুঝিয়া সে সকল মোকদ্দমায় যে ফতওয়া আপনারদিগের বিবেচনায় আইসে তাহা লিখে। কিন্তু যদি বুঝে যে সে আসামীর উপর কতল অমদ সাব্যস্থ হইল না তবে উচিত যে সে আসামীকে সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ বুঝে কিম্বা সে বেঅমদওগয়রহ চারি প্রকার বধের যে প্রকার তাহার উপর প্রমাণ জানে তাহাই লিখে ও শিবে অমদওগয়রহের কোন প্রকারে প্রমাণ হইলে তাহার যে দণ্ড শরার মতে কর্ত্তব্য তাহাও লিখিয়া দেয়। তদনন্তর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই ফতওয়া ও তজবীজী রোয়দাদ দৃষ্টি করিয়া যদি তদতিরিক্ত প্রমাণ তলবকরণ বিহিত বুঝেন্ তবে তাহা তলব করিবেন অথবা তাঁহারদিগের বিবেচনায় যে হুকুম যথার্থ হয় ও শরার মতের বিপরীত না দর্শে তাহাই চূড়ান্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু যদি তদর্থে চলিবার জন্যে বিশেষ উদ্যোগের

নিজামৎ আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের ফতওয়া দিবার মতের কথা।

কতল অমদ সাব্যস্থ হইল না এমত জানিলে ফতওয়া দিবার মতের কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অতিরিক্ত প্রমাণ চাহিলে তাহা তলব করিবার অথবা চূড়ান্ত করিয়া হুকুম দিবার কথা।

যে মোকদ্দমায় চলিবার অর্থে কিছু দাঁড়ার ধার্য্য কোন আইনে না থাকে তাহাতে হওয়া ফতওয়া অসঙ্গত হইলেও যদি তদনুসারে অপবাদগ্রস্ত মুক্ত হইতে পারে তবে সে ফতওয়া নিজামৎ আদালতে মঞ্জুর রহিবার কথা।

অসঙ্গত ফতওয়ায় অপবাদগ্রস্ত বিপাকে পড়িলে তাহার অপরাধ ক্ষমিবার কিম্বা অল্প শাস্তি হইবার যুক্তি হজুরে দিবার ও পুনরায় সেমত না হইতে পারিবার কারণ নয়া আইন করিবার কথা।

জাদুগরীবিষয়ে হওয়া ইশ্‌তিহার আইনভুক্ত হইবার কথা।

উদ্যোগের নির্দ্ধার্য্য কোন আইনে হইয়া থাকে কিম্বা হয় তবে তাহাতে বিবেচনার তাৎপর্য্য না থাকিয়া সেই নির্দ্ধারিত উদ্যোগক্রমেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। আর যে কোন মোকদ্দমায় চলিবার অর্থে বিশেষ কিছু উদ্যোগের ধার্য্য কোন আইনে না হইয়া থাকে তাহাতে শরার মতের যে ফতওয়া হয় সে ফতওয়াকে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা অসঙ্গত জানিলেও যদি সে ফতওয়াক্রমে অপবাদগ্রস্ত আসামী খালাস হইতে পারে তবে সে ফতওয়া সাব্যস্ত রাখিবেন। নচেৎ সে ফতওয়াক্রমে আসামী বিপাকে পড়িলে তাহার অপরাধ ক্ষমিবার কিম্বা শাস্তি অল্প করিবার যে যুক্তি হয় তাহা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন এবং পুনরায় সে গতিক না হইতে পারিবার কারণ তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২০ বিংশতি আইনের অনুসারে নয়া আইন নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

৫ ধারা।

প্রমাণ হইয়াছিল যে দুই জন জাতি ছুতারে জাদুগরনী অর্থাৎ মোহিনীরূপে বিখ্যাতা পাঁচ জন স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল একারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ফিব্রুআরি মাসে ও ১৭৯৪ সালের সেপ্তেম্বর মাসে নীচের লিখিত যে পাঠে ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়াছিল তাহা এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে আইনভুক্ত করা গেল ইতি।

৬ ধারা।

ছুতার কিম্বা অন্য জাতি কেহ কাহাকেও জাদুগরী প্রবাদে বধিলে হত্যার মতে শাস্তি পাইবার কথা।

লোকেরা জাদুগরী মোকদ্দমার বিচারার্থে বৈঠক করিলে কিম্বা করাইলেও তাহাতে কেহ হত হইলে তাহারদিগেরে খুনীর মধ্যে গণা যাইবার কথা।

যদি উত্তর কাল শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারদেশ ও সবেজাৎ ও এলাকা বারাণসের মধ্যে জনেক কিম্বা অধিক জন ছুতার অথবা অন্য জাতির কেহ কাহাকেও সে মোহনবিদ্যা জানে ও মোহন করে এমতানুমানে কিম্বা কারণান্তরে হত্যা করে ও তাহার উপর সে হত্যা সাব্যস্ত হয় তবে তাহাকে খুনীদিগের মধ্যে গণিয়া খুনীর মতে শাস্তি দেওয়া যাইবেক। আর যদি কখন জনেক কিম্বা অধিক জনে মিলিয়া কোন স্ত্রী অথবা পুরুষকে মোহিনী ও জাদুগর অনুমান করিয়া কিম্বা কারণান্তরে সে মোকদ্দমার বিচারার্থে বৈঠক করে অথবা উদ্যোগী হইয়া অন্য লোকদিগেরে সেমত বৈঠক করায় ও তাহাতে কেহ হত হয় তবে সেই বৈঠকী লোকেরা ও তাহার উদ্যোগিগণে খুনের উত্তরসাধক বোধ হইয়া খুনীর মতে শাস্তি পাইবেক ইতি।

৭ ধারা।

উভয় বিবাদী ও উভয়ের সাক্ষিগণের স্থানে

১ প্রথম প্রকরণ।—সমস্ত দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের এবং জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উভয় বিবাদী এতাবতা

ফরিয়াদী

ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের সাক্ষিগণের স্থানে সওয়াল করিবার অর্থাৎ মোকদ্দমার বেওরা জিজ্ঞাসিবার সময়ে তদর্থের নির্দ্দিষ্ট হুকুম অপেক্ষা অতিরিক্ত যে হুকুম নীচে লেখা যাইতেছে এতদনুসারে কার্য্য করেন্।

সওয়াল করিবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ফরিয়াদী ও আসামী ও তাহারদিগের সাক্ষিগণে জিজ্ঞাসা ক্রমে মোকদ্দমার বেওরা কহিয়া সে জোবানবন্দী যে ভাষায় লেখাইতে চাহে সেই ভাষাতেই লেখা যাইবেক তাহাতে সেই বেওরাবক্তা ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা সাক্ষী যে হউক তাহার সাধ্য আছে যে সে জোবনবন্দী লেখা সাঙ্গের পর তাহা পাঠ করে ও আপনি পড়িতে না জানিলে অন্যের দ্বারা পাঠ করায় ও তাহা প্রকৃতরূপে লেখা গিয়াছে জানিলে ও তাহাতে সম্মত হইলে সে জোবানবন্দীর উপর আপন নামে লেখে কিম্বা নিশান করে। ইহাতে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেব কিম্বা যে ফৌজদারীর সাহেবের সাক্ষাৎ সওয়ালক্রমে সে জোবানবন্দী হইয়া থাকে তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই আসল জোবানবন্দীর উপর আপন খিদমতের নিদর্শনে দস্তখৎ করেন্ অধিকন্তু সেই আসল জোবানবন্দী পারসীতে না হইয়া থাকিলে তাহার তরজমা পারসী অক্ষর ও ভাষায় করাইয়া সে তরজমার উপরেও তদনুসারে দস্তখৎ করিতে মনোযোগী হন্ কারণ এই যে তাহার তজবিজী রোয়দাদ দায়ের ও সায়েরী আদালতে কিম্বা নিজামৎ আদালতে সোপর্দ্দ ও দাখিল হইলে তথাকার কাজী কিম্বা মুফ্তীরা তাহা পাঠ করিতে পারে।

যে ভাষায় জোবানবন্দী যে লেখাইতে চাহে সেই ভাষাতেই লেখা যাইবার কথা।

জোবানবন্দী পঠনের কিম্বা পাঠনেরও সম্মত হইলে তাহাতে দস্তখৎ করণের কথা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব আসল জোবানবন্দীতে ও তাহার পারসী তরজমার উপর দস্তখৎ করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সাক্ষিগণের জোবানবন্দীর সময়ে এমত সাবধানে সওয়াল করা কর্ত্তব্য যে সে সওয়ালের আভাষে আরোপিত কথা রচিয়া কহিবার সঙ্গতি না করিতে পারিয়া আদ্যোপান্ত অকৃত্রিম কথাক্রমে জওয়াব দেয় ও তাহাতে সমস্ত মর্ম্ম স্পষ্ট বোধ হয়। ইহাতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের শক্তি আছে যে সাক্ষিগণে যে জওয়াব দেয় তাহা কাটিবার অর্থে সওয়াল করে এবং তদনুসারে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেব ও ফৌজদারীর সাহেবের ক্ষমতাও আছে যে সাক্ষিগণের স্থানে যে কথা জিজ্ঞাসা বিহিত জানেন্ তাহা জিজ্ঞাসেন্।

সাক্ষিগণের স্থানে সওয়াল করিবার মতের কথা।

উভয় বিবাদী এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ ও ফৌজদারীর সাহেব সাক্ষিগণের জওয়াবের উপর তকরার করিতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্ররকণ।—উভয় বিবাদির ইজহারী সমস্ত কাগজপত্রে এবং সাক্ষীগণের জোবানবন্দীর মতনে তাহারদিগের জনাজাতের নাম এতদ্ভিন্ন তাহার পিতার নাম ও কেহ স্ত্রী লোক হইলে যদি বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাহার স্বামির নাম এবং তাহার জাতি ও কুল ও ব্যবসায় ও বয়স এবং বসতির গ্রাম ও পরগনার নাম লিখিতে হইবেক।

উভয় বিবাদির ইজহারী কাগজপত্রে ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দীতে যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম পুকরণ।—অপহরণের যে কোন বস্তু কিম্বা অস্ত্র ও শস্ত্র দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবের কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে এমত উদ্দেশে উপস্থিত হয় যে তাহা অপরাধগ্রস্ত আসামীর নিকটে কিম্বা তাহার গৃহমধ্যে মিলিয়াছে তাহাতে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার নিকটে উপস্থিতহওয়া সে বস্তাদি সে

অপহারিত বস্ত্বাদির সাক্ষিপ্রভৃতির জোবানবন্দী করিবার মতের কথা।

সাক্ষিপ্রভৃতিতে বিস্তারিত কহিয়া নিবৃত্তিলে তকরার করিয়া সকল বিষয় বুঝিবার কথা।

সে আসামীর নিকটে কিম্বা তাহার গৃহে যে বস্তুাদি মিলিয়াছিল তাহাই বটে কি না ইহা অতিসাবধানে ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণের দ্বারা যাচিয়া বুঝেন। এবং ফরিয়াদী ও সাক্ষিগণে তাহার বিস্তারিত কহিয়া নিরস্ত হইলে পর যদি হইতে পারে তবে বিষয় সমস্তই উপরের লিখনানুসারে চর্চ্চিয়া বিবেচনা করেন্।

সাক্ষিগণে যথার্থ কহিবার জন্যে সাবধান করাইবার মতের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—সাক্ষিগণে যথার্থ কথা কহে এমত চৈতন্য তাহারদিগের জন্মাইবার কারণ কোরানী মুল্লা ও গঙ্গাজলী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য যে সাক্ষিরা শপথ করিলে পর তাহারা যে ভাষা বুঝে সেই ভাষাতেই তাহারদিগেরে উচ্চৈঃস্বরে নীচেরলিখনানুসারে শুনায় ও বুঝায়। ফলতঃ তাহারা আপনারদিগের কৃত শপথের মতে বর্ণটাও গুপ্ত না রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে সত্যক্রমে জোবানবন্দী লেখাইয়া দেয় ও যে বাক্য যথার্থের বাহির তাহার সম্পর্ক তাহাতে না থাকে এবং যে মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেয় তাহার গতিক স্বচক্ষুতে দেখিয়া থাকে কিম্বা স্বকর্ণে শুনিয়া থাকে অথবা অন্যে দেখিয়া কি শুনিয়া তাহারদিগের নিকটে কহিয়া থাকে ইহার যে রূপ হয় তাহাই জাহির করে এবং বিচারকালে তাহারদিগের স্থানে যে সওয়াল করা যায় তাহার জওয়াব ধর্ম্মতঃ প্রকৃতপ্রস্তাবে যে হয় তাহাই উভয়ের কাহারো পক্ষপাত না করিয়া দেয়।

সাক্ষিগণের পূর্ব্বাপরের জোবানবন্দীতে কোন কথার চলবিচল হইলে তাহার নিদর্শন দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ আপন তজবীজী রোয়দাদে রাখিবার কথা।

পরের জোবানবন্দী সাঙ্গ না হইবাপর্য্যন্ত পূর্ব্ব জোবানবন্দী সাক্ষিগণকে না শুনাইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সাক্ষিগণে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবের নিকটে জোবানবন্দী করাইয়া দিবার কালে যদি তাহারদিগের পূর্ব্বে যে জোবানবন্দী ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে হইয়া থাকে তাহাহইতে কোন কথার বিচলিত হয় তবে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বাপরের জোবানবন্দীতে যে কথার বিচলিত হয় তাহার নিদর্শন আপন তজবীজী রোয়দাদে রাখেন্ ও তদনন্তর তাহার বেওরা সে সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসিয়া যে উত্তর মিলে তাহাও সে রোয়দাদে লিখেন্। কিন্তু উচিত নহে যে ফৌজদারীর সাহেবের স্থানে যে জোবানবন্দী করাইয়া দিয়া থাকে তাহা আপন নিকটের জোবানবন্দী সমাপ্ত না হইবাপর্য্যন্ত সে সাক্ষিগণকে শুনান্ ইতি।

৮ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী পীড়াদিহেতুক হাজির না হইতে পারিলে তাহার কর্ম্ম সম্পন্ন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কাজী করিবার কথা।

যদি কখন কোন দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী পীড়াহেতুক কিম্বা কারণান্তরে কোন জিলা কিম্বা শহরের অপবাদগ্রস্ত আসামীদিগের মোকদ্দমার বিচারকালে তথায় উপস্থিত হইতে না পারে তবে তৎকালে তাহার বদলে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের মোতালক কাজী সম্পন্ন করিবেক ইহাতে বহালী আইনের কিম্বা পশ্চাৎ যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মতে দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাজী ও মুফ্তীর যে ক্রিয়াকরণ উচিত তাহাই সে আদালতের কাজীর তৎকালের উপস্থিত মোকদ্দমার প্রতি কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

৯ ধরা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার পোলীসের দারোগা দিগের এবং এলাকা বারাণসের তহসীলদারদিগের তাবে পোলীসের সরদার আম লাসকলের সতত কর্ত্তব্য যে কাহারো খুনের সমাচার পাইলে তৎকালে যথায় সেই শব থাকে তথায় গিয়া নীচের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে।

কাহারো প্রাণবধের সংবাদ পাইলে দারোগা প্রভৃতির কর্ত্তব্যের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সেই শবের তহকীক এই রূপে করিবেক যে তাহাকে বল ক্রমে হত করিবার আঘাতের চিহ্ন সে শরীরে দীপ্তিমান আছে কি না যদি সেই শবদেহের উপর কাটা কিম্বা মারা দাগ থাকে তবে সে কত দাগ ও তাহার একং দাগ কত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও গভীর ইহার তহকীক এবং অস্ত্র কি শস্ত্রাঘাত যাহার দাগ হয় তাহার অনুমান ও তাহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথায়ং দীপ্তিমান রহে ইত্যাদির বিবেচনা করিতে হইবেক।

যে অস্ত্র কিম্বা শস্ত্রাঘাতে ক্ষত কিম্বা স্ফীত দাগ হইয়া থাকে তদৃষ্টে শব তহকীক করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যথায় শব মিলে তথাকার অন্তরাবৃত্তান্ত লিখিবেক এবং সেই স্থানে খুন হইয়াছে কি স্থানান্তরে খুন হইয়া তথায় আসিয়া শব পড়িয়াছে এমতানুসন্ধান করিবেক এতদ্ভিন্ন তাহাকে চিনে এমত কেহ সাক্ষাৎ থাকিলে তাহার স্থানে সেই মৃত ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিবেক।

শব থাকিবার স্থানের বেওরা লিখিবার এবং হতপ্রাণ ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদ্যপি জানে যে হতপ্রাণ ব্যক্তি বিদেশী মুসাফির ও তাহার বসতির ঠিকানা নাই এবং কেহ তাহার নাম জানিতেও পারে না তবে ইহাই তহকীক করিবেক যে সে ব্যক্তি গতরাত্রে কোথায় শয়ন করিয়া ছিল ও তাহার অব্য বহিত পূর্ব্বে কোনং স্থানে তাহাকে দেখা গিয়াছিল।

হতপ্রাণ ব্যক্তিকে মুসাফিরজানিলে তাহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখা গিয়াছিল ইহার তহকীক করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের লিখনানুসারে তহকীকাৎ শবপতিত স্থানের সন্নিকটের গ্রামসকলের মাতবর লোকদিগের সাক্ষাৎ করিয়া সুরতহাল লিখিবেক এবং সে সুরতহালে সেই মাতবরদিগের নাম লিখিয়া তাহারদিগের দস্তখৎ এবং আপনারদিগের যাহার যে নিজের দস্তখৎ এবং থানার মুহরিরের দস্তখৎ করাইবেক ও করিবেক ও তাহা অব্যাজে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক ইতি।

সুরতহালে মাতবর লোকদিগের দস্তখৎ হইয়া ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে চালান হইবার কথা।

১০ ধারা।

শরার মতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা আছে যে যে অপরাধির ভাগ্যে যাবজ্জীবন কি নিরূপিত কাল অর্থাৎ সাত বৎসর কি ততোধিক কাল নিয়মে কয়েদের ফতওয়া হয় তাহাকে সমুদ্রের পারে দ্বীপান্তরে পাঠান। ইহাতে জিলা ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতিবার ভ্রমণকালে নীচের লিখিত পাঠের ইশ্‌তিহারনামা শুনাইয়া তাহা আপনং কাছারীতে এবং পোলীসের দারোগারদিগের থানায়ং

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এই ধারার লিখিত অপরাধিদিগেরে সমুদ্রের পারে পাঠাইতে পারিবার কথা।

নটকাইয়া

প্রতিহারনামার পাঠের কথা।

লটকাইয়া দেওয়ান। সে পাঠ এই যে যে সকল লোকের ভাগ্যে খুন কিম্বা ডাকাইতী অথবা চুরী কিম্বা বাটপাড়ী অথবা গৃহ কিম্বা বস্ত্বান্তর দাহকরণইত্যাদি উৎকটাপরাধের মোকদ্দমায় যাবজ্জীবন কিম্বা ৭ সাত বৎসর অথবা ততোধিক কাল নিয়মে কয়েদের হুকুম হয় তাহারদিগেরে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে সমুদ্রের পার দ্বীপান্তরে পাঠান যাইবেক ইহাতে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে তাঁহারদিগের যাঁহার ভ্রমণকালে কয়েদের হুকুমহওয়া যে ব্যক্তিকে সমুদ্রের পার দ্বীপান্তরে পাঠাইবার যোগ্য জানেন্ তাহার সমাচার লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ ইতি।

দায়ের ওসায়েরী আদালতের সাহেবেরা কোন অপরাধিকে সমুদ্রের পারে পাঠাইবার যোগ্য জানিলে তাহার সংবাদ লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

১১ ধারা।

দায়মলহবসের হুকুমহওয়া আসামীদিগের কপালে দাগ দেওয়া যাইবার কথা।

দায়মলহবসের হুকুমহওয়া কোন অপরাধী জেহলখানাহইতে পলাইলে সে পুনরায় শীঘ্র ধরা পড়িবার কারণ তাহার কপালে তাহার নাম ও অপরাধ ও হুকুম হইবার তারিখ এবং যে এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে সে হুকুম হইয়া থাকে তথাকার নাম দাগা যাইবেক যেমতে হিন্দুর স্ত্রী গণের কপালে নীলবর্ণ উল্কী ও গোদানী থাকে ও তাহার চিহ্ন চর্ম্ম না উঠাইলে মিটে না ইতি।

১২ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা একং ভ্রমণের অবসানে আপনারদিগের বিবেচিত কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারা একং ভ্রমণের পর এমত বিবেচনাক্রমের কৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ যে তদৃষ্টে লোকদিগের অপরাধ না হইতে পারিবার কারণ নব্য যে দাঁড়ার ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অপরাধ অল্প হইতেছে কি না ইহা বুঝা যায় এবং বন্দিগণে যদবস্থায় থাকে ও যে কার্য্য করে তাহার বেওরা এতদ্ভিন্ন যে যে সমাচার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের গোচরের যোগ্য তাহাও সেই কৈফিয়তে লিখেন্। কিন্তু এতদর্থে নয়া আইন করিবার আবশ্যক জানিলে তৎকালে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২০ বিংশতি আইনের অনুসারে রচিয়া পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

নয়া আইন রচিবার দাঁড়ার কথা।

১৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৫৮ ধারার হুকুমসেওয়ায়নয়া হুকুম হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৫৮ অষ্টপঞ্চাশৎ ধারাক্রমে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে খুনের ফতওয়াহওয়া অপরাধিদিগের এবং যাহারা সে সাহেবদিগের অনুমানে খুনের যোগ্য হয় তাহারদিগের বিচার নিষ্পত্তির পর দশ দিনের মধ্যে কিম্বা ইহার পূর্ব্বে যত দিনের ভিতর হইতে পারে সে সকল মোকদ্দমার তজবীজের রোয়দাদ ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত নি

জামৎ

জামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। এতদ্ভিন্ন এইক্ষণে হুকুম হইল যে২ অপরাধিদিগের ভাগ্যে খুনের হুকুম হইয়া থাকে কিম্বা আইনমতে যাহারদিগের খুনকরণ উচিত হয় তাহারদিগের মোকদ্দমার রোয়দাদ অন্যং মোকদ্দমার কাগজপত্রের অগ্রে পাঠাইতে পারিলে পাঠাইয়া দিবেন। ইহাতে যে সকল কাগজপত্র নিজামৎ আদালতে নিরূপিত কালাদি যে যে সময়ে পাঠাইতে হয় সেই২ সময়ে যদি তাহার তরজমা দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের হস্তে অপর আবশ্যক কার্য্য থাকনপ্রযুক্ত না হইতে পারে তবে তথাকার জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে কাগজপত্রের তরজমা করিতে অন্য যে লোক নিপুণ হয় তাহার দ্বারা করান্ ও তাহার বেতন সফাপ্রতি কিম্বা অসঙ্গত খরচ বোধ না হয় এমতের অন্য যে ডৌলে দেওয়া বিহিত জানেন্ তদনুসারে দেন্ ও তাহার হিসাব মাসে২ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলে পৃথক্ করিয়া পাঠান্ কিন্তু দায়ের ও সায়েরী আদালতের যে সাহেবদিগের সমক্ষে এমত তজবীজের কাগজপত্রের তরজমা হয় তাঁহার উচিত যে সে তরজমা প্রকৃত হইবার দায় আপন শিরে রাখিয়া সে তরজমা আলোচন করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করেন্ ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা খুনের ফতওয়াহওয়া কিম্বা খুনের যোগ্য অপরাধিদিগের মোকদ্দমার রোয়দাদ অন্য মোকদ্দমার কাগজপত্রের অগ্রে নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার এবং আবশ্যক হেতুক সময়ক্রমে তাহার তরজমা অন্য লোকের দ্বারা করাইবার কথা।

তরজমার হিসাব করিবার মতের ও তাহা হজুরে পাঠাইবার এবং সে তরজমা প্রকৃত হইবার দায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজের শিরে থাকিবার কথা।

১৪ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ যেমতে নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার হুকুম তথাকার সাহেবদিগের স্থানে পান্ সেইমতে পাঠাইবেন ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারে ও উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তথায় ধরণা দিতে না পারিবার আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রেসিডেন্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৪ মার্চ্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ১৪ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ১৪ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ১২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২৪ রমজানে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সুবে বেহারের মধ্যে পদ্য আছে যে লোকেরা ধরণা দেয় ও তাহার নিবারণার্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ একবিংশতি আইনের লিখিত যে হুকুম আছে তাহা কেবল এলাকা বারাণসে কএক প্রকারে চলিবার যোগ্য হয় ও সেই স্থানেই চলিবার দায় রাখে অতএব সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারে ও উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার তথায় যাহারা এমত কর্ম্মে আসক্ত হয় তাহারদিগের প্রতি সে হুকুম চলিবার কারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের স্থলাভিষিক্ত সাহেব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিলেন জানিবেন যে এ আইন যে সময়ে ঐ সবেজাতের যথায় জারী হইবেক তথায় সেই সময়হইতে আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা ধরণার নিবারণার্থে ইশ্‌তিহারনামা জারী করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইয়া ফৌজদারীর দফ্তরসকলে মৌজুদ রাখিবার এবং ধরণার মোকদ্দমার বিচারকালে তাহার নকল দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করিবার কথা।

এ আইন পাইলে পর সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ধরণা দিবার পদ্য উঠাইবার জন্যে লোকদিগের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে এমতে ইশ্‌তিহারনামা যে এই ইশ্‌তিহার দেওয়া গেলে পর যদি কেহ ধরণা দেয় তবে তাহাকে নীচের লিখিত শাস্তি দেওয়া যাইবেক লিখিয়া তৈয়ার করিয়া তাহার একং কেতা জিলাসকলের ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনং তাবে পোলীসের থানাজাতের দারোগাদিগের স্থানে ও শহরসকলের ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনং মোতালক মহল্লাতের দারোগাসকলের নিকটে ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবার কারণ এমত হুকুম লিখনসমেত পাঠাইয়া দেন্ যে তাহারা তাহার ঘোষণা দিলে পর সে ঘোষণা যে মতে দিয়া থাকে তাহার নিদর্শনী এক্তেলায়ুক্তে সে ইশ্‌তিহারনামা ফিরিয়া পাঠায়। ও তদনন্তর সে ইশ্‌তিহারনামা ফিরিয়া আসিলে ফৌজদারীর দফ্তরে আমানৎ রাখেন্ ও পশ্চাৎ ধরণার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার বিচার এই আইনের অনুসারে হইবার কালে যে যে দারোগার এলাকায়

কিম্বা

কিম্বা মহল্লায় সে ধরণা হইয়া থাকে তাহার দেওয়া এত্তেলার নিদর্শনী ইশ্তিহার নামার নকল আপনং দস্তখতে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবের স্থানে দাখিল করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

কাহারো নামে ধরণার মোকদ্দমার নালিশী আরজী গুজরিলে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের দাঁড়াক্রমে কার্য্য করিবার কথা।

জানিবেন যে এই ধারার অনুসারে কোন ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে কাহার নামে ধরণা দিবার নালিশী লিখিত আরজী গুজরিলে তাহাতে ধরণার মোকদ্দমার লোকেরা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহারদিগেরে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে রাখিবার অথবা ছাড়িয়া দিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ একবিংশতি আইনের ১১ একাদশ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত যে দাঁড়া আছে সেই দাঁড়াক্রমে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারে ও উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত সরকারের অধিকার তথায় কার্য্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

ধরণার মোকদ্দমার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের লিখিত অন্যাপরাধের মোকদ্দমার মতে করিবার ও তাহার প্রমাণ প্রয়োগের কাগজপত্র মফঃস্বল আপীল আদালতের পণ্ডিতগণের স্থানে দর্শাইবার ও দাওয়াদারের দাওয়া মিথ্যা হইবার এবং তাহার যত দণ্ড হইবেক তাহার সংখ্যার এবং তাহার কয়েদ থাকিবার কালনিরূপণের কথা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনং মোতালক ধরণার মোকদ্দমা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবের সাক্ষাৎ বিচার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের লিখিত অন্যাপরাধের মোকদ্দমা দরপেশ করিবার ও তাহার তজবীজ করাইবার যে সকল দাঁড়া আছে তাহার মধ্যে নীচের লিখিত মর্ম্মবিশেষের নিবৃত্ত ও পরিবর্ত্তের অনুসারে সোপর্দ্দ করেন্ ঐ আদালতের সাহেব তাহার বিচার সেই পরিবর্ত্তী দাঁড়াক্রমে করিবেন তাহাতে যদি ঐ আদালতের সাহেব বুঝেন্ যে যে থানার এলাকায় সে অপরাধ হইয়াছে তথায় ২ দ্বিতীয় ধারার প্রস্তাবিত ইশ্তিহারনামা প্রচার হইয়াছে তবে ফরিয়াদীর স্থানে তাহার প্রমাণ লইবেন ও তাহা শ্রবণ ও অবধানের পর সকল কাগজপত্র আপনার সদর মোকামে পাঠাইবেন সদর মোকামে যে জজসাহেবেরা থাকেন্ তাঁহারা তাহা পাইলে পর মফঃস্বল আপীল আদালতের পণ্ডিত কিম্বা পণ্ডিতগণের স্থানে দর্শাইবেন পণ্ডিতেরা তাহার ব্যবস্থা এইরূপে দিবেন যে উপরের লিখিত প্রমাণক্রমে সেই ধরণাঘটিত অপরাধ প্রমাণ হইল কি না তাহাতে যদি ব্যবস্থানুসারে সেই ধরণাঘটিত অপরাধ সাব্যস্থ হয় তবে যে জজসাহেবেরা সদর মোকামে উপস্থিত থাকেন্ তাঁহারা যে বস্তুর দাওয়ায় সে অপরাধী ধরণা দিয়াছিল সে বস্তুর দাওয়া মিথ্যা হইবার অর্থে হুকুম দিবেন এবং সে অপরাধির শক্ত্যনুসারে দণ্ড সরকারে দাখিল করাইবেন। কিন্তু এ মতে যে দণ্ড হইবেক তাহা সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক সংখ্যায় হইতে পারিবেক না। এবং ধরণা দিবার কালে কিছু বিরুদ্ধ দর্শিলে এক বৎসরের অতিরিক্ত না হয় এমত কালনিয়মে দেওয়ানী আদালতের জেহেলখানায় সেই ধরণাদেওয়া ব্যক্তি কয়েদ থাকিবেক ইহাতে সেই জজসাহেবদিগের উচিত যে আপনারদিগের এমত হুকুম জারী করিতে অন্য হুকুমের অপেক্ষিত না হইয়া অবিলম্বে ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।

৫ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

৫ ধারা।

জানিবেন যে এই ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ একবিংশতি আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত হুকুম ইহাই বিশেষ হইয়া সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহারে ও উড়িষ্যার যেপর্য্যন্ত সরকারের অধিকার তথায় চলিবেক সে বিশেষ এই যে অপরাধিদিগের স্থানে যে দণ্ডের নিদর্শনে মুচলকা লইবার হুকুম আছে তাহার বদলে এই আইনের উপরের ধারার লিখিত শাস্তি লেখা যাইবেক ও পুনরায় ধরণা দেওয়া প্রমাণপূর্ব্বক যাহার অপরাধ ঠাহরে তাহার শাস্তি সেই মুচলকার অনুসারে হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২১ আইনের ১২ ধারার হুকুম কিছু ইতরবিশেষ হইয়া সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় চলিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের অনুসারে ধার্য্যহওয়া পোলী সের সিরিস্তার আখরাজাতের সালিয়ানা জায়দাদ ধার্য্যের নির্দ্দিষ্ট ঐ ১৭৯৩ সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন রদ করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্ট ত্রিংশৎ আইনের নির্দ্ধারিত নালিশের কালহইতে বিচার হইবাপর্য্যন্ত লইবার রসুমের বদলে নয়া রসুম নির্ণয় করিবার আর ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা শরয়ীওগয়রহ লিখ নের রসুম লইবার এবং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও এলাকা বারাণ সের দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের নিরূপিত রসুম হইতে একপ্র কার রসুম গ্রহণ করিবার আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রেসিডেণ্ট সাহেবের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১০ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ৩১ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ২৯ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ৩১ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ১২ শওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইনের অনুসারে হুকুম ছিল যে সুবে জাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জিলা ও শহরসকলের পোলাস অর্থাৎ থা নাদারীর সিরিস্তার সালিয়ানা আখরাজাৎ যে মহাজনেরা ও ব্যাপারিরা ও দোকা নিরা কসবা কিম্বা গ্রাম অথবা গঞ্জ কিম্বা বাজার অথবা হাটসকলে কিম্বা অন্যং স্থানে বসিয়া মহাজনী কুঠীওয়ালী কিম্বা গোলদারী অথবা দোকানদারী করে তাহারদিগের স্থানে ঐ ২৩ আইনের লিখিত বিশেষং দাঁড়াক্রমে লওয়া যাইবেক কিন্তু ঐ ২৩ আইনের অনুসারে কোনং লোকের স্থানে টাক্স এতাবতা ঐ জায়দাদী অঙ্ক লওন কর্ত্তব্য এবং কসবাওগয়রহের কোন্ স্থানে কত টাকা টাক্সের মবলকবন্দী হওয়া উচিত ও তাহা দিবার যোগ্য আসামীদিগের কাহার স্থানে কি হারে লওয়া যাইবেক ইহার বিলি ব্যবস্থা হইতে ও স্থির পড়িতে না পারিয়া সন্দেহ জন্মে এবং কঙ্কুট বাধে অতএব টাক্সের টাকার মবলগবন্দীকার আমীনেরা ও তাহার তহসীলদারেরা প্র বঞ্চনা ও দাগা করিয়াছে এবং অসঙ্গত বিধানে বেহিসাব টাকা লইয়াছে ও টাক্স দিবার আসামীদিগেরে ব্যামোহ দিয়াছে এবং টাক্সের জায়দাদেও খলল পা ড়িয়াছে। এপ্রযুক্ত বৈস্ প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের খুলাভিসিক্ত সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিলেন যে টাক্সের অঙ্ক মৌকুফ হয়। আর আদালতসকলে কেহ অযথা নালিশ না করিবার কারণ এবং অকর্ম্মণ্য কাগজ পত্র দাখিল না হইবার জন্যে ও যে সাক্ষিগণকে তলব করায় গুণ নাই তাহারদি

গের

গের তলব না করাইবার নিমিত্তে। আর পোলীসের সিরিস্তার আথরাজাতী টাক্স মৌকুফ হইবাতে সরকারের স্থিত ও জায়দাদের যত ক্ষতি হইবেক তত বরং তদপেক্ষা সরকারের অধিক লাভ কাহারো ক্লেশ না জন্মিয়া অনায়াসে হইবার অর্থে নিরূপণ করিলেন যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের নির্দ্ধারিত যে রসুম নালিশের কালহইতে বিচার হইবাপর্য্যন্ত মোকদ্দমাসকলের সম্পর্কে লওয়া যায় তাহার বদলে একপ্রকার নয়া রসুম এবং ইষ্টাম্পযুত এতাবতা মোহরের আকৃতি ছাপাযুক্ত যে সকল কাগজে বিক্রয়পত্র ও দানপত্রাদি যে যে বিশেষ শরয়ী লিখনের আসল এবং অশেষ মতের যে সকল শরয়ী লিখনের নকল কাজীরা কিম্বা তাহারদিগের তরফ আমলাসকলে এবং মুফ্তীরা তৈয়ার ও তাহাতে আপনারদিগের সহী ও মোহর করিয়া মাতবর করায় এবং সেমত কাগজে লেখা সরাসরী ও তকরারী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ যে সকল লিখন দেওয়ানী আদালতসকলে দাখিল হয় ও যে সকল নকল লিখন দেওয়ানী আদালতসকলহইতে ও বোর্ড রেবিনিউহইতে ও কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা এবং যে সকল রওয়ানা পরমিটের কালেক্টরী কাছারীসকলহইতে দেওয়া যায় আর নগদ দেনা ও পাওনা বিশেষের যে যে খতআদি একরারী লিখন জন্মে এবং কাজীদিগের ও দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের নামে যে সকল সনন্দ দেওয়া যায় এই সমস্ত আসল ও নকল লিখনের উপর ইষ্টাম্পের রসুম একপ্রকার এবং দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের নিরূপিত রসুমহইতে শতকরা একপ্রকার রসুম এই সকলপ্রকারে রসুম লওয়া যাইবেক এতদর্থে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন যে সময়ে চারি সুবা ও এলাকার যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক সেই সময়হইতে তথায় আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ আইন রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই ধারার অনুসারে এ আইন যে তারিখে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক সেই তারিখহইতে তথায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন রদ হইবেক ইহাতে ঐ সুবেজাতের কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে টাক্সের টাকার মবলগবন্দীকার আমীনদিগের ও তাহার তহসীলদারদিগের বরখাস্ত ও সে টাকা তলব ও তহসীল মৌকুফ করেন্।

বাজেয়াপ্তী ভূমির উৎপন্ন ও যে মুশাহেরা পোলীসের আথরাজাতে লাগিবার যোগ্য তাহা পূর্ব্বমতে ঐ আথরাজাতে লাগিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের ৮ অষ্টম ধারার ৪ চতুর্থ বেওরাক্রমে যে সকল ভূমি ও মুশাহেরা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে কিম্বা হয় তাহার উৎপন্নাদি অদ্যাবধি পোলীসের সিরিস্তার আথরাজাতের যোগ্য আছে ও তাহা পূর্ব্বমতে ঐ সিরিস্তার আথরাজাতে দিবার দ্বারা খরচ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সময়ে এ আইন যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক সে সময়হইতে তথাকার এদেশীয় লোক সনন্দদার যেং কমিসনর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩১ একত্রিংশৎ আইনের অনুসারে মুনসিফী ভার রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নিকটে যাহারা প্রথম নালিশ করে অর্থাৎ তথাকার আদালতে আরজী না দিয়া এককালে তাহারদিগের নিকটে আরজী দিয়া ফরিয়াদী হয় সে ফরিয়াদীদিগের নগদ ও জিনিসআদি অস্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমায় তাহার সংখ্যা ও মূল্যের উপর রসুম তঙ্কাপ্রতি ৵০ এক আনার হারে লইবার অর্থে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনক্রমে আছে সেই হারেই লয় তাহার অধিক না লয়।

এদেশীয় লোক মুনসিফেরা ফরিয়াদীদিগের স্থানে প্রথম নালিশী মোকদ্দমায় নালিশের কালে ফিতঙ্কে ৵০ এক আনার হারে রসুম লইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসিফদিগেরে নিষেধ আছে যে যাবৎ যে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুম দাখিল না হয় তাবৎ সে মোকদ্দমা না শুনে।

রসুম না মিলিবাপর্য্যন্ত নালিশী আরজী না লইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসিফদিগের কর্ত্তব্য যে রসুমের যে টাকা যে তারিখে পাইয়া থাকে তাহার সংখ্যা সেই তারিখের নিদর্শনে নালিশী আরজীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার তলে আপন নাম দস্তখৎ করে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাক্রমে মাসকাবারী কৈফিয়তী যে ফিরিস্তি মাসেং পাঠাইবার হুকুম আছে সেই ফিরিস্তির তেসরা কোট যাহাতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বেওরা লেখা যায় সেই কোটের মধ্যে সে রসুমের সংখ্যাও লিখে।

মুনসিফেরা রসুম লিখিবার স্থান নির্দ্দিষ্টের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই ধারানুসারে মুনসিফেরা যে রসুম পায় তাহা আপনারদিগের বেতন ও মেহনতআনা ও আপনং মুনসিফী এলাকার আখরাজাৎক্রমে ব্যয় করিবেক ইতি।

মুনসিফেরা আপনারদিগের রসুম খরচ করিবার মতের কথা।

৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে এ আইন পঁহুছিলে পর তথায় নালিশের কালে ফরিয়াদীদিগের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত রসুমের বদলে নীচের লিখনানুসারে রসুম লওয়া যাইবেক ইহাতে জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে যাবৎ যে মোকদ্দমার রসুম এতদনুসারে দাখিল না হয় তাবৎ সে মোকদ্দমার নালিশী আরজী লন।

রসুমের সংখ্যার ও তাহা দাখিল না হইলে নালিশী আরজী লইতে জজসাহেবদিগেরে নিষেধের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—রসুমের হিসাবের বেওয়া এই যে নগদ ও জিনিসআদি অস্থাবর

নগদ ও জিনিসআদি অস্থাবর বস্তুর দাওয়ার

মোকদ্দমার রসুমের বেওরা কথা।

অস্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমায় তাহার সংখ্যা কি মূল্য সিক্কা ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হইলে তঙ্কাপ্রতি /০ এক আনার হারে।

দুই শতের ঊর্দ্ধ ১০০০ এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত হইলে তাহার মধ্যে উপরের লিখনানুসারে আদৌ দুই শতের উপর তঙ্কাপ্রতি /০ এক আনা বাকীর উপর শত করা ৪ চারি টাকার হারে।

এক হাজারের ঊর্দ্ধ ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হইলে তাহার মধ্যে উপরের লিখনক্রমে আদৌ এক হাজারের উপর ছেকনায়ং ধরিয়া বাকীর উপর শত করা ৩ তিন টাকার হারে।

পাঁচ হাজারের ঊর্দ্ধ ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হইলে তাহার মধ্যে উপরের লিখনমতে আদৌ পাঁচ হাজারের উপর ছেকনায়ং ধরিয়া বাকীর উপর শতকরা ২ দুই টাকার হারে।

পঁচিশ হাজারের ঊর্দ্ধ ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হইলে তাহার মধ্যে উপরের লিখনানুসারে আদৌ পঁচিশ হাজারের উপর ছেকনায়ং ধরিয়া বাকীর উপর শতকরা ১ এক টাকার হারে।

পঞ্চাশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ হইলে তাহার মধ্যে উপরের লিখনক্রমে আদৌ পঞ্চাশ হাজারের উপর ছেকনায়ং ধরিয়া বাকীর উপর শতকরা ।।০ আট আনার হারে রসুম লওয়া যাইবেক।

এতদ্ভিন্ন টাকার উপর আনার দাওয়া থাকিলে সে অল্প বিষয়ের হিসাব করিতে যে লটখটী তাহা মিটাইবার জন্যে সে আনার উপর রসুম লওয়া যাইবেক না।

সকর ভূমির মোকদ্দমায় রসুম লইবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সকর ভূমির দাওয়ার মোকদ্দমায় তাহার রসুম সে ভূমির সালিয়ানা সদর মালগুজারীর উপর উপরের প্রকরণের লিখিত হিসাব ও দাঁড়াক্রমে ফরিয়াদীদিগের স্থানে লওয়া যাইবেক।

নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমায় রসুম লইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—নিষ্কর ভূমির দাওয়ার মোকদ্দমায় তাহার রসুম সে ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্নের দশগুণের উপর এই ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হিসাব ও দাঁড়াক্রমে ফরিয়াদীদিগের স্থানে লওয়া যাইবেক ইহাতে সে উৎপন্নের তহকীক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারাক্রমে করা যাইবেক।

সকর ও নিষ্কর ভূমিছাড়া অপর স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমায় রসুম লইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের দুই প্রকরণের প্রস্তাবিত সকর ও নিষ্কর ভূমিছাড়া অপর স্থাবর বস্তু বাটী ও পুষ্করিণী ও বাগাতের দাওয়ার মোকদ্দমার রসুম তাহার আন্দাজী মূল্যের উপর এই ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হিসাব ও দাঁড়াক্রমে ফরিয়াদীদিগের স্থানে লওয়া যাইবেক।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জজসাহেবদিগের স্থানে এই আইন পঁহুছিলে পর তাঁহারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের অনুসারে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে সোপর্দ্দ করেন্ তাহার যে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনারদিগের সাক্ষাৎ করেন্ কিম্বা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া উভয় বিবাদির দেওয়া রাজীনামা ও সাফীনামাক্রমে সমাধা পড়ে সেইং মোকদ্দমার যে রসুম এই ধারার প্রকরণসকলের মতে লওয়া যায় সেই রসুমের মধ্যহইতে রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে তাঁহারদিগের নিজের খরচের নিমিত্তে যাহা দেওয়া যাইবেক তাহার সংখ্যা নীচে লেখা যাইতেছে সে সংখ্যা এই যে দাওয়া ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিকের না হইলে সে মোকদ্দমায় তঙ্কা প্রতি ⁄০ এক আনার হারে।

রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে এই ধারাক্রমে পাওয়া রসুমের মধ্যে যত দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ ২০০ দুই শত টাকাপর্য্যন্তের হইলে সে মোকদ্দমায় আদৌ পঞ্চাশ টাকার উপর তঙ্কাপ্রতি ⁄০ এক আনা বাকীর উপর তঙ্কাপ্রতি ৴১০ অর্দ্ধ আনার হারে।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের মতে এদেশীয় লোক কমিসনরদিগেরে আমীনী ও সালিসীরূপে নিষ্পত্তির কারণ যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমার যে রসুম উপরের লিখনানুসারে মিলে তাহা সমস্ত আদালতের তহবীলহইতে কমিসনরদিগেরে বেতন ও মেহনতআনা এবং আমীনী ও সালিসী এলাকার আখরাজাৎক্রমে সে নিষ্পত্তি তাহারদিগের কৃত বিচারের দ্বারা অথবা উভয় বিবাদির দেওয়া রাজীনামা ও সাফীনামাক্রমে হইলে পর দেন্ ইতি।

কমিসনরেরা আমীনী ও সালিসী ভারের মোকদ্দমাসকলের রসুম তাহা নিষ্পত্তি হইলে পর জজসাহেবদিগের দ্বারা পাইবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য বিচারের যে সকল মোকদ্দমা এইক্ষণে উপস্থিত আছে ও এ আইন তথায় পঁহুছিলে পশ্চাৎ উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার উপর বিচারমুখে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখনক্রমের রসুমের বদলে নীচের লিখিত বেওরামতে রসুম লওয়া যাইবেক। সে বেওরা এই যে নগদ কিম্বা জিনিসআদি অস্থাবর বস্তুর দাওয়ার মোকদ্দমায় যাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয়। আর যে সকর ভূমির সালিয়ানা সদর মালগুজারী সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার ঊর্দ্ধ না হয়। ও যে নিষ্কর ভূমি সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ২০ কুড়ি টাকার অতিরিক্ত না হয়। এবং অন্য যে স্থাবর বস্তুর আন্দাজী মূল্য সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও হদ্দজওয়াবছাড়া যে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনী লিখনাদি এই আইন আদালতে পঁহুছিলে পর দাখিল হয় তাহার ফিদস্তাবেজ ।।০ আট আনার

জিলা কিম্বা শহরসকলের আদালতের জজসাহেবেরা মোকদ্দমাসকলের বিচারমুখে দস্তাবেজ ওগয়রহের রসুমলইবার মতের কথা।

নার হারে। এবং এ আইন আদালতে পঁহুছিলে পর যত জন সাক্ষির তলব করা যায় কিম্বা তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার কারণ কাহাকেও আমীনক্রমে পাঠান যায় সে সকলের জনপ্রতি ।।০ আট আনার হারে। আর নগদ কিম্বা জিনিসআদি অস্থাবর অথবা সকর কিম্বা নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর যে বস্তুর সংখ্যা অথবা মূল্য কিম্বা সালিয়ানা সদর মালগুজারী অথবা সাম্বৎসরিক উৎপন্ন উগরের লিখিত সংখ্যাদির অপেক্ষা অধিক হইয়া তায়দাদে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য না হইতে পারে এমত সকল মোকদ্দমায় তাহার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও হদ্দজওয়াবছাড়া যত দস্তাবেজ এই আইন আদালতে পঁহুছিলে পর দাখিল হয় তাহার ফিদস্তাবেজ ১. এক টাকার হরে। এবং এ আইন আদালতে পঁহুছিলে পর যত জন সাক্ষির তলব করা যায় কিম্বা তাহারদিদের জোবানবন্দী লইবার জন্যে কাহাকেও আমীনক্রমে পাঠান যায়, সে সকলের জনপ্রতি ১ এক টাকার হারে। এতদ্ভিন্ন নগদ কিম্বা জিনিসআদি অস্থাবর অথবা সকর কিম্বা নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর যে বস্তুর সংখ্যা অথবা মূল্য কিম্বা সালিয়ানা সদর মালগুজারী অথবা সাম্বৎসরিক উৎপন্ন এত হয় যে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে এমত সকল মোকদ্দমায় তাহার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও হদ্দজওয়াবছাড়া যে দস্তাবেজ এ আইন আদালতে পঁহুছিলে পর দাখিল হয় তাহার ফিদস্তাবেজ ২ দুই টাকার হারে। এবং এ আইন আদালতে পঁহুছিলে পর যত জন সাক্ষির তলব করা যায় কিম্বা তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার কারণ কাহাকেও আমীনক্রমে পাঠান যায় সে সকলের জনপ্রতি ২ দুই টাকার হারে।

এই ধারাক্রমের নির্দ্ধারিত রসুম দিবার সময়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারাক্রমে যে রসুম লইবার হুকুম আছে ইহা দস্তাবেজ দর্শাইবার কিম্বা দাখিল করিবার সময়ে এবং সাক্ষিগণের হাজিরের কারণ সপীনা কিম্বা তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার জন্যে কাহাকেও আমীনক্রমে পাঠাইবার দরখাস্ত দিবার কালে দাখিল করিতে হইবেক। ও যাবৎ ইহা না মিলিবেক তাবৎ সে দস্তাবেজ দাখিল হইবেক না অথবা সাক্ষিগণের তলবে সপীনা করা যাইবেক না কিম্বা তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার কারণ কাহাকেও আমীনক্রমে পাঠান যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

কমিসনর ও রেজিষ্টর সাহেবদিগের কৃতনিষ্পত্তি মোকদ্দমাসকলের আপীল জিলা ও শহর সকলের জজসাহেবদিগের নিকটে হইলে তাহাতে রসুম লইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইন ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩১ একত্রিংশৎ আইনের মতে এদেশীয় যে সকল লোক কমিসনর নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি আমীনী কিম্বা সালিসী অথবা মুনসিফী এলাকার মোকদ্দমার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের মতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের সমাধাকরা মোকদ্দমার আপীল যদি জিলা কিম্বা শহরসকলের

লের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে হয় তবে সে সকল মোকদ্দমার উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার লিখনানুসারের রসুমের বদলে এই আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারার নিষেধ ও বিধিক্রমে রসুম আপীল হইবার সময়হইতে বিচার হইবাপর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক।

হাতে রসুম লইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সন্দেহ না হইতে পারিবার কারণ স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি কেহ কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইলে পর তাহার আপীলের দরখাস্ত জজসাহেবের স্থানে কি সে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের সমক্ষে সমাধা পড়িয়া থাকিলে তাঁহার নিকটেইবা আদৌ দেয় ও তাহাতে সেই জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব যদি ৪ চতুর্থ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখিত হুকুমের ভাবে আপীলের রসুম দাখিল না করণহেতুক সে দরখাস্ত না লন্ ও তদনন্তর আপীলের দরখাস্ত দাখিলের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যেও তাহার রসুম সে ব্যক্তি না দেয় তবে সে বিনারসুমে আপীলের দরখাস্ত দিয়াছিল এইহেতুক কদাচ জানিবেক না যে পুনরায় সে মোকদ্দমার আপীল করিবার শক্তি তাহার থাকিবেক। কিন্তু ইহাতে জজসাহেবের বিশেষ ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ চত্বারিংশৎ আইনের ২০ বিংশতি ধারাক্রমে এদেশীয় লোক কমিসনরদিগের কৃত নিষ্পত্তি ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৬ ষট্‌ত্রিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবের সমাধা করা মোকদ্দমাসকলের আপীলের দরখাস্ত মিয়াদ গতেও সময়ক্রমে লওন উচিত জানিলে লন্ ইতি।

লোকেরা আপনারদিগের মোকদ্দমাসকলের আপীলের চেষ্টা পাইয়া তাহার দরখাস্তসমেত রসুম নিরূপিত কালের মধ্যে দাখিল না করিলে পশ্চাৎ তাহার আপীল করিতে না পারিবার কথা।

৭ ধারা।

দেওয়ানী আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর জিলা ও শহরসকলের আদালতের জজসাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তি যে সকল মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত মফঃসল আপীল আদালতে দেওয়া যায় ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের সমাধাকরা যে সকল মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে গুজরে তাহাতে এবং প্রথম নালিশী যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে এইক্ষণে উপস্থিত আছে ও পশ্চাৎ উপস্থিত হয় ইহাতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত কিম্বা প্রথম নালিশী আরজী গুজরিবার সময়হইতে বিচার হইবাপর্য্যন্ত তাহার রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ধারার ও ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারের রসুমের বদলে এই আইনের ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারার ও ৬ ষষ্ঠ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হিসাব ও দাঁড়ায় নিষেধ ও বিধক্রমে লন্ ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের কিম্বা প্রথম নালিশী মোকদ্দমার রসুম লইবার মতের কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের উপরের লিখিত ধারাসকলের অনুসারে প্রথম

উপরের ধারাসকলের

নালিশী

লিখনক্রমে যে রসুম প্রথম নালিশের ও আপীলের কালে লইবার হুকুম আছে তাহা পশ্চাৎ যাহার শিরে দেনা পড়িবেক তাহার কথা।

নালিশী কিম্বা আপীলের যে যে মোকদ্দমার যে রসুম লইবার হুকুম আছে সেইং মোকদ্দমার বিচার প্রথমাবধি কিম্বা আপীলক্রমে এদেশীয় লোক যে কমিসনরেরা কিম্বা আদালতসকলের যে সাহেবেরা করেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেইং মোকদ্দমা যাহারং পরাজয়ে ডিক্রী হয় তাহারং শিরে সমেতখরচা সেই রসুম আদায়ের ভার রাখেন্ কিন্তু যদি ইহাতে আদালতসকলের সাহেবেরা কিম্বা কমিসনরদিগের কেহ কোন মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার রসুম উভয় বিবাদির স্থানে লওয়া উচিত তবে ক্ষমতা রাখেন্ যে সে রসুমসমুদয়ের মধ্যে যাহার স্থানে যত লওয়া কর্ত্তব্য হয় তাহার স্থানে ততই লন্।

দস্তাবেজ ও সপীনা ওগয়রহের যে রসুম লইবার হুকুম আছে তাহা পশ্চাৎ যাহার শিরে পড়িবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে প্রথম নালিশী কিম্বা আপীলের মোকদ্দমাসকলের প্রমাণপ্রয়োগের দস্তাবেজের এবং সাক্ষিগণের হাজিরের অর্থের সপীনাসকলের কিম্বা তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার নিমিত্তের আমীনী হুকুমনামাসকলের যে রসুম লইবার হুকুম আছে তাহার বেওরা অন্যং খরচার তফসীলসমেত মোকদ্দমার ডিক্রীতে লেখা যায় ইহাতে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া যদি সে সকল রসুম সমুদয় পরাজিত ব্যক্তির স্থানহইতে দেওয়ান অথবা উভয় বিবাদির শিরে ন্যূনাধিকক্রমে চড়ান আদালতের ব্যবস্থায় আইসে তবে ইহার যাহা উচিত তাহাই জজসাহেবেরা কিম্বা কমিসনরেরা করিবেন ইতি।

৯ ধারা।

দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেব ও মুনসিফদিগকে অক্ষমদিগের মোকদ্দমার রসুম ক্ষমিবার শক্তি দান হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগে শক্তির আছে যে উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে যে রসুম লইবার হুকুম আছে তাহা যে যোত্রহীনেরা আপনারদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে অশক্ত হয় এবং ঐ আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের নির্দ্ধারিত রসুমের জামিন দিতে না পারে তাহারদিগের মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্‌চত্বারিংশৎ আইনের লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে লওন ক্ষমা দেন্ ও মাফ করেন্ এবং যদনুসারে ঐ আদালতসকলের সাহেবদিগকে যোত্রহীনদিগের মোকদ্দমায় রসুম লওয়া ক্ষমা দিবার অর্থে শক্ত্যর্পণ হইয়াছে তদনুসারে এদেশীয় লোক কমিসনরদিগকেও তাহারদিগের মুনসিফী এলাকার উপস্থিত যোত্রহীনদিগের মোকদ্দমাসকলের রসুম মাফ করিবার জন্যে ক্ষমতার্পণ হইল ইতি।

১০ ধারা।

দেওয়ানী আদালতসকলে তথাকার উপস্থিত সকল মোকদ্দমাছাড়া

সদর দেওয়ানী আদালত ও সমস্ত মফঃসল আপীল আদালত এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে তথাকার উপস্থিত প্রথম নালিশী কিম্বা আপীলের মোকদ্দমাসকলের সম্পর্কীয় দস্তাবেজছাড়া অপর বিষয়ের ছুটা আরজী ও দরখাস্তওগয়রহ

যে

যে সকল লিখনাদি কাগজ ঐ আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর গুজরে তাহার রসুম একং কাগজের উপর তন্নিদর্শনী সম্প্রতির রেওয়াদৃষ্টে এই আইনের ৫ পঞ্চম ধারার নির্দ্দিষ্ট হিসাব ও দাঁড়াক্রমে লওয়া যাইবেক ইহাতে যাহারা এমত দরখাস্তওগায়রহ গুজরায় তাহারদিগের মধ্যে যাহারং যোত্রহীনতা দৃষ্টে যে রসুম জজসাহেবেরা মাফকরণ উচিত জানেন তাহাছাড়া অপর সকলের যে লিখনাদি কাগজের রসুম যাবৎ না মিলিবেক তাবৎ সে লিখনাদি কাগজ আদালতের মিসিলে দাখিল হইবেক না ইতি।

অপর বিষয়ের ছুটা দরখাস্তওগায়রহ গুজরিলে তাহার রসুম এই ধারা দৃষ্টে লইবার কথা।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইনের ১০ দশম ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার আপীল ডিসমিস হইয়া পুনরায় ঐ ১০ দশম ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের মতে তাহার আপীল না হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার আপীল যে যে আদালতে হইবার যোগ্য তথায় ২ এই আইন পঁহুছিবার তারিখহইতে যদি তিন মাসের মধ্যে সে সকল মোকদ্দমার আপীল সেইং আদালতে উপস্থিত না হয় তবে সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে পূর্ব্বে যে হুকুম হইয়াথাকে তাহাই সাব্যস্ত থাকিবেক। ইহাতে দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইন পাইলে পরেই এই ধারার তরজমা যে দেশের চলিত যে ভাষা তাহাতে করাইয়া আপনং মোতালক আদালতের কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়ান ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৮ আইনের ১০ ধারার ২ প্রকরণের অনুসারের আপীল ডিসমিসী মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত পুনরায় লইবার মিয়াদের কথা।

১২ ধারা।

নীচের লিখিত দাঁড়াক্রমে কিম্বা পশ্চাৎ যে দাঁড়ার ধার্য্য হয় তদনুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজের সরবরাহ দিবার এবং তাহার হিসাব ও নিকাশ প্রকাশ রাখিবার কারণ এক সাহেব কলিকাতার মধ্যে নিযুক্ত হইবেন।

ইষ্টাম্পযুত কাগজের সরবরাহ দিবার ও তাহার হিসাব রাখিবার কারণ এক সাহেব কলিকাতার মধ্যে নিযুক্ত হইবার কথা।

১৩ ধারা।

সেই সাহেবের খ্যাতি ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেক ও সে সাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে থাকিবেন এবং আপন ভারের ঐ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে কিম্বা অন্য যাঁহার নিকটে ধার্য্য হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করিবেন। সে পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আপন বুদ্ধি ও সাধ্যক্রমে সরগরমী ও দিয়ানতদারীতে এ কার্য্যের সরবরাহ দিব ইহাতে আমার যে লাভের ধার্য্য ও মঞ্জুরী শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হয় তদপেক্ষা কিছুই গোপন কিম্বা অগোপনে এ কার্য্যকরণের দ্বারা অথবা ইহার সংঘটিত কোন ব্যাপারে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না ইতি।

ইষ্টাম্পের কার্য্যকর্ত্তা সাহেবের খ্যাতির কথা।

ঐ সাহেব বোর্ড রেবিনিউর তাবে থাকিবার কথা।

সুকৃতির পাঠের কথা।

১৪ ধারা।

১৪ ধারা।

যাহারদিগেরে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইষ্টাম্প যুত কাগজ দিতে পারেন্ তাঁহার কথা।

ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে এই আইনের অনুসারে কিম্বা পশ্চাৎ যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মতে দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবেরা ও বোর্ডসকলের সাহেবেরা কিম্বা অন্য যাঁহারা ইষ্টাম্পযুত কাগজতলব করিতে পারেন্ তাঁহারদিগের দরকারী রকমং ইষ্টাম্পযুত কাগজের তথ্যা কিম্বা বন্দের নম্বর নির্দ্দেশনে জায় দেওয়া দরখাস্ত নহিলে ইষ্টাম্পযুত কোন কাগজ তাঁহারদিগেরে দেন। জানিবেন যে তাঁহারদিগের এমত দরখাস্ত ইষ্টাম্পযুত কাগজ দিবার নিদর্শনার্থে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দপ্তরে তাহার জওয়াব দিবার কারণ থাকিতে চাহে ও থাকিবে এমতে দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগের ও বোর্ডসকলের সাহেবদিগের এবং অন্য যাঁহারা এ কাগজ তলব করিবার সাধ্য রাখেন্ তাঁহারদিগের উচিত যে ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার হয় তাহার দরখাস্ত সময়ক্রমে লিখিয়া পাঠান্ যে তাহাতে সরকার কি অন্য লোক কাহারো আবশ্যক কর্ম্মের হানি না হয় এবং বিলম্বও না দর্শে ইতি।

দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবপ্রভৃতি এই ধারার লিখনানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজের দরখাস্ত সময়ৰশিরে করিবার কথা।

১৫ ধারা।

কলিকাতার টাকশালে ইষ্টাম্প নির্ম্মাণ হইবার কথা।

১প্রথম প্রকরণ।—কলিকাতার টাকশালে অতিসাবধানে ইষ্টাম্প নির্ম্মাণ হইবেক ও তাহা কেহ কৃত্রিম করিতে না পারে এবং তাহার অঙ্কচিহ্নও বহুকাল দীপ্তিমান্ থাকে এতদভিলাষ সিদ্ধ্যর্থে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কর্তৃত্ব আছে যে স্থান স্থানের কৈফিয়ৎদৃষ্টে যে সময় উচিত জানেন্ সেই সময়েই আইন নির্দ্দিষ্ট না করিয়া আলাহিদা হুকুমক্রমে সেই ইষ্টাম্পকে প্রকারান্তর নক্সায় ও আকারভিন্নে নির্ম্মাণ করান্ও যে সকল কাগজে ইষ্টাম্প হয় তাহার দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের ফের বদল করেন্ কিন্তু ইষ্টাম্পের নাম ও তাহার নির্দ্দিষ্ট রসুমের ফেরফারকরণ বিহিত জানিলে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে পৃথক্ আইন তৈয়ার ও ছাপা করাইয়া জারীকরণের দ্বারাব্যতিরেকে সে ফেরফার করিবেন না।

হুজুরের ক্ষমতা বিনা আইন নির্দ্দিষ্টে আলাহিদা হুকুমে ইষ্টাম্পের নক্সা ও আকার এবং তদুক্ত কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের বদল করিবার অর্থে থাকিবার ও তাহার নাম এবং নির্দ্দিষ্ট রসুমের সংখ্যা ফিরাইবার প্রতি না থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইষ্টাম্প হইবার কারণ সাদা কাগজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মারফতে কিম্বা চুক্তিক্রমে অথবা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরী অন্য যে করারদাদমতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা খরীদকরণ উচিত জানেন্ তদনুসারে সরকারের খরচে খরীদ করা যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্প হইবার কারণ সাদা কাগজ খরীদের মতের কথা।

১৬ ধারা।

বিবাহ ও নিকার মোহরের শরয়ী আসল লিখনছাড়া তাহার নকল ও কাজীপ্রভৃতির দ্বারা তৈয়ারওগয়রহ হইবার অপর যাবদীয় শরয়ী আসল ও নকল লিখন

১প্রথম প্রকরণ।—বিবাহ ও নিকার মোহরের শরয়ী আসল লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম নাই ইহাছাড়া চুক্তির করারদাদ সওদাপত্রাদি ও বিক্রয়পত্র ও বন্ধকপত্র ও ফারখতী ও বিক্রয়ের ভারের মুখ্তিয়ারনামা ও প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিবার কোবালাজাৎওগয়রহ যাবদীয় শরয়ী লিখন এবং এই আইনের ২১ একবিংশতি ধারার প্রস্তাবিত বিশেষ যে দেনা ও পাওনার খত ও

ও টীপওগয়রহ একরারী লিখন ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজে লিখিবার হুকুম ঐ ২১ ধারায় আছে তাহার আসল ও নকল। আর বিবাহ ও নিকার মোহরের শরয়ী যে সকল লিখনের নকল কাজীরা ও তাহারদিগের তরফ আমলাসকলে ও মুফ্তীরা লিখিয়া তৈয়ার করিয়া তাহাতে আপনারদিগের সহী ও মোহর করণদ্বারা মাতবর করায়। এই সমস্ত আসল ও নকল লিখন নির্দ্ধারিত দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইবেক অতএব ঐ সমস্ত লিখনের অর্থে ইষ্টাম্পযুত কাগজ কাজী কিম্বা মুফ্তীদিগের স্থানে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে আসল অথবা নকল যে লিখন যাহারা কাজী কিম্বা তাহারদিগের আমলাসকলের দ্বারা অথবা মুফ্তীদিগের মারফতে তৈয়ার করাইয়া তাহাতে সহী ও মোহর করায় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আসল কিম্বা নকল লিখন তৈয়ার করাইতে ইষ্টাম্পযুত কাগজের বন্দ কি তখ্তা কিম্বা ফর্দ্দ যাহা খরচ হয় তাহার রসুম ১ এক টাকা কিম্বা ৷৷০ আট আনা অথবা ।০ চারি আনা কিম্বা ৵০ দুই আনা যাহা সেই কাগজের ইষ্টাম্পের উপর অঙ্কিত থাকে সে রসুম কাজী কিম্বা তাহারদিগের তরফ আমলা অথবা মুফ্তীদিগের স্থানে সে কাগজ পাইবার পূর্ব্বে তথায় দেয়। এমতে কাজী ও মুফ্তীদিগের উচিত যে তাহারা নিরূপিত দাঁড়াক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগের তলবমতে ঐ রসুমের মধ্যে তঙ্কাপ্রতি ৸৴০ তের আনা সেই সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করিয়া বাকী ফিতঙ্কে ৶০ তিন আনার হিসাবে আপনারদিগের বেতন ও মেহনতআনা ও আখরাজাৎক্রমে নিজে খরচ করে যদি এমত দায় আপনারদিগের শিরে রাখে যে ইষ্টাম্পযুত যে সকল কাগজ তাহারা পায় তাহার মধ্যে কোন কাগজ নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইলে তাহার নিশা করে। এগতিকে কাজী ও মুফ্তীরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৯ ঊনচত্বারিংশৎ আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে উপরের লিখিত শরয়ী লিখন তৈয়ার ও তাহাতে সহী ও মোহর করিয়া তদর্থে যে রসুম লইবার নির্ণয় ছিল না তাহা লইবার যে শক্তি রাখে সে শক্তি দূর হইবেক। কিন্তু জানিবেক যে এ হুকুম বিবাহ ও নিকা এবং কুলধর্ম্মের অপর আচার ও ব্যবহার আর কফন ও দফনআদি উত্তরা ক্রিয়ার অর্থে যে রসুম লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেয় তাহার প্রতি চলিবেক না সে রসুম কাজীপ্রভৃতিতে পূর্ব্বমতে লইতে পারিবেক।

এবং বিশেষ দেনা ও পাওনার খতদিগের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

শরয়ী লিখন লিখিবার ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুমের বেওরাকথা।

কাজীরা ও মুফ্তীরা আপনারদিগের পাওয়া ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুমের মধ্যে ফিতঙ্কে ৸৴০ আনা কালেক্টরসাহেবদিগকে দিয়া বাকী ৶০ আনা এই প্রকরণের লিখিত কটক্রমে নিজে খরচ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শরয়ী লিখনের কাগজের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।

শরয়ী লিখনের কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

৩ তৃতীয়
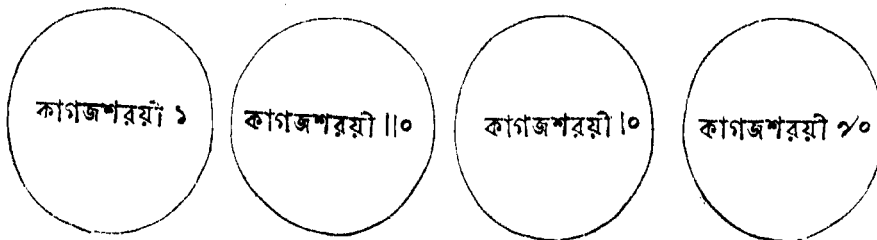
ফৌজদারীর সাহেবেরা কাজী ও মুফ্তীদিগের স্থানে শরয়ী কাগজের নমুনা লইয়া কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবার ও তথাহইতে তাহা হজুরের বিবেচনার্থে বোর্ড রেবিনিউতে চালান হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইন পাইলে পর তৎকালে তাঁহারদিগের এলাকার কাজীদিগের স্থানে এবং তথায় মুফ্তীরা থাকিলে তাহারদিগের স্থানেও আসল ও নকল শরয়ী কোবালাজাৎওগয়রহ যে লিখন যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে সচরাচর লেখা যায় তাহার নমুনা তলব করিয়া লইয়া সেইং মোতালকের কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ কালেক্টরসাহেবেরা সে নমুনা কাগজ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা পাইয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবেন ঐ হজুরে তদৃষ্টে যে কাগজের উপর যে ইষ্টাম্প করিতে হইবেক তাহার ধার্য্য করিবেন এবং ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবকে হুকুম দিবেন যে দরকারমত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কাজী ও মুফ্তীদিগের জন্যে কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্।

কাজীও মুফ্তীরা আপনারদিগের দরকারমতে ইষ্টাম্পযুত কাগজের কারণ দরখাস্ত সময়শিরে করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কাজী ও মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণানুসারে দরকারমত ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে প্রথমবার পাইলে পশ্চাৎ সেমত যত কাগজের দরকার যে সময়ে হয় তাহার দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের নিদর্শনে দরখাস্ত তারিখযুক্তে লিখিয়া তাহাতে আপনং মোহর ও দস্তখৎ করিয়া সময়শিরে কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেয়। কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে সেই দরখাস্ত আসল কিম্বা তাহার নকল ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে পাঠান্।

কাজীরা ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ আপনং আমলাসকলকে দিবার ও তাহার রসুমের দায় তাহারদিগের শিরে থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কাজীদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবদিগের মারফতে ইষ্টাম্পযুক্ত যত কাগজ পায় তাহাহইতে আপনারদিগের তরফ মল্লাওগয়রহ আমলাদিগের দরকারমত কাগজ তাহারদিগেরে দেয় এ গতিকে ইষ্টাম্পযুক্ত যত কাগজ আমলাদিগেরে দিবেক তাহারো রসুমের দায় কাজীদিগের শিরে থাকিবেক।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে কোন লিখন তৈয়ার করিলে কাজীপ্রভৃতির দণ্ড হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কাজীদিগের কিম্বা তাহারদিগের তরফ আমলাসকল ও মুফ্তীদিগের নিকটে এ আইন পঁহুছিলে ও তাহারা এই ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণানুসারে ইষ্টাম্পযুক্ত কাগজ প্রথমবার পাইলে পর যদি তাহারদিগের কেহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হুকুম থাকিবার লিখনসকলের মধ্যের কোন লিখন আসল কিম্বা নকল ইষ্টাম্পহীন কাগজে লিখিয়া তৈয়ার ও তাহাতে আপন সহী ও মোহর করে কিম্বা আপন জ্ঞাতসারে তাহা অন্যকে করিতে দেয় তবে সে ব্যক্তি তাহার কার্য্যহইতে তগীর হইবেক। এবং কোন বিষয়ের এমত লিখন দেওয়ানী আদালতসকলের কোন আদালতের জজসাহেবের কিম্বা কোন ফৌজদারীর সাহেবের অথবা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা কোন কালেক্টরসাহেবের নিকটে অথবা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী অন্য কোন সাহেবের স্থানে তাঁহার মোতালক কার্য্যের গতিকে কেহ দিলে সে সাহেব কিম্বা সাহেবদিগের

নির্দ্ধারিত রসুমের দশগুণ দণ্ড দাখিল না করিবাপর্য্যন্ত এই ধারার প্রস্তাবিত লিখন মাতবর জ্ঞান না হইবার কথা।

কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্য নহে যে তাবৎ সে লিখনকে সে বিষয়ের পমাণার্থে মাতবর জানেন্ ও সে লিখনকেও কোনপ্রকারে লন্ যাবৎ ইষ্টাম্পযুত কাগজে সে লিখন হইতে হইলে তাহার যে রসুম দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় লওয়া কর্ত্তব্য হইত সে রসুমের দশগুণ দণ্ড সেই ব্যক্তি দিয়া তাহা দিবার নিদর্শনী রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের রসীদ দাখিল না করে। জানিবেন যে এরূপের দণ্ডসমস্তই সরকারে দাখিল হইবেক। ইহাতে জজ কিম্বা কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সে দণ্ড মিলিবার বেওরা সেই লিখনের পৃষ্ঠে লিখিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে পাঠান্ এইহেতুক যে তদৃষ্টে সেই কাজী কিম্বা তাহার তরফ আমলা অথবা মুফ্তীর নামে উপরের লিখনানুসারে নালিশ হইতে পারে ইতি।

কাজীপ্রভৃতিতে ত্রুটি করিলে সে সংবাদ হুজুরে লিখিবার কথা।

১৭ ধারা।

ইষ্টাম্পযুত কাগজে যাবদীয় সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লেখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে এ আইন পঁহুছিলে তথায় প্রথম নালিশী কিম্বা আপীলের যে সকল মোকদ্দমা তৎকালে উপস্থিত থাকে ও পশ্চাৎ উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও আপীলের দরখাস্ত ও সওয়াল ও জওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও হদ্দজওয়াবওগয়রহ যাহা দাখিল করিতে হয় তাহা সমস্তই নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইবেক ও তাহা সে কাগজের বন্দ কিম্বা ফর্দ্দ যাহাতে লেখা যায় তাহার রসুম সেই কাগজের ইষ্টাম্পের উপর অঙ্কিত থাকিবেক।

সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লিখিতে হইবার কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের বেওরা কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— নগদ কিম্বা জিনিসআদি যে অস্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় ও সকর যে ভূমির সালিয়ানা সদর মালগুজারী সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অতিরিক্ত না হয় ও নিষ্কর যে ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০ দশ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় এবং অন্য যে স্থাবর বস্তুর আন্দাজী মূল্য সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ যে কাগজের ইষ্টাম্পের উপর ।০ চারি আনা রসুম অঙ্কিত থাকিবেক তাহাতেই লিখিতে হইবেক।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—নগদ কিম্বা জিনিসআদি যে অস্থাবর অথবা স্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য অথবা সালিয়ানা সদর মালগুজারী কিম্বা সাম্বৎসরিক উৎপন্ন উপরের প্রকরণের লিখনানুসারাপেক্ষা অধিক হইয়া নগদ কিম্বা জিনিসআদি যে অস্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার ঊর্দ্ধ না হয় ও সকর যে ভূমির সালিয়ানা সদর মালগুজারী সিক্কা দুই শত টাকার ঊর্দ্ধ না হয় ও নিষ্কর

যে

যে ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ২০ কুড়ি টাকার উর্দ্ধ না হয় ও অন্য যে স্থাবর বস্তুর আন্দাজী মূল্য সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার উর্দ্ধ না হয় এমত সকল মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ যে কাগজের ইষ্টাম্পের উপর ।।০ আট আনা রসুম অঙ্কিত থাকিবেক তাহাতেই লিখিতে হইবেক।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— যে নগদ কিম্বা জিনিসআদি অস্থাবর অথবা স্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য অথবা সালিয়ানা সদর মালগুজারী কিম্বা সাম্বৎসরিক উৎপন্ন উপরের প্রকরণের লিখনানুসারাপেক্ষা অধিক হইয়া তায়দাদে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য না হইতে পারে এমত সকল মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ যে কাগজের ইষ্টাম্পের উপর ১ এক টাকা রসুম অঙ্কিত থাকিবেক তাহাতেই লিখিতে হইবেক।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যে নগদ কিম্বা জিনিসআদি অস্থাবর অথবা স্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য অথবা সালিয়ানা সদর মালগুজারী কিম্বা সাম্বৎসরিক উৎপন্ন তায়দাদে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যোগ্য হইতে পারে এমত সকল মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ যে কাগজের ইষ্টাম্পের উপর ২ দুই টাকা রসুম অঙ্কিত থাকিবেক তাহাতেই লিখিতে হইবেক।

সওয়াল ও জওয়াবী কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লিখিবার কাগজের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।
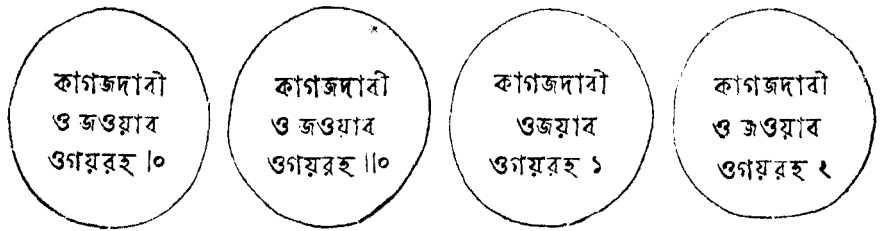
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সওয়াল ও জওয়াবী কাগজের নমুনা হজুরে দিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতে এআইন পঁহুছিলে পর তথাকার সাহেবেরা যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে দেওয়ানী আদালতসকলের নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ সচরাচর লিখিতে হয় তাহার নমুনা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবেন ঐ হজুরে তদ্দৃষ্টে বিবেচনা হইয়া যে কাগজের উপর যে ইষ্টাম্প করিতে হইবেক তাহার ধার্য্য পড়িবেক। ও দরকারমত সেই ইষ্টাম্পযুত কাগজের সরবরাহ দেওয়ানী আদালত

সকলের

সকলের সাহেবদিগের দরখাস্তক্রমে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিবেন ও তাহার নিকাসের কারণ যে দাঁড়ার ধার্য্য হয় তদনুসারে নিকাস ঐ আদালতসকলের সাহেবেরা ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব যোগাইবেন।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—জানিবেন যে বিরোধের কোন বস্তুর দাওয়ার সংখ্যা কিম্বা মূল্যাদির নিরূপণের আপত্তি জন্মিলে তাহার নিষ্পত্তি সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা থাকিবাতেই হইতে পারিবেক না অর্থাৎ কেবল সেই কাগজদৃষ্টে সে সংখ্যা কিম্বা মূল্যাদিকে যথার্থ জ্ঞান করা যাইবেক না।

ইষ্টাম্পযুত কাগজে সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লেখা গেলে সেই কাগজ দৃষ্টেই দাওয়ার সংখ্যাদির স্থৈর্য্য বোধ না হইতে পারিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—জানিবেন যে ১০ দশম ধারার লিখনানুসারের যাবদীয় ছুটা আরজী ও দরখাস্তআদি লিখন মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ও সে সকল ছুটা আরজী ও দরখাস্তআদি লিখন এই ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক।

ছুটা আরজী ও দরখাস্তওগয়রহ সওয়াল ও জওয়াবী কাগজের ন্যায় জানিবার ও তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা তাহারদিগের পক্ষের দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের স্থানে ইষ্টাম্পযুত কাগজ না থাকিবাতে তাহারদিগের যে ব্যামোহ তাহা দূরের কারণ ঐ আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইষ্টাম্পযুত কিঞ্চিৎ২ কাগজ সেই উকীলদিগেরে সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লিখিবার কারণ বারে২ দিতে থাকেন।

দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজ তত্থাকার চিহ্নিত উকীলদিগেরে দিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবেরা সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লিখিবার অর্থের ইষ্টাম্পযুত কাগজ প্রথমবার পাইলে পর যদি তত্থাকার রেজিষ্টরসাহেবদিগের কিম্বা বিলায়তী অন্য সাহেবলোকের কেহ অথবা এদেশীয় লোক আমলাসকলের কোন ব্যক্তি এই আইনের অন্যথাচরণ করিয়া ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা সরাসরী কি তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ কোন লিখন নিজে লন্ কিম্বা আপন জ্ঞাতসারে অন্য কাহাকেও লইতে দেন্ তবে আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেন এবং কেহ এ আইনের অন্যথাচরণে এমত লিখন দাখিল করিলে সে যাবৎ সে কাগজ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইলে তাহার যত রসুম জজসাহেবের বিবেচনাক্রমে লওয়া কর্ত্তব্য হইত তাহার দশগুণ দণ্ড না দেয় তাবৎ সে লিখনকে সে বিষয়ের প্রমাণার্থে মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা সওয়াল ও জওয়াবী কোন লিখন লইলে কিম্বা কাহাকেও লইতে দিলে রেজিষ্টরওগয়রহ বিলায়তী সাহেবদিগের ও এদেশীয় লোক আমলাসকলের ও সে লিখন যাহারা দেয় তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

১৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কাহারো দরখাস্তক্রমে কিম্বা নকল দিবার অর্থে থাকা কোন আইনের হুকুমমতে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতহইতে কোন ভাষার লিখনাদির নকল দিতে

আদালতসকল হইতে দিবার লিখনাদির নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

আদালতসকলহইতে দিবার লিখনাদির নকল হইবার কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের বেওরা কথা।

দিতে হইলে সে নকল নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের ইষ্টাম্পযুত কাগজের তখ্তা কিম্বা বন্দে উঠান যাইবেক এতদ্ভিন্ন অন্য কাগজে উঠান যাইবেক না। ইহাতে যে কেহ সে নকল পাইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে সে কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম ১ এক টাকা কিম্বা ৷৷০ আটআনা অথবা ৷০ চারিআনা কিম্বা ৵০ দুইআনা যাহা সেই কাগজের ইষ্টাম্পের উপর অঙ্কিত থাকে তাহাই দেয়।

আদালতসকলের লিখনাদির নকল হইবার কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দেওয়ানী আদালতসকলের লিখনাদির নকল হইবার কাগজের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।
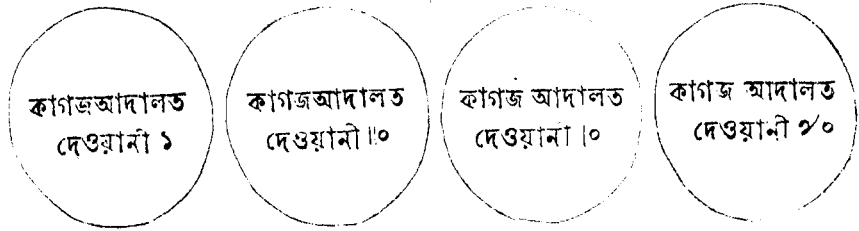
দেওয়ানী আদালত সকলের যে লিখনাদির নকল যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে উঠাইতে হয় তাহার নমুনা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হজুরে মঞ্জুরীর কারণ দাখিল করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইন পাইলে পর দেওয়ানী আদালতসকলের মোতালক যে লিখনাদির নকল যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে উঠান উচিত জানেন্ তাহার নমুনা সেইং লিখনাদির সংজ্ঞানিদর্শনে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্ ঐ হজুরে তদ্দৃষ্টে বিবেচনা হইয়া যে কাগজের উপর যে ইষ্টাম্প করিতে হইবেক তাহার ধার্য্য পড়িবেক। ও দরকারমত সেই ইষ্টাম্পযুত কাগজের সরবরাহ দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগের দরখাস্তক্রমে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিবেন ও তাহার নিকাস দিবার কারণ যে দাঁড়ার ধার্য্য হয় তদনুসারে নিকাস ঐ আদাতসকলের সাহেবেরা যোগাইবেন।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে নকলহওয়া কোন লিখনাদিতে দস্তখৎ করিলে রেজিষ্টরওগয়রহ বিলায়তী সাহেবেরদের কি এদেশীয় আমলাসকলের এবং সে লিখনাদি যাহারা গুজরায় তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবেরা লিখনাদির নকল উঠাইবার কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ প্রথমবার পাইলে পর যদি তথাকার রেজিষ্টরসাহেবদিগের কিম্বা বিলায়তী অন্য সাহেবলোকের কেহ অথবা এদেশীয় আমলাসকলের কোন ব্যক্তি আপন আদালতের মোতালক যে লিখনাদির নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে উঠান না যায় তাহাতে দস্তখৎ করেন্ কিম্বা তাহা কাহাকেও দেন্ অথবা আপন জ্ঞাতসারে অন্য কাহাকেও সে লিখনে সহী করিতে ও তাহা দিতে দেন্ তবে আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেন। ইহাতে আদালতসকলের সাহেব ও ফৌজদারীর সাহেব ও কালেকুটরসাহেবদিগকে এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী অন্য সাহেব প্রভৃতিসকলকে নিষেধ আছে যে যদি তাঁহারদিগের কাহারো নিকটে তাঁহার মোতালক কার্য্যের গতিকে কেহ এমত লিখনাদি দর্শায় তবে

নির্দ্ধারিত রসুমের দশগুণ দণ্ড দাখিল না হইবাপর্য্যন্ত এইপ্রকরণের লিখিত লিখনাদি মাত

তবে সে লিখনকে তাবৎ সে বিষয়ের প্রমাণার্থে মাতবর না জানেন ও তাহা কোনপ্রকারে না লন্ যাবৎ সে ব্যক্তি সে লিখনাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইলে তাহার যে রসুম জজসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় লওয়া কর্ত্তব্য হইত তাহার দশগুণ দণ্ড দিয়া তাহা দিবার নিদর্শনী রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের রসীদ দাখিল না করে। ও সেই জজসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের উচিত যে এমত বিষয় উপস্থিত হইলে তৎকালে তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান্ নিমিত্ত এই যে যাহাহইতে এমতাচরণ হইয়া থাকে তাহার নামে উপরের লিখনানুসারে নালিশ হইতে পারে ইতি।

বর জ্ঞান না হইবার কথা।

১৯ ধারা।

আদালতসকলের সাহেবেরা যোত্রহীনদিগকে ইষ্টাম্পযুত কাগজ দিয়া তাহার রসুম মাফ করিতে পারিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের এবং জিলা ও শহরসকলের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের দুই ধারার লিখনানুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজের রসুম লইবার অর্থে যে হুকুম আছে তাহা যে যোত্রহীন লোকেরা আপনারদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে অশক্ত হয় এবং আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের রসুমের জামিন দিতে না পারে তাহারদিগের মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্চত্বারিংশৎ আইনের লিখিত নিষেধ ও বিধিদৃষ্টে মাফ করেন্ এবং তাহারদিগের মোকদ্দমার সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ আসল ও নকল যাবদীয় লিখনাদি লিখিবার কারণ ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার থাকে তাহা তাহারদিগেরে দেন্ ইতি।

২০ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও কালেক্টরা কাছারীসকল হইতে দিবার মাল মোতালকের লিখনাদির নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ। —কাহারো দরখাস্তক্রমে কিম্বা নকল দিবার অর্থে হুকুম থাকা কোন আইনের অনুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কিম্বা কালেক্টরসাহেবের দের অথবা মালের কার্য্যাবৃত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী অন্য সাহেবদিগের দ্বারা মালগুজারীর মোতালক কিম্বা তাঁহারদিগের ব্যাপারসংক্রান্ত বিষয়ান্তরের কোন ভাষার লিখনাদির নকল দিতে হইলে তাহা নির্দ্ধারিত দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের ইষ্টাম্পযুত কাগজের তখ্তা কিম্বা বন্দ অথবা ফর্দ্দে উঠাইতে হইবেক। ও যে ব্যক্তি এমত নকল পাইবেক সে তাহার নকল উঠাইতে ইষ্টাম্পযুত কাগজের যত তখ্তা কিম্বা বন্দ অথবা ফর্দ্দ খরচ হয় তাহার রসুম ১ একটাকা কিম্বা ৷৷০ আট আনা অথবা ৷০ চারি আনা কিম্বা ৵০ দুই আনা যাহা সে কাগজের ইষ্টাম্পের উপর অঙ্কিত থাকে তাহাই দিবেক।

মাল মোতালকের লিখনাদির নকল হইবার কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের বেওরা কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — মালগুজারীর মোতালক লিখনাদির নকল হইবার কাগজের

মাল মোতালকের লিখ

নাদির নকল হইবার কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

জের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।
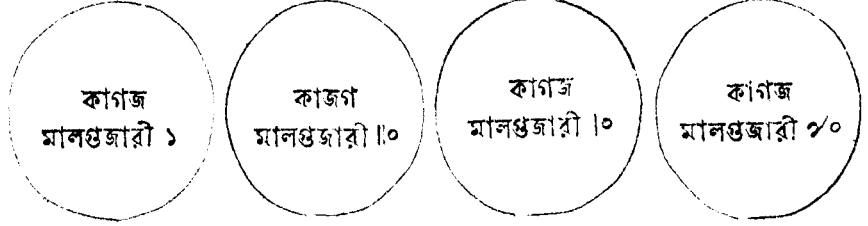
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মাল মোতালকের লিখনাদির নকল হইবার কাগজের নমুনা তাহাতে ইষ্টাম্প হইবার যুক্তিনিদর্শনে হজুরে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ আইন পাইলে পর মালগুজারীর মোতালক যে লিখনাদির নকল যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে উঠান উচিত জানেন্ তাহার নমুনা আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে যে কাগজের উপর যে ইষ্টাম্প করিতে হয় তাহার পরামর্শযুক্তে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্ এইহেতুক যে ঐ হজুরে তদৃষ্টে বিবেচনা হইয়া যে কাগজে যে ইষ্টাম্প করিতে হইবেক তাহার ধার্য্য পড়িয়া ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি ইশারা হইবেক যে দরকারমতে সেই ইষ্টাম্পযুত কাগজের সরবরাহ দেন্।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজের দরখাস্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে পাঠাইবার মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার হয় তাহার কারণ কালেকটরসাহেবেরা নিজে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপনাদিগের সেক্রেটারির সাহেবের দ্বারা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে সময়ক্রমে বারং দরখাস্ত পাঠাইবেন ও তাঁহারা সে কাগজের নিকাস দিবার অর্থে যে দাঁড়ার ধার্য্য হয় তদনুসারে তাহার নিকাস যোগাইবেন।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে হওয়া মাল মোতলকের কোন লিখনাদির উপর কালেক্টরসাহেব কিম্বা সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য কোন সাহেব অথবা বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা কালেক্টরের তাবে আমলা এদেশীয় লোকদিগের কেহ দস্তখৎ করিলে তাঁহার দণ্ডের কথা।

নির্দ্ধারিত রসুমের দশগুণ দণ্ড দাখিল না হইবাপর্য্যন্ত এই প্রকরণের

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মাল মোতালকের লিখনাদির নকল উঠাইবার কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ প্রথমবার পাইলে পর যদি কোন কালেক্টরসাহেব কিম্বা মালের কার্য্যাবৃত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী অন্য সাহেবলোকের কেহ এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে কি কালেক্টরসাহেবের তাবে আমলা এদেশীয় লোকদিগের কোন ব্যক্তি আপন কার্য্যের মোতালক কোন লিখনাদির নকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে না উঠান গেলে তাহাতে দস্তখৎ করেন্ কিম্বা তাহা কাহাকেও দেন্ অথবা আপন জানিতে অন্য কাহাকেও সে লিখনাদিতে সহী করিতে ও তাহা দিতে দেন্ তবে আপন কার্য্যহইতে তগীরের যোগ্য হইবেন। ইহাতে আদালতসকলের সাহেব ও ফৌজদারীর সাহেব ও কালেক্টরসাহেবদিগকে এবং ঐ সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী অন্য সাহেব প্রভৃতিসকলকে নিষেধ আছে যে যদি তাঁহারদিগের কাহারো নিকটে তাঁহার মোতালক কার্য্যের গতিকে কেহ এমত লিখনাদি গুজরায় তবে তাবৎ সে লিখনাদিকে সে বিষয়ের প্রমাণার্থে মাতবর না জানেন্ ও তাহা কোন প্রকারে না

লন্

লন যাবৎ সেই ব্যক্তি সে লিখনাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইলে তাহার যে রসুম জজসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় লওয়া কর্ত্তব্য হইত তাহার দশগুণ দণ্ড দিয়া তাহা দিবার নিদর্শনী রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের রসীদ দাখিল না করে ইতি।

লিখিনাদি মাতবর জ্ঞান না হইবার কথা।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২৭ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৭ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১২ রজবের পর সমস্ত সংখ্যার হুণ্ডীছাড়া অপর দেনা ও পাওনার মধ্যে বিশেষ যাহার সংখ্যা সুদ সেওয়ায় আসল কোন রকমে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় তাহার যাবদীয় আসল খত ও টীপ ও অন্য একরারী লিখনাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ও সে সকল কাগজের যে রসুম লাগিবেক তাহা নীচের লিখিত বেওরাক্রমে তাহার ইষ্টাম্পের উপর বিশেষ করিয়া খোদান যাইবেক। সে বেওরা এই যে ৫০ টাকার অধিক হইয়া ১০০ একশত টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার কাগজ ফিকেতা।০ চারি আনার হারে। আর এক শতের অধিক হইয়া ১০০০ এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার কাগজ ফিকেতা ৷৷০ আনার হারে। এক ১০০০ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ হইলে তাহার কাগজ ফিকেতা ১ এক টাকার হারে লওয়া যাইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩১ দিসেম্বরের পর সমস্ত সংখ্যার হুণ্ডীছাড়া অপর দেনা ও পাওনা বিশেষের খতদিগর ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

খতওগয়রহের রসুমের বেওরা কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বিশেষ দেনা ও পাওনার খত ও টীপ ও অন্য একরারী লিখনাদির কাগজের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।

বিশেষ দেনা ও পাওনার খতওগয়রহ কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

তমঃসুকওগয়রহ পঞ্চাশটাকার উপর লাগাইদ একশত।০

তমঃসুকওগয়রহ শতটাকার উপর লাগাইদহাজার৷৷০

তমঃসুকওগয়রহ হাজারটাকার উপর ১
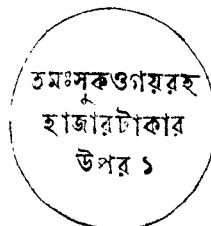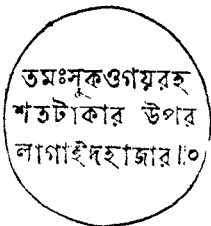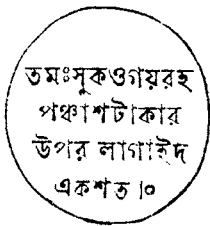
৩ তৃতীয় প্রকরণ।—আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে ও শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী অন্য সাহেবদিগকে নিষেধ আছে যে উপরের লিখিত তারিখের পর যদি সুদ সেওয়ায় আসল কোন রকমের ৫০ পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার বিশেষ দেনা ও পাওনার কোন খত ও টীপওগয়রহ একরারী লিখনাদি উপরের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্পযুত কাগজছাড়া অন্য কাগজে লেখা যায় ও সে কাগজ তাঁহারদিগের কাহারো নিকটে তাঁহার এলাকার কার্য্যের গতিকে কেহ গুজরায়

ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা খত ও টীপওগয়রহ একরারী লিখনাদি কেহ গুজরাইলে তাহার দণ্ডের কথা।

রায় তবে তাবৎ সে লিখনাদিকে সে বিষয়ের প্রমাণার্থে মাতবর না জানেন্ এবং তাহা কোন প্রকারে না লন্ যাবৎ সেই ব্যক্তি সে লিখনাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইলে তাহার যে রসুম লওয়া কর্ত্তব্য হইত তাহার দশগুণ দণ্ড দিয়া তাহা দিবার নিদর্শনী রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা কালেক্টরসাহেবের রসীদ না দাখিল করে।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা খতওগয়রহ লিখনাদির কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকমের নমুনা কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে লইয়া হজুরে পাঠাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই আইন পাইলে পর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরী এলাকার বিশেষ দেনা ও পাওনার লিখনাদি সচরাচর যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে লিখিতে হয় তাহার নমুনা কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা তহকীক করাইয়া লইয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সে কাগজের বিবেচনা ও তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা হইবার কারণ দাখিল করেন্।

কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে পাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জিলাসকলের কালেক্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপনং এলাকার বিশেষ দেনা ও পাওনার খত ও টীপওগয়রহ একরারী লিখনাদি লিখিবার কারণ ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার হয় তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া লন্ ও তদনুসারে নিজবেহার ও ঢাকা জলালপুর ও মুরশিদাবাদ ও বারাণসের কালেক্টরসাহেবদিগের উচিত যে শহর সকলের কারণ অর্থাৎ আজীমাবাদ ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও বারাণসের মধ্যের সেমত লিখনাদি লিখিবার জন্যে ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার থাকে তাহার দরখাস্ত ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া লন্।

কালেক্টরসাহেবেরা খতওগয়রহের ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়ার্থে স্থানেং লোক নিযুক্ত করিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে বিশেষ দেনা ও পাওনার খত ও টীপওগয়রহ একরারী লিখনাদি লিখিবার কারণ দরকার মত ইষ্টাম্পযুত কাগজ সকলে পাইবার জন্যে আপনং মোতালক পরগনাসকলের ও মহালাতের কাজী ও তহসীলদারদিগের ও এদেশীয় লোক কমিসনরদিগের ও দেওয়ানী আদালতের চিহ্নিত উকীলগণের কিম্বা আমলাদিগের স্থানে সে কাগজ বিক্রয়ার্থে গতান্ এবং এতদ্ভিন্ন যাহাকেং এ বিষয়ের ভার দেওয়া বিহিত জানিয়া যে যে স্থানে নিযুক্ত করেন্ তাহারং নিকটেও সে কাগজ পাঠাইয়া দেন্। ইহাতে যাহারা সে কাগজ বিক্রয়ের নিমিত্তে পায় তাহারদিগের উচিত যে সে কাগজ বিক্রয় করিয়া যত টাকা পায় তাহার মধ্যে তঙ্কাপ্রতি ৸৵০ চৌদ্দ আনার হিসাবে কালেক্টরসাহেবের স্থানে যেমতে দিবার ধার্য্য হয় তদনুসারে দেয় বাকী ফিতঙ্কে ৵০ দুই আনার হারে আপনং বেতন ও মেহনতআনাক্রমে লইয়া নিজে খরচ করে যদি এমত দায় আপনারদিগের শিরে রাখে যে ইষ্টাম্পযুত যত কাগজ বিক্রয়ার্থে পায় তাহা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইলে তাহার নিশা করে।

খতওগয়রহের ইষ্টাম্পযুত কাগজ বিক্রয়িরা এই প্রকরণের লিখিত কটক্রমে ফিতঙ্কে ৵০ আনা বেতন লইয়া নিজে খরচ করিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা খতওগয়রহের ইষ্টাম্পযুত ফিটাকার কাগজ

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কেহ খত ও টীপওগয়রহ একরারী লিখনাদি লিখিবার ইষ্টাম্পযুত কাগজ একত্র অনেক খরীদ করিতে চাহিলে

চাহিলে সে যদি তাহার নির্দ্ধারিত রসূমের মধ্যে তঙ্কাপ্রতি ৸৶০ চৌদ্দ আনার হিসাবে দেয় তবে সে যত কাগজ চাহে তাহা তাহার স্থানে বিক্রয় করেন্ ইতি।

৸৶০ আনায় বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা।

সন্দেহ না জন্মিতে পারিবার কারণ স্পষ্ট করা যাইতেছে যে কেহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা কোন খত কিম্বা টীপ অথবা অন্য একরারী লিখনাদির অনুসারে নগদ কিম্বা জিনিসআদি কোন বস্তুর দাওয়া করিলে সে খতওগয়রহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা গিয়াছে এতদ্দৃষ্টেই সে দাওয়া প্রমাণ বোধ হইতে পারিবেক না ও সে লিখনাদিকেও মাতবর জ্ঞান করা যাইবেক না। জানিবেক যে এ আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে সে দাওয়ার প্রমাণ যেরূপে তলব হইত সেইরূপেই সে লিখনাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবাতেও সে দাওয়ার প্রমাণপ্রয়োগ তলব করা যাইবেক ইতি।

কেবল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা লিখনাদি দৃষ্টে দাওয়ার প্রমাণ ও সে লিখনাদি মাতবর হইতে না পারিবার কথা।

২৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানিবেন যে ১৭ সপ্তদশ ধারার প্রস্তাবিত সরাসরী ও তকরারী নালিশী আরজী ও দরখাস্ত ও সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লিখন এবং উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে কাজীরা কিম্বা তাহারদিগের তরফ আমলাসকলে এবং মুফ্তীরা লিখিয়া তৈয়ার এবং তাহাতে সহী ও মোহর করিবার সকল শরয়ী লিখন আসল ও নকল আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও কালেক্টরসাহেবেরা কাহাকেও দিবার নকল লিখন এই যে সমস্ত লিখনাদি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে ইহা পূর্ব্বে ইষ্টাম্পহীন কাগজের একং সফায় মোটা কিম্বা সরু অথবা মধ্যম যেমত অক্ষরের যত সতর লেখা যাইত এইক্ষণেও ইষ্টাম্পযুত কাগজের সফাপ্রতি সেমত অক্ষরের তত সতর পূর্ব্বাপর কাগজ প্রশস্তাপ্রশস্ত বুঝিয়া হার পোষাইয়া লিখিতে হইবেক।

পূর্ব্বে ইষ্টাম্পহীন কাগজের একং সফায় যেমত অক্ষরে যত সতর লেখা যাইত এইক্ষণেও তদনুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের ধারাসকলের অনুসারে কাগজ ইষ্টাম্পযুত হইবার মর্ম্ম এই যে ফরিয়াদী ও আসামীরা দেওয়ানী আদালতসকলে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহে অনর্থক কথাবার্ত্তা না লিখে ও তৎপ্রযুক্ত তথাকার আমলাসকলের বৃথা কালহরণ না হয় এবং সরকারের স্থিতের বৃদ্ধি পায়। ইহাতে কেহ কোন লিখনে অনেক বৃত্তান্ত লিখিবার আশয়ে ইষ্টাম্পযুত কাগজের সহিত ইষ্টাম্পহীন সাদা কাগজ যুড়িয়া দাগা করিতে না পারিবার কারণ হুকুম হইতেছে যে যদি কাহারো কোন লিখনে অনেক বৃত্তান্ত লিখিবার আবশ্যক হয় ও তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজের ১ এক তখ্তা কিম্বা বন্দে যথাযোগ্য অক্ষরে লিখিতে না কুলায় তবে অন্য এক কিম্বা যে কএক তখ্তা অথবা বন্দে সে বৃত্তান্ত কুলাইয়া লিখিতে পারে তত তখ্তা কিম্বা বন্দে লিখিবেক তাহাতে সে সকল তখ্তা কিম্বা বন্দ একত্র করিয়া

যোড়া কিম্বা না যোড়া যত কাগজে লিখনাদি লেখা যায় তাহার প্রত্যেক তখ্তা কিম্বা বন্দের উপর ইষ্টাম্প হইবার কথা।

গোঁদ অথবা দ্রব্যান্তরে যোড়া দিলে অথবা না যুড়িয়া পৃথক্‌ রাখিলেও যত তখ্তা কিম্বা বন্দে সে লিখন লেখা যায় তাহার প্রত্যেক তখ্তা কিম্বা বন্দের উপর ইষ্টাম্পযোগ হইবেক। এতদ্ভিন্ন হুকুম করা যাইতেছে যে যদি আমলাপ্রভৃতি কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা কোন লিখনের শামিলে ইষ্টাম্পহীন কোন তখ্তা কিম্বা বন্দে সে বিষয়ের মধ্যের কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়া তৈয়ার এবং তাহাতে সহী ও মোহর করে কিম্বা নকল উঠাইয়া কাহাকেও দেয় অথবা গুজরায় তবে সে লিখনের সমস্ত তখ্তা কিম্বা বন্দ ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা গিয়া থাকিলে তাহার প্রত্যেক তখ্তা কিম্বা বন্দের ইষ্টাম্পের রসুম যত লাগিত তত দণ্ড সেই আমলাপ্রভৃতির উপর কর্ত্তব্য হইবেক।

দণ্ডের কথা।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে লিখনাদি লিখিবার বিষয়ের দণ্ড অল্প করিতে জজসাহেবদিগের শক্তি থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আমলাপ্রভৃতি কোন ব্যক্তিতে ইষ্টাম্পহীন কাগজে কোন লিখন তৈয়ার এবং তাহাতে সহী ও মোহর করিলে কিম্বা নকল উঠাইয়া কাহাকেও দিলে অথবা গুজরাইলে সে কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের দশগুণ দণ্ড যাহা এই আইনের অনুসারে লওন কর্ত্তব্য তাহাতে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ও সেই ব্যক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া যদি দণ্ড অল্পকরণ উচিত জানেন্‌ তবে তাহার দণ্ড এত অল্প করেন্‌ যে সে কাগজের রসুমের দ্বিগুণের কম না হয় ইতি।

২৪ ধারা।

ইষ্টাম্পযুত কাগজে রওয়ানাজাৎ লেখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—লবণ ও চাউল ও ধান্যছাড়া অন্য যে সকল জিনিসের রওয়ানায় সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ও এলাকা বারাণসের কষ্টমের কালেক্টরসাহেবেরদের এবং তাঁহারদিগের আমলাসকলের দস্তখৎ হইবার আবশ্যক আছে সে সকল জিনিস চলিবার রওয়ানা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ও যাহারা সে সকল জিনিসের রওয়ানা চাহে তাহারা নীচের লিখিত বেওরাক্রমে রসুম দিবেক সে বেওরা এই যে জিনিসের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার রসুম ।০ চারি আনার হারে পঞ্চাশের অধিক হইয়া ১৫০ দেড় শত টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার রসুম ॥০ আট আনার হারে। দেড় শতের অধিক হইয়া ৩০০ তিন শত টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার রসুম ১ এক টাকার হারে তিনশতের অধিক হইয়া ১০০০ এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার রসুম ২ দুই টাকার হারে এক হাজারের অধিক হইয়া ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার রসুম ৪ চারি টাকার হারে পাঁচ হাজারের অতিরিক্ত হইয়া ১০০০০ দশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে তাহার রসুম ১০ দশ টাকার হারে। দশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ হইলে তাহার রসুম ২০ কুড়ি টাকার হারে লওয়া যাইবেক।

রসুমের বেওরাকথা।

রওয়ানাজাতের কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—রওয়ানাজাৎ লিখিবার কাগজের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।

কাগজ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এ আইন পাইলে পর বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের পরমিটের কার্য্যের মোতালক রওয়ানাজাৎ যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে সচরাচর লেখা যায় তাহার নমুনা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্ ঐ হজুরে তদ্দৃষ্টে তাহাতে ইষ্টাম্প হইবার ধার্য্য পড়িবেক এবং সেই ইষ্টাম্পযুত কাগজের সরবরাহ দিবার কারণ ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের প্রতি ইশারা হইবেক। এতদবধানে ঐ বোর্ডের সাহেবের কষ্টমের কালেক্টরসাহেবদিগকে হুকুম দিবেন যে ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার যে সময়ে হয় তাহা ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া লন্ ও তাহার নিকাশ দিবার অর্থে যে দাঁড়ার ধার্য্য হয় তদনুসারে দেন্।

বোর্ডত্রেডের সাহেবেরা রওয়ানাজাতের কাগজের নমুনা হজুরে মঞ্জুরীর কারণ দিবার কথা।

কষ্টমের কালেক্টর সাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া লইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই আইন পাইলে ও ইষ্টাম্পযুত কাগজ প্রথমবার মিলিলে পর যদি কষ্টমের কার্য্যাবৃত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী সাহেবদিগের কেহ কিম্বা এদেশীয় লোক আমলাসকলের কোন ব্যক্তি উপরের লিখনানুসারের ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লেখা কোন রওয়ানায় মোহর কিম্বা দস্তখৎ করেন্ তবে সে ব্যক্তি এদেশীয় লোকআমলার কেহ হইলে তাহার সে অপরাধ বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগের নিকটে পুমাণ হইবাতে আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক। এতদ্ভিন্ন ঐ সরকারের চিহ্নিত চাকর বিলায়তী সাহেবদিগের কেহ হইলে

ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা রওয়ানায় পরমিটের আমলায় মোহর কিম্বা দস্তখৎ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

তাঁহার

তাঁহার সে অপরাধ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সাব্যস্থ হইবাতে সে সাহেব আপন পদচ্যুত হইবেন। অতএব আমলাপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনানুসারের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা না হওয়া কোন রওয়ানা তাঁহার দিগের সাক্ষাৎ গুজরিলে তাহার বেওরা ঐ হজুর কৌন্সেলের সুগোচরার্থে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে লিখিয়া পাঠান কারণ এই যে সে রওয়ানা গুজরাইবার লোকের নামে উপরের লিখনক্রমে নালিশ হইতে পারে।

বদল রওয়ানা ও ছাড়চিঠী ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লিখিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—হুকুম নাই যে বদল রওয়ানা ও ছাড়চিঠী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যায় ইতি।

২৫ ধারা।

সনন্দী কাগজের ইষ্টাম্পের রসুমের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কাজীরদের ও আদালতসকলের চিহ্নিত ওকালতীতে যে উকীলেরা পশ্চাৎ মোকরর হয় তাহারদিগের সনন্দ ইষ্টাম্পযুত যত বড় দীর্ঘ ও প্রস্থ ও যে রকম কাগজে লিখিবার ধার্য্য শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের পরামর্শক্রমে হয় তাহাতেই লেখা যাইবেক ও যাহারা ঐ কার্য্যে মোকরর হইবেক তাহারা সে কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম ফিসনন্দ ২৫ পঁচিশ টাকা দিবেক।

সনন্দী কাগজের ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কাজী ও উকীলগণের সনন্দ লিখিবার কাগজের ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ বিশেষিয়া পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় এবং নাগরী অক্ষরে হিন্দী জোবানে খোদান যাইবেক।
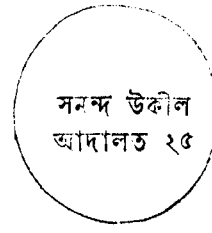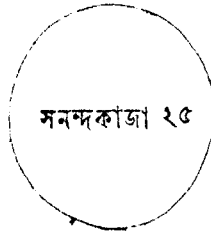
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ওকালতী সনন্দার্থে ইষ্টাম্পযুত কাগজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে লইবার কথা।

উকীলেরা রসুম না দিলে সনন্দ না পাইবার এবং সে কার্য্য করিতে না পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এ আইন পাইলে পর উকীলদিগের সনন্দ তৈয়ারের কারণ ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার হয় তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া লইবেন। ইহাতে দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগকে নিষেধ আছে যে যে কোন উকীল মোকরর হয় সে ঐ রসুম দাখিল না করিলে তাহাকে ওকালতী সনন্দ ও সে কার্য্য করিতে না দেন।

কাজীয়লকুজ্জাৎ কাজীদিগের সনন্দ লিখিবার

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কাজীয়লকুজ্জাতের কর্ত্তব্য যে আপন তাবে কাজীদিগের সনন্দ

লিখিবার

লিখিবার কারণ ইষ্টাম্পযুত যত তখ্তা কিম্বা বন্দ কাগজের দরকার হয় তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া লয়। ইহাতে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে কোন কাজীকে তাবৎ সনন্দ ও কজাই কার্য্যে দখল দেন্ যাবৎ তাহার রসুম দাখিল না করে।

কারণ ইষ্টাম্পযুত কাগজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে লইবার কথা।

রসুম না দিলে কাজীরা সনন্দ না পাইবার ও সে কার্য্য না করিতে পারিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কাজী ও উকীলগণের সনন্দের যে রসুম উসুল করেন্ তাহার নিকাশ দিবার কারণ যে দাঁড়ার ধার্য্য হয় সেই দাঁড়ায় দিবেন ইতি।

দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবেরা কজাই ও ওকালতী সনন্দের রসুমের নিকাশ দিবার কথা।

২৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে আদালতসকলের সাহেবেরা ও বোর্ডসকলের সাহেবেরা কিম্বা অন্য যাঁহারা এই আইনের অনুসারে অথবা পশ্চাৎ যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মতে ইষ্টাম্পযুত কাগজ তলব করিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের নিকটে সরবরাহ্ দিবার জন্যে সে সকল কাগজ সবত্রেজরের অর্থাৎ সরকারের খাজাঞ্চীর নায়েব সাহেবের স্থানে পাঠাইতে থাকেন্ ইহাতে সেই নায়েব সাহেবের উচিত যে সে সকল কাগজের প্রতিতখ্তা কিম্বা বন্দের উপর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের দেওয়া ইষ্টাম্পের যত নিকটে খাটে ত্রেজরীর ইষ্টাম্প করিতে থাকেন্।

ইষ্টাম্পযুত কাগজের উপর ত্রেজরীর ইষ্টাম্প হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ত্রেজরীর ইষ্টাম্পের উপর ইঙ্গরেজী হরফে ত্রেজরী শব্দ এবং পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে খাজানা আমেরা শব্দ খোদান যাইবেক।

ত্রেজরীর ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।
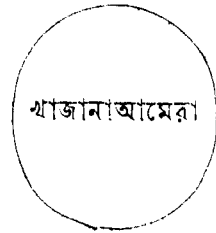
৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সময়ে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ত্রেজরীর ইষ্টাম্প হইবার কারণ সবত্রেজরের সাহেবের নিকটে ইষ্টাম্পযুত কাগজ পাঠান্ সে সময়ে কর্ত্তব্য যে তাহার সঙ্গে সে সকল কাগজের নম্বর এবং দীর্ঘ ও প্রস্থ ও রকম ও যে যে প্রকার ইষ্টাম্প তাহাতে দিয়া থাকেন্ সে সকলের নিদর্শনে এক লিখন লিখেন্। সবত্রেজরের সাহেব সেই লিখনের উপর আপন খিদমতের নিদর্শনে দস্তখৎ করিবেন কারণ এই যে তাঁহার আমলায় সে সকল কাগজকে মাতবর জানিয়া তাহার উপর ত্রেজরীর ইষ্টাম্প করিবেক এবং তাহার মিলান পশ্চাৎ ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ত্রেজরীতে কাগজ পাঠাইবার কালে এই প্রকরণের লিখনানুসারে ১ লিখন তথাকার সাহেবকে লিখিবার কথা।

সহিত করা যাইবার কারণ সে লিখন খাজানার দফ্তরে সাবধানে রাখা যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের পাওনা রসুমের অন্দরে শতকরা ৫ টাকা কর্ত্তন হইবার কথা।

আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর যে আইন বহাল আছে ও চলিতেছে ইহার মতে কিম্বা পশ্চাৎ যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার অনুসারে আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলদিগের পাওনা যত রসুম হইবেক তাহার মধ্যে শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে কর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

২৮ ধারা।

আলাহিদা খরচের হুকুমছাড়া উসুলহওয়া রসুম সরকারে দাখিল হইবার কথা।

এই আইনের অনুসারে যে যে খরচ করিবার বিষয়ে আলাহিদা হুকুম থাকে তাহাছাড়া যত রসুম মিলিবেক তাহা সরকারে দাখিল হইবেক ইতি।

২৯ ধারা।

রসুমের নিকাশ সুদাঁড়ায় রাখিবার পরামর্শ আক্কৌণ্টাণ্টসাহেব আদালতসকলের সাহেবপ্রভৃতিকে দিবার কথা।

সরকারের আক্কৌণ্টাণ্ট অর্থাৎ হিসাবনবীস সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের অনুসারে যে রসুম মিলে তাহার নিকাশ সুন্দর দাঁড়ায় রাখিবার কারণ আদালতসকলের সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে ও বোর্ডত্রেডের সাহেবদিগকে পরামর্শ দেন হেতু এই যে সে রসুম চলবিচল না হইয়া হস্তগত হয় ইতি।

৩০ ধারা।

কেহ ইষ্টাম্প কৃত্রিমাদি করিলে সে কয়েদ এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইবার ও শরার মতে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবার কথা।

যদি কাহারো নামে এমত নালিশ হয় যে সে ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিয়াছে কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্পযুত কাগজ জানিয়া তাহা নিজ কার্য্যে লাগাইয়াছে অথবা অন্যের স্থানে বিক্রয় করিয়াছে তবে সে ব্যক্তি কয়েদ থাকিবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে বিচার কারণ সোপর্দ্দ হইবার ও শরার মতে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৭ সপ্তম আইন।

মোকাম বাকরগঞ্জের কমিসনরী কার্য্য মৌকুফ করিবার এবং এইক্ষণে জিলা ঢাকা জলালপুরের আদালতের শামিলে যে সকল মহাল আছে তথায় নব্য এক দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত মদিরার ভাটীর হাসিলের নিরিখ সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও এলাকা বারাণসে অধিককরণের কর্তৃত্ব শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের থাকিবার আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রেসিডেণ্ট সাহেবের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১৭ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ১৯ শওয়ালে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জিলা ঢাকা জলালপুরের প্রাশস্ত্য অতিশয় থাকনপ্রযুক্ত তথাকার আদালতের শামিল এইক্ষণেথাকা মহালসকলের উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের সমাধা শীঘ্র হইতে পারে না অতএব সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরাতে হইবার কারণ এবং মোকাম বাকরগঞ্জের যে কমিসনরসাহেবের ক্ষমতা তথাকার ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়া দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলে কিছুই চলিত না তাঁহার তাবে পূর্ব্বে থাকা সুন্দরবন ও তৎসন্নিকট স্থানসকলে বিলক্ষণরূপে আদালতের সিরিস্তা জারী হইবার জন্যে আর চারি সুবা ও এলাকার যে যে স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের চতুস্ত্রিংশৎ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত মদিরার ভাটীর হাসিলের নিরিখ অসঙ্গত বোধ হয় তথাকার ভাটীর হাসিলের নিরিখ বিহিত বুঝিয়া কমী কিম্বা বেশী করিবার দ্বারা ধার্য্য হইবার অর্থে নীচের লিখিত হুকুম নির্ণয় হইল ইতি।

২ ধারা।

মোকাম বাকরগঞ্জের কমিসনরীকার্য্য মৌকুফ হইবার ও জিলা ঢাকা জলালপুরের আদালতের শামিল মহালাৎ দুই ভাগ হইবার কথা।

এই ধারানুসারে মোকাম বাকরগঞ্জের কমিসনরসাহেবের কমিসনরী কার্য্য মৌকুফ ও বরখাস্ত হইয়া সুন্দরবনসমেত যে সকল মহাল এইক্ষণে জিলা ঢাকা জলালপুরের আদালতের শামিলে আছে তাহা দুই জিলাক্রমে অংশ হইবেক ও তাহার উত্তরাংশ জিলা ঢাকা জলালপুর সংজ্ঞায় ও দক্ষিণাংশ জিলা বাকরগঞ্জ নামে খ্যাত হইবেক ও এই দুই জিলার সীমাসরহদ্দের নিরূপণ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে হইবেক এবং একং জিলায় একং দেওয়ানী আদালত নির্দ্দিষ্ট

হইয়া

হইয়া একং সাহেবের তাবে থাকিবেক তাহাতে অন্যং আদালতের সাহেবদিগেরে যে ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের ব্যাপার চালাইবার অর্থে অর্পিত আছে সেই ক্ষমতা এ সাহেবদিগেরেও অর্পণ হইবেক এবং তাঁহারদিগেরে অন্যং জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের মতে তথাকার ফৌজদারী কার্য্য করিবার কারণেও সাধ্য দেওয়া যাইবেক ইহাতে যে আদালত উত্তরাংশে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার সংজ্ঞা জিলা ঢাকা জলালপুরের দেওয়ানী আদালত এবং যে আদালত দক্ষিণাংশে নির্দ্ধার্য্য হইবেক তাহার নাম জিলা বাকরগঞ্জের দেওয়ানী আদালত হইবেক। ও এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যেরূপে মোকাম বাকরগঞ্জের কমিসনরসাহেব কেবল ফৌজদারী কার্য্যের ভার রাখিতে সে মোকামে ছয়ং মাসান্তর ভ্রমণ করিতেন সেইরূপে অংশক্রমে নির্দ্দিষ্টহওয়া জিলা বাকরগঞ্জেও ভ্রমণ করিবেন ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা পূর্ব্বমতে ছয়ং মাসান্তর বাকরগঞ্জে ভ্রমণ করিবার কথা।

৩ ধারা।

ঢাকা জলালপুরের আদালতের কাছারী স্থান লড়িয়া বসিবার ও তথায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ভ্রমণ করিবার কথা।

উত্তর কালে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর উচিত জানিলে এমত করিতে পারেন যে জিলা ঢাকা জলালপুরের আদালতের কাছারী উঠাইয়া ঐ জিলার দিগ্‌বিদিগের যথায় বসাইবার ধার্য্য হয় তথায় বসান্ তাহাতে ঐ আদালতের কাছারী এক স্থানহইতে স্থানান্তরে লড়িয়া বসিলে জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যথায় ঐ আদালতের কাছারী নব্য পত্তন হয় তথায় ছয়ং মাসান্তর ভ্রমণ করেন্। আর এই ধারাক্রমে জানিবেন যে আদালতের কাছারী এক স্থানহইতে উঠিয়া স্থানান্তরে বসিলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত যে হুকুমক্রমে দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা ভ্রমিয়া আপনারদিগের অবস্থিতির স্থান সদর মোকামে আসিলে পর ঢাকা জলালপুরে যাইবার হুকুম আছে তাহা নিবৃত্ত ও মৌকুফ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

চারি সুবা ও এলাকার শরাবের ভাটীর হাসিলের নিরিখ কমী ও বেশী করিতে হজুরের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কর্ত্তৃত্ব আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত মদিরার ভাটীর হাসিলের নিরিখ চারি সুবা ও এলাকায় অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসে কমী ও বেশী করেন্ অতএব যে সময়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মদিরার ভাটীর হাসিলের নিরিখ কমী ও বেশীকরণ উচিত জানেন্ সে সময়ে তাহার যুক্তি ঐ শ্রীযুতের হজুরে দিবেন ও তথায় তাহার ধার্য্য পড়িবেক। এরূপে যদি হাসিলের নিরিখ কমী কিম্বা বেশী করিতে হয় তবে কালেক্টরসাহেবেরা সে হাসিলের নয়া নিরিখের নক্সা করিয়া আপনং দস্তখতে জিলা কিম্বা শহর যথায়ং সে হাসিল লইতে হয় তথাকারং আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন ও এ প্রকার নক্সা না পাঠাইবাপর্য্যন্ত

নয়া

নয়া নিরিখে হাসিলওন মঞ্জুর নহে জানিবেন। আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ প্রকার নক্সা পাইলে তাহা সকল লোকের জ্ঞাতসারের জন্যে আপনারদিগের কাছারীতে লটকাইয়া দেওয়ান। আর এ হুকুমের অনুসারে এমতানুমান না হয় যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ৬ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণানুসারে যেমতাচরণ করিবার অর্থে শক্ত্যর্পণ হইয়াছে তাহা করিতে নিষেধ আছে ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের ৬ ধারার ২ প্রকরণের হুকুম মৌকুফ না হইবার কথা।

VOL. III. 103.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৮ অষ্টম আইন।

এলাকা বারাণসে চুরী ও ডাকাইতীতে ক্ষতি হইবার দাওয়ার মোকদ্দমাসকলের বিচার দেওয়ানী আদালতসকলে করাইবার এবং ঐ এলাকার খাম মহালাতের তহসীলদারেরা ঐ সকল মোকদ্দমার জওয়াবের দায়ী হইবার নিরূপণের আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হস্তহইতে সরকারী উকীলগণ নিযুক্ত হইবার ভার উঠিয়া তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হইবার আইন ঐ হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৬ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৩ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২১১ সালের ২৮ জীকাদে জারী হইল।

হেতুবাদ। ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের মতে ক্ষতি খেসারার মোকদ্দমার যে সকল দাওয়া তহসীলদার ও আমিলদিগের উপর পড়ে এবং তহসীলদারেরা ও আমিলেরা আপনারদিগের দপ্তর বিষয়ের যে সকল দাওয়া করে তাহার বিচার ফৌজদারী আদালতসকলে হইবার দায় আছে ও তথায় হইয়া আসিতেছে এইক্ষণে বিহিত জানা গেল যে উত্তর কালহইতে সে সকল মোকদ্দমার বিচার দেওয়ানী আদালতসকলে হয়। এতদ্ভিন্ন সন্দেহ জন্মিল যে মহালাৎ খাম অর্থাৎ আমানী মহালাতের তহসীলদারেরা চুরী ও ডাকাইতীর মোকদ্দমাসকলের জওয়াবের দায়ী হয় কি না। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারাক্রমে চারি সুবা ও এলাকার দেওয়ানী আদালতসকলে সরকারী উকীলগণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে ইহাতে আইনসকলের মর্ম্মানুসারে উচিত হয় যে ঐ উকীলগণ সমস্ত ব্যাপারের কর্ত্তা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হয় যেমতে অন্যং ফরিয়াদী কি আসামীরা আপনারদিগের পক্ষে সওয়াল ও জওয়াব কারণ উকীল মোকরর করে এই সকলহেতুক নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর এ হুকুম আমলে আসিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ৩ ধারাক্র— এলাকা বারাণসের মধ্যে চুরী ও ডাকাইতী হইলে তাহার ক্ষতি খেসারার দাওয়ার যে সকল মোকদ্দমা তথাকার তহসীলদার ও আমিলদিগের নামে ইঙ্গরে

জী

যে যে সকল মোকদ্দমা তহসীলদার ও আমিলদিগের নামে হয় ও তাহারা অন্যং লোকের নামে যে সকল মোকদ্দমা করে তাহা দেওয়ানী আদালতসকলে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবার কথা।

জী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হয় এবং তহসীলদার ও আমিলেরা চুরী ও ডাকাইতী হইবার নিমিত্তে অন্যং লোকের যে ক্ষতি খতরার দাওয়ার জওয়াবের দায়ী আদৌ হইয়া পশ্চাৎ তাহার নোকসানের দাওয়া করে কর্ত্তব্য যে সে সমস্ত মোকদ্দমার নালিশ দেওয়ানী আদালতসকলে করা যায় ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই আদালতসকলে হয় ইহাতে বহালী আইনসকলের লিখিত যে সকল হুকুম ঐ আদালতসকলে বিচারাদি হইবার অন্যং মোকদ্দমার প্রতি চলে সে সকল হুকুম সেই সমস্ত মোকদ্দমার সম্পর্কেও চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

খাম মহালাতের তহসীলদারেরা অন্য মহালাতের তহসীলদারদিগের মতে চুরীওগয়রহের জন্যে ক্ষতির দাওয়ার জওয়াবের দায়ী হইবার কথা।

এলাকা বারাণসের মধ্যে চুরী ও ডাকাইতী হইলে তাহার ক্ষতি খতরার জওয়াবের দায়ী খাম মহালাতের তহসীলদারেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে হইবেক কি না এই সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট হুকুম এই ধারানুসারে হইতেছে যে ঐ মহালাতের তহসীলদারেরা এমত সকল দাওয়ার জওয়াব দিবার বিষয়ে অন্যং মহালাতের তহসীলদারদিগের স্থানে গণ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলগণের মধ্যের সরকারী উকীলেরা হজুরহইতে নিযুক্ত হইবার কথা।

চারি সূবা ও এলাকার দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত উকীলগণের মধ্যের সরকারী যে উকীলেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটহইতে সরকারের তরফ ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা উত্তরকাল তথাহইতে নিযুক্ত হইবার বদলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

হজুরহইতে সরকারী উকীলগণকে এখ্তিয়ারনামা দেওয়া যাইবার কথা।

এই ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২৫ পঞ্চবিংশতি ধারা রদ হইল। ইহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এ আইন পাইলে পর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা দেওয়ানী আদালতসকলের চিহ্নিত অপর উকীলগণকে যে সকল সনন্দ দিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া সেই সনন্দানুসারে নয়া সনন্দ দেন। তদ্ভিন্ন যে উকীলেরা সরকারের তরফ ওকালাতী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে ও পশ্চাৎ নিযুক্ত হয় তাহারদিগেরে এখ্তিয়ারনামা ইঙ্গরেজী ও পারসী অক্ষর ও ভাষায় সদর সেক্রেটারির সাহেবের দস্তখতে দিবার ভার থাকিবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ৯ নবম আইন।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে বারাণস কিম্বা বেহারের পথে যে নীল ঐ সরকারের অধিকারে আইসে তাহার উপর বেশী হাসিল শত করা ১৫ পনের টাকার হারে নির্ণয় করিবার আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১১ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৪ সালের ২৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১৭ সফরে জারী হইল।

হেতুবাদ।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার সুবে আওধ ও পশ্চিম অঞ্চলের অন্যং দেশের উৎপন্ন ও উৎপাদিত অনেক নীল বিলায়তে চালান হয় এহেতুক ঐ সরকারের অধিকারের উৎপন্ন ও উৎপাদিত নীলে নীলামের মুখে বিস্তর ক্ষতি দর্শিয়াছে অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে উত্তরকাল ঐ সরকারের ভিন্নাধিকারহইতে নীল সচরাচর আসিবার প্রতিবন্ধকজন্যে এবং ঐ সরকারের অধিকারের নীলের ব্যবসায়ের আনুকূল্য কারণ নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

কোম্পানির ভিন্নাধিকারের আমদানী নীলের উপর পরমিটের হাসিল বেশী হইবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকার শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের অধিকার কিম্বা অন্যং দেশের উৎপন্ন কিম্বা উৎপাদিত যত নীল ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১ মার্চ্চহইতে বারাণস অথবা বেহারের পথে ঐ সরকারের অধিকারে আইসে তাহার উপর এই ক্ষণের নির্দ্দিষ্ট হাসিলছাড়া বেশী হাসিল শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কোম্পানির ভিন্নাধিকারের নীল বারাণস দিয়া বেহারে আসিলে তাহার রসুম লইবার মতের কথা।

উপরের লিখিত ভিন্নাধিকারের নীল বারাণসের পথে আসিলে তাহার উপর বেশী হাসিলের মধ্যে অর্দ্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৭।।০ সাড়েসাত টাকার হারে এলাকা বারাণসে যে পরমিটের কাছারীতে এইক্ষণে হাসিল লইবার নিরূপণ আছে তথায় লওয়া যাইবেক ও তথাহইতে বেহারে আমদানী হইলে বাকী অর্দ্ধেক হাসিল মোকাম মাজীর পরমিটের কাছারীতে লইতে হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

এক কালে বেহারে আমদানীহওয়া নীলের উপর বেশী হাসিল সমুদয় লইবার মতের কথা।

নীল বারাণসের পথে না আসিয়া এক কালে বেহারে আমদানী হইলে তাহার বেশী হাসিলসমুদয় এতাবতা শতকরা ১৫ পনের টাকা এইক্ষণের নিৰ্দ্ধারিত হাসিলছাড়া মোকাম মাজীতে লওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

ভিন্নাধিকারের আমদানী নীলকে কোম্পানির অধিকারের উৎপন্ন কিম্বা উৎপাদিত কহিয়া বারাণসের পথ দিয়া অথবা এক কালে বেহারে আনিলে তাহা ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবার কথা।

নীল এলাকা বারাণসে আসিলে যদি তথাহইতে কেহ সে নীলকে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অধিকার ঐ এলাকা কিম্বা স্থানান্তরের উৎপন্ন অথবা উৎপাদিত কহিয়া চালায় কিম্বা চালাইতে চাহে অথবা যদি সে নীলকে ঐ সরকারের অধিকার এলাকা বারাণস কিম্বা অপর রাজ্যের উৎপন্ন অথবা উৎপাদিত বলিয়া এককালে বেহারে আনে কিম্বা আনিতে চাহে তবে এই দুইরূপেই সে নীল ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

বারাণসে আমদানী হওয়া নীলের হাসিল সমস্তই সরকারের হক হইবার কথা।

মোকাম মাজীতে হাসিল দিবার নিদর্শনী একরারনামার পাঠের কথা।

ছয় মাসের মধ্যে নীল বেহারে না আনিলে একরারনামা মতে কার্য্য করিবার কথা।

জানিবেন যে এলাকা বারাণসে আমদানীহওয়া কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারের উৎপন্ন কিম্বা উৎপাদিত নীলের সম্পৰ্কীয় বেশী হাসিল সমস্তই সরকারের স্বত্ব হইবেক। তাহাতে যদি ঐ এলাকায় কেবল অৰ্দ্ধেক হাসিল লওয়া যায় তবে যাহারা তাহা আনে তাহারদিগের কৰ্ত্তব্য যে তথাকার পরমিটের কালেক্টর সাহেবের স্থানে এই মত একরারনামা লিখিয়া দেয় যে সে নীল বেহারে আনিলে তৎকালে মোকাম মাজীর পরমিটের কাছারীতে তাহার বাকী অৰ্দ্ধেক হাসিল দিবেক। ও সে কালেক্টরসাহেব সেই একরারনামাকে মোকাম মাজীর পরমিটের কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ইহাতে যদি সে একরারনামা লিখিয়া দিলে পর ছয় মাসের মধ্যে সে নীল বেহারে না আইসে তবে সেই বাকী অৰ্দ্ধেক হাসিল মোকাম মাজীর কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও তাহা না দাখিল করিলে তাহার দ্বিগুণ হাসিল অর্থাৎ আদৌ বারাণসে দেওয়া অৰ্দ্ধেক হাসিল ৭॥০ সাড়েসাত টাকা বাদে বাকী অৰ্দ্ধেকের দ্বিগুণ শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ও তাহা লইবার কারণ সে লোকের নীল কিম্বা অপর ব্যবসায়ের যে দ্রব্য মিলে তাহা ক্রোক ও নীলামের যোগ্য হইবেক ইতি।

৭ ধারা।

বারাণস ও মাজীর পরমিটের কালেক্টরসাহেবেরা কোম্পানির ভিন্নাধিকার দেশের আমদানী নীলের হিসাব

এলাকা বারাণসের ও মোকাম মাজীর পরমিটের কালেক্টরসাহেবদিগের কৰ্ত্তব্য যে আপনং মাসকাবারী হিসাব মাসেং কিম্বা যে সময়ে বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা হুকুম করেন্ সেই সময়ে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের ভিন্নাধিকারের আমদানী নীলের হিসাব উভয়ে উভয়ের নিকটে পাঠান্ কারণ এই যে তদৃষ্টে কোন বাকীদার প

রমিটের

রসিদের হাসিলসমুদয় কিম্বা কিছু না দিয়া থাকিলে তাহার তহকীক অনায়াসে হইতে পারে ও ইহাতে উভয়ের উচিত যে অতিসাবধানে আপনারদিগের উভয়তঃ কাগজ রুজু করেন্ ইতি।

উভয়ের নিকটে উভয়ে পাঠাইবার হেতুর কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১০ দশম আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মানের ও বিক্রয়করণের পাট্টাসকল এবং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবেরা শাস্তি দিতে পারিবার যোগ্যাপরাধিদিগের কৃতাপ রাধের নালিশী আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার এবং চারি সুবা ও এলা কায় দশ টাকার অধিক মূল্য না হয় এমত জিনিসের রওয়ানা লইবার লোকদিগের স্থানে ইষ্টাম্পের রসুম না লইবার ও হাসলি মাফী রওয়ানা পাইবার ব্যক্তিগণের নিকটে ঐ রসুম লওন অকর্ত্তব্য হইবার আইন শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১১ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৩ সালের ২৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৪ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে বিলা য়তী ১২০৪ সালের ২৯ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ১৭ সফরে জারী হইল।

হেতুবাদ।

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবার কারণ শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম হইল যে চারিসুবা ও এলাকার মধ্যে মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মানের ও বিক্রয়করণের যাবদীয় পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যায়। আর উচিত বোধ হইল যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মাজিস্ত্রেট্‌সাহেবেরা শাস্তি দিতে পারিবার যোগ্যাপরাধিদিগের কৃতাপরাধের নালিশী সমস্ত আর জীও ঐ কাগজে লিখিত হয় হেতু এই যে আসামীর সম্পর্কে কেবল অন্যায়দর্শক ও ক্লেশদায়ক ও খরচান্তকারক অমূলের যে সকল মোকদ্দমার বিচার মাজিস্ত্রেট্‌সাহেব দিগের নিকটে হইবাতে তাঁহারদিগের কালক্ষেপণ হয় তাহা উপস্থিত না হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ছোটং ব্যাপারিরা ইষ্টাম্পের রসুম দিতে কাতর হয় এহেতুক বি হিত জানা গেল যে যাহারা দশ টাকার অধিক মূল্য না হয় এমত জিনিসের রও য়ানা লয় তাহারা ইষ্টাম্পের রসুম দিবেক না। আর সন্দেহ জন্মিল যে যাহারা হা সিল মাফী রওয়ানা পায় তাহারা ইষ্টাম্পের রসুম দিবেক কি না। এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারার নবম প্রকরণের ও ১৮ অষ্টাদশ ধা রার অনুসারে যে সকল ছুটা আরজী ও দরখাস্তআদি লিখন ও তৎসম্পর্কীয় আদা লতের হুকুম ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহার কোন কাগজের ই ষ্টাম্পের রসুম যদি যোত্রহীনদিগের সম্বন্ধে আদালতসকলের জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্‌চত্বারিংশৎ আইনের মতে কার্য্য করিবার অগ্রে মাফ না ক রিতে পারেন্‌ তবে তজ্জন্যে জজসাহেবেরা ও অক্ষম দরখাস্তকারদিগের প্রতি বিস্তর ব্যামোহ জন্মে এই সকলহেতুক নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মানের ও বিক্রয়ের পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার কথা।

চারি সুবা ও এলাকার মধ্যে মদিরাদি মাদকসামগ্রী জন্মানের ও বিক্রয়করণের যাবদীয় পাট্টা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক। সে কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্থের ধার্য্য বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীক্রমে করিবেন ইহাতে যাহারা সে পাট্টা পায় তাহারা তাহার রসুম মদিরাদি জন্মানের ও বিক্রয়করণের নির্দ্ধারিত টাঙ্কছাড়া অতিরিক্ত নীচের লিখিত বেওরাক্রমে দিবেক।

ইষ্টাম্পের রসুমের বেওরা কথা।

রকম ভাটী	দিনপ্রতি টাঙ্কের হার	পাট্টার রসুম
১ আউওল	৫	৫০
২ দোয়ম্	৪	৪০
৩ সেয়ম্	২॥০	২৫
৪ চাহারম্	১॥০	১৫
৫ পঞ্জম্	৸০	১০
৬ ষষম্	।৵০	৫

৩ ধারা।

ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

ইষ্টাম্পের উপর নীচের লিখিত পাঠ পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও নাগরী হরফে হিন্দী জোবানে রসুমের প্রভেদে খোদা যাইবেক।

৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল পাট্টার কারণ ইষ্টাম্পযুত যত কাগ

জের

জের দরকার হয় তাহা বারেং ইষ্টাম্পের সপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করেন ও তাহার নিকাশ যে সময়ে যেরূপে তলব হয় তাহা দেন ইতি।

সাহেবের স্থানে আবকারী পাট্টার কাগজ তলব করিবার কথা।

৫ ধারা।

যদি কোন কালেক্টরসাহেব ইষ্টাম্পযুত কাগজ প্রথমবার পাইলে পর ইষ্টাম্পহীন কাগজে লেখা কোন পাট্টা মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মানের কিম্বা বিক্রয়ের কারণ কাহাকেও নিজে দেন কিম্বা অন্যের দ্বারা দেওয়ান তবে আপন কার্য্যহইতে তগীরের যোগ্য হইবেন। এবং যে কেহ ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লেখা পাট্টা পাইয়া মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মাইতে কিম্বা বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার উপর পাট্টা না পাইয়া ঐ সামগ্রী জন্মাইতে অথবা বিক্রয় করিতে লাগিবার লোকের প্রতি যত দণ্ড কর্ত্তব্য হয় তত দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পহীন কাগজে পাট্টা দিলে কালেক্টর সাহেবদিগের সমুচিতের কথা।

ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লেখা পাট্টা পাইয়া মদিরাদি মাদক সামগ্রী জন্মাইলে কিম্বা বিক্রয় করিলে লোকদিগের দণ্ডের কথা।

৬ ধারা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবার যে সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে ঐ সাহেবদিগের নিকটে এককালে উপস্থিত হয় কিম্বা ঐ সনের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের ১২ দ্বাদশ ধারা অথবা ৩১ একত্রিংশৎ ধারামতে দারোগা কিম্বা কোতওয়ালদিগের স্থানে পঁহুছিয়া তথাহইতে গুজরে সেই সকল আরজী সেই ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক তদর্থে ইষ্টাম্পযুত হইবার যে কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্থের নির্দ্ধার্য্য শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের পরামর্শক্রমে হয়। ইহাতে যাহারা এমত মোকদ্দমার নালিশ করিবেক তাহারদিগের নালিশ সেই কাগজের যে তখ্তা কিম্বা বন্দের উপর লেখা যায় তাহার ফিকেতার রসুম ।৹ আট আনার হারে দিবেক। এ গতিকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লেখা এমত মোকদ্দমার যে কোন আরজী তাঁহারদিগের নিকটে এককালে পঁহুছে কিম্বা অন্যের স্থানহইতে আইসে তাহা গ্রাহ্য করেন ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা শাস্তি দিতে পারিবার যোগ্য অপরাধিদিগের কৃতাপরাধের নালিশের আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার কথা।

৭ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী লিখিবার কাগজের ইষ্টাম্প নীচের লিখিত পাঠক্রমে খোদা যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পের পাঠের কথা।

৮ ধারা।
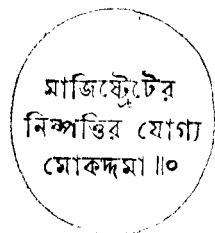
৮ ধারা।

দারোগা ও কোতওয়ালদিগের নিকটে পঁহুছিবার নালিশী আরজী আদৌ ইষ্টাম্পযুত কাগজে না লিখিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে চালান হইতে লাগিলে তৎকালে তাহা ফিরাইয়া লিখিবার কথা।

এ হুকুম বুঝিবার বিপরীত না হইতে পারিবার কারণ লেখা যাইতেছে যে উপরের লিখিত মোকদ্দমাসকলের নালিশী যত আরজী আদৌ দারোগা ও কোতয়ালদিগের নিকটে পঁহুছে তাহা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম নাই জানিবেন যে তাহার মধ্যের যে যে মোকদ্দমার সমাধা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের মতে উভয় সম্মতিতে না হইয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে চালান হয় সেই২ মোকদ্দমার আরজী ফিরাইয়া ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

৯ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা দুঃখি লোকদিগেরে ইষ্টাম্পের রসুম মাফ করিতে পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাহারদিগেরে নিতান্ত দুঃখী ও ইষ্টাম্পের রসুম দিতে অশক্ত বুঝেন্ তাহারদিগেরে ঐ রসুম মাফ করেন্ কিন্তু তাহাতেও নালিশী আরজী ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

ইষ্টাম্পের রসুম আসামীর স্থানহইতে ফরিয়াদীকে দেওয়াইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সাধ্য আছে যে সময়ক্রমে উচিত জানিলে ইষ্টাম্পের রসুম আসামীর স্থানহইতে ফরিয়াদীকে দেওয়ান্ ইতি।

১১ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা ইষ্টাম্পযুত কাগজ তাহার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করিবার কথা।

উপরের লিখিত তিন সুবার জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের নালিশী আরজী লিখিবার কারণ ইষ্টাম্পযুত যত কাগজের দরকার যে সময়ে হয় সে সময়ে তাহা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দফ্তরহইতে তলব করিয়া লন্ ও তাহার নিকাশ যে সময়ে যেরূপে তলব হয় তাহা যোগাইয়া দেন্ ইতি।

১২ ধারা।

এই আইনের লিখিত মোকদ্দমাসকল ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের যে যে ধারার হুকুম চলিবেক তাহার কথা।

জানিবেন যে এই আইনমতে ইষ্টাম্পযুত কাগজ যে যে কার্য্যে লাগে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারার এবং ১৫ পঞ্চদশ ধারার ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় প্রকরণের এবং ২৩ ত্রয়োবিংশতি ও ২৬ ষড়্বিংশতি ও ২৮ অষ্টাবিংশতি ও ২৯ ঊনত্রিংশৎ ও ৩০ ত্রিংশৎ ধারার লিখিত সমস্ত হুকুম চলিবেক ইতি।

১৩ ধারা।

ছুটা আরজীওয়ায়হের ইষ্টাম্পের রসুম

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১৭ সপ্তদশ ধারার ৯ নবম প্রকরণে যে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১০ দশম আইন।

সকল ছুটা আরজী ও দরখাস্তআদি লিখন ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার হুকুম আছে ও তদ্দৃষ্টে আদালতের যে হুকুম ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিবার ইশারা ঐ আইনের ১৮ অষ্টাদশ ধারায় বর্ত্তে সেমত কাগজ কোন অক্ষমে দাখিল করিলে ও তদ্দৃষ্টে আদালতের কিছু হুকুম লিখিতে হইলে তাহার ইষ্টাম্পের রসুম দিবার শক্তি সে লোকের না থাকিবার অনুমান যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের অথবা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হয় তবে তাঁহারদিগের উচিত যে সে ব্যক্তির সম্বন্ধে সে রসুম মাফ করিবার অগ্রে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্‌চত্বারিংশৎ আইনের লিখিত সমস্ত নিষেধ ও বিধির হুকুমমতে চলিবার জন্যে যে ইশারা ঐ ৬ আইনের ১৯ ঊনবিংশতি ধারায় আছে তদনুসারে না চলিয়া সেমত লোকদিগের দরপেশী মোকদ্দমার সঙ্গে গুজরান দস্তাবেজাতের রসুম যেমতে মাফ করিবার ক্ষমতা ঐ ৬ আইনের ১০ দশম ধারার অনুসারে তাঁহারা রাখেন্ সেইমতে সেই ছুটা আরজীওগয়রহ্ কাগজের ইষ্টাম্পের রসুম মাফ করেন্ ইতি।

মাফ করিবার অগ্রে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের লিখিত হুকুম মতে চলিবার আবশ্যক না থাকিবার কথা।

১৪ ধারা।

১০ দশ টাকার অধিক মূল্য না হয় এমত সকল জিনিসের রওয়ানা ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে ইষ্টাম্পযুত কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু যাহারা এমত জিনিসের রওয়ানা লইবেক তাহারা সে রওয়ানার রসুম দিবার দায় ঠেকিবেক না। ইহাতে কষ্টমের কালেক্টরসাহেবেরা সে রসুম মাফের হিসাব দিবার যেরূপ ধার্য্য হয় তদনুসারে দিবেন ইতি।

হাসিলমাফী জিনিসের রওয়ানা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবার কথা।

১৫ ধারা।

হাসিলমাফী সমস্ত জিনিসের রওয়ানা ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা যাইবেক ও তাহা যাহারা পাইবেক তাহারদিগের প্রতি সে রওয়ানার ইষ্টাম্পের রসুমের দায় পড়িবেক না ইতি।

হাসিলমাফী জিনিসের রওয়ানার ইষ্টাম্পের রসুম মাফের কথা।

Vol. III. 115.

সমাপ্ত।

A True Translation

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১১ একাদশ আইন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী ও অন্য বিলায়তী যে লোকেরা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের তাবে নহে তাহারা সে আদালতে নালিশ করিবার সময়ে দিবার একরারী মুচলকার নক্সা দুরস্ত করিবার এবং আসামীদিগের জামিনেরা যে একরারনামা আদালতে দিবেক তাহার নক্সা নির্দ্ধার্য্যের আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১৩ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ৩০ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ৮ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ৩০ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৮ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ২১ রবীয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

জানা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশতি আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত একরারী মুচলকা নিতান্ত কদর্য্য ও সদোষ হইয়াছে এবং ঐ সনের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে আসামীদিগের হাজিরের অর্থে তাহারদিগের জামিনদিগের স্থানে যে একরারনামা লইবার হুকুম আছে তাহার নক্সা নির্দ্ধার্য্য কিছুই হয় নাই অতএব ঐ কদর্য্যতা ও দোষ দূরের কারণ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন সুবজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে পঁহুছিলে পর এ হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৮ আইনের ৭ধারার লিখিত একরারী মুচলকার বদল মুচলকার পাঠের কথা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের ব্যাপ্য বিলায়তী ও অন্য বিলায়তী যে লোকেরা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের তাবে নহে তাহারা আদালতে নালিশ করিবার সময়ে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশতি আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত একরারী মুচলকার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত পাঠের মুচলকা দেয়। সে পাঠ এই যে লিখিতং শ্রী অমুক জন্মভূমি অমুক স্থান এইক্ষণে সাকিন অমুক জিলা কিম্বা শহর মোজাফেসুব অমুকস্য মুচলকাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অদ্য অমুক স্থানের অমুকের নামে অমুক মোকদ্দমায় অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের স্থানে নালিশ করিয়া এই জজসাহেব কিম্বা ইঁহার ওয়ারিস অথবা ওসী অর্থাৎ প্রতিরূপের নিকটে মবলগে এত টাকা অবাদে দিবার দায়ী হইয়া আপন ও আপন উত্তরাধিকারিগণের ও আত্মস্বরূপ জনের পক্ষহইতে মুচলকা লিখিয়া

য়া দিতেছি এ মোকদ্দমায় এই আদালতের কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতের অথ বা সদর দেওয়ানী আদালতের যে হুকুম কিম্বা ডিক্রী হয় তাহা যদি আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণ অথবা আমার স্বরূপ জনের কেহ কিম্বা এ সকলের পক্ষের কোন ব্যক্তিতে মানি অথবা মানে তবে এ মুচলকার কট অকর্ম্মণ্য ও রদ হইবেক ও না মানিলে সাব্যস্থ ও বহাল থাকিবেক ইতি সন অমুক তারিখ অমক ———

আমার সাক্ষাৎ এই মুচলকায় ইষ্টাম্প না হওয়া স্থানে মোহর হইয়া দাখিল হইল। শ্রী অমক জজস্য ———

আমি নিজ মোহর করিলাম। শ্রী অমুক মুচলকাদায়কস্য।

৩ ধারা।

আসামীদিগের জামিনেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাক্রমে একরারনামা দিবার পাঠের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উত্তরকাল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে আসামীদিগের হাজিরের কারণ তাহারদিগের জামিনদিগের স্থানে নীচের লিখিত পাঠের একরারনামা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে লওয়া যাইবেক। সে পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থানের শ্রীঅমুকের নামে অমুক মোকদ্দমায় অমুক স্থানের শ্রীঅমুক অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছেন ইহাতে আসামী এ নালিশের জওয়াব দিবেন এবং এ বিষয়ে আদালতের যে হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হইবাপর্য্যন্ত মানিবেন এ নিমিত্তে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসামীর জামিন হইয়া আপন ও আপন উত্তাধিকারিগণের ও আত্মস্বরূপ জনের তরফহইতে একরার লিখিয়া দিতেছি এই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নির্দ্ধারিত যে তারিখে ফরিয়াদী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা দাওয়ার জওয়াব দিবেন সেই তারিখে ফরিয়াদীকে আদালতে রুজু করিব বিশেষ একরার এই যে যাবৎ এ মোকদ্দমা এ আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে মুলতবী থাকে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত ডিক্রীমতে কার্য্য না হয় তাবৎ এই আদালতের জজসাহেবের হুকুমমতে আসামী রুজু থাকিবেন নচেৎ যদি তলবমতে হাজির না হন্ কিম্বা আমি ইহাকে হাজির না করি তবে এ মোকদ্দমায় যত টাকা দিবার কিম্বা যে হুকুম মানিবার অর্থে ডিক্রী হয় তত টাকা দিবার ও সে হুকুম মানিবার দায়ী বেওজর হইব ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার হুকুম সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানিবেন যে এই ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ১০ দশম ধারার প্রাস্তাবিত লোকদিগের সম্মান রক্ষার নিমিত্তে যে হুকুম আছে তাহা বিচলিত ও রদ হইবেক না ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

স্থাবর বস্তুছাড়া নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের ভার লাঘব হইবার এবং ঐ আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের সম্পর্কীয় কোনং হুকুম পরিবর্ত্ত ও স্পষ্ট করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২২ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ১৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২১২সালের ৬ জমাদীয়ল আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে মফঃসল আপীল আদালতসকলে নিষ্পত্তিহওয়া স্থাবর বস্তুছাড়া সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমারো আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে এপ্রযুক্ত ক্ষুদ্রং মোকদ্দমার বিচার ও সমাধা করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কালক্ষেপণ হয় ও প্রগাঢ় ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণে জড়তা আইসে। এবং উপরের লিখিত আইনমতে আপেলাণ্টদিগের সাধ্য আছে যে আপনং আপীলের আরজী চাহে এক কালে সদর দেওয়ানী আদালতে দেয় অথবা যে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়া থাকে তথায় এই নিমিত্তে গুজরায় যে আপেলাণ্ট আপন আরজী আদৌ সদর দেওয়ানী আদালতে দিলে তৎকালে তাহার বিশেষ মর্ম্ম মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের স্থানে জিজ্ঞাসিবার আবশ্যক হইয়া সে আরজী লইতে বিস্তর বিলম্ব দর্শে। অতএব ঐ সকল মন্দ দাঁড়া দূরের কারণ এবং ঐ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার ও ঐ ধারার অনুযায়ী ঐ সনের ৫ পঞ্চম আইনের যে ধারা আছে তাহার লিখিত কোনং হুকুম স্পষ্ট করিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখনক্রমে হুকুম হইল জানিবেন যে এ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২৮ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২০পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২৮ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২১২সালের ১৩ রজবে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে চলিবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার যে হুকুমক্রমে মফঃসল আ

পীল

লের ৬ আইনের ১০ ধারা রদ হইবার কথা।

পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার কথা।

পাঁচ হাজার টাকার অধিকের ডিক্রীর বিষয়ের মর্ম্ম এ আইনে স্পষ্ট করিবার কথা।

পীল আদালতসকলে নিষ্পত্তিহওয়া সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে সে হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল। উত্তরকালে মফঃসল আপীল আদালতসকলে সমাধাহওয়া স্থাবর বস্তুভিন্ন সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত না হয় এমত সংখ্যার নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমার যাবদীয় ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক। ইহাতে যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের উপযুক্ত এবং যে যে মোকদ্দমা তদ্যোগ্য নহে তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে জানিবেন যে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া নগদ কিম্বা জিনিসের উপর সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় ও তাহাতে আসামীর উপর সিক্কা পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত ডিক্রী না হয় তবে এমত নিষ্পত্তির অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের ভার লাঘবি এই আইনক্রমে সে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর কেহ এইক্ষণে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে পারে না। ও বুঝিবেন যে পূর্ব্বের আইনসকলের অনুসারে মফঃসল আপীল আদালতসকলে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে এবং জিলা ও শহরসকলের আদালতে সমাধাহওয়া মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতসকলে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ৮ অষ্টম আইনের মতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমার আপীল জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে যেরূপে দাওয়ার টাকার সংখ্যার প্রতি নির্ভর না করিয়া ডিক্রীর টাকার সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া হয় সেইরূপেই ডিক্রীর টাকার সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া এ ভার লাঘবি আইনমতে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

এ আইন ও পূর্ব্বের আইনসকলের মতে মোকদ্দমার আপীল হইবার নির্ণয়ের কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারাক্রমে আপেলান্টের যে শক্তিলাভ আছে তাহা দূর হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিবার আশাযুক্তেরা আদৌ আপনারদিগের আপীলের আরজী মফঃসল আপীল আদালতে দিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপনারদিগের মোকদ্দমার আপীল করিবার আশাযুক্তদিগের শক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে লাভ আছে যে হয় আপনারদিগের আপীলের দরখাস্তী আরজী যে মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তথায় দেয় অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে গুজরায় এ শক্তি এই ধারানুসারে রহিত হইল ইহাতে যে কেহ আপন মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে যে মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমা সমাধা পাইয়া থাকে তথায় আদৌ আপন আপীলের দরখাস্তী আরজী দেয় পশ্চাৎ সেখানকার সাহেবেরা সেই আইনের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন। আর ঐ ধারায় জামিনের বিষয় মোটে লেখা আছে এনিমিত্তে আপীলের আরজী লইবার অগ্রে ডিক্রী জারী মৌকুফের অর্থের জামিন লইতে হইবার অনুমান মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা করিয়াছেন এমত প্রকাশ বারং পাইয়াছে। কিন্তু সে আইনের মর্ম্ম কেবল এই আছে যে আপীলের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার

পীলের আরজী লইবার অগ্রে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের ৯ নবম ধারানুসারে উকীলের রসুমের যে জামিন লইবার হুকুম আছে তাহাছাড়া কেবল সিক্কা পাঁচ শত টাকার ঊর্দ্ধ না হয় এমত সংখ্যার আপীলের খরচার ও যে ডিক্রী জারী হয় তাহা মানিবার অর্থের জামিন লওয়া যাইবেক। অতএব জানিবেন যে জামিন লইবার হুকুমের সহিত আপীলের আরজী লইবার অগ্রে ডিক্রী জারী না হইবার অর্থের জামিন তলব করিবার দায় রাখে না। সেই ১০ ধারার শেষে লেখা আছে যে মফঃসল আপীল আদালতহইতে আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া পরে এ সমাচার এক লিখনের দ্বারা আপীলের দরখাস্তকারককে এই মতে দেওয়া যায় যে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদ ১৫ পনের দিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যাইবেক ইহাতে যদি সে আপীলের দরখাস্তকারক তাহার মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলে দাখিল হইলে পর তথায় ৬ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা করিতে বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু শুনণযোগ্য না জানাইতে পারিলে তাহার আপীলের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইবেক। তাহাতে লোকদিগের বোধ ছিল যে এ হুকুম আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইবার দিনহইতে খাটিবার দায় রাখে না বরং তথায় মোকদ্দমার রোয়দাদ দাখিল হইবার দিবসহইতে খাটিবার দায় রাখে। অতএব স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সে হুকুম আপীলের আরজী দাখিল হইবার সময়হইতে লাগিবার দায় রাখে। উত্তরকাল আইনমতে যে এত্তেলানামা অর্থাৎ সমাচারপত্র আপেলাণ্টকে দেওয়া যায় তাহাতে ঐ স্পষ্টার্থ ধরিয়া লেখা যাইবেক ও তন্মধ্যে আপীলের আরজী ও সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার তারিখের নিদর্শন থাকিবেক। আর যদি আপীলের আরজী কোন মফঃসল আপীল আদালতে অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে আইন্দা বৈঠকে কিম্বা যত ত্বরাতে হইতে পারে আপেলাণ্টকে তাহার আরজী নামঞ্জুর হইবার হুকুমের নকল এইহেতুক দেওয়ান্ যে তদ্দৃষ্টে আপেলাণ্ট ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিক্রমে আপন আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে নীচের লিখিত মতে গুজরাইবার সাধ্য রাখিবেক সে মত এইযে পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতে তাহার আরজী দিয়াছিল তাহা তথায় নামঞ্জুর হইয়াছে এতন্নিদর্শনে সে আরজী লিখে ও তাহার সঙ্গে সেই নামঞ্জুরী হুকুমের নকল কিম্বা নামঞ্জুরী হুকুম হইলে দশ দিনের পর তাহার নকল চাহিয়া পায় নাই এরূপের বিবরণপত্র দেয় ইতি।

লিখিত আপেলাণ্টের স্থানে জামিন লইবার হুকুম স্পষ্ট করিবার কথা।

এই ধারার মধ্যের প্রস্তাবিত ধারার লিখিতার্থ স্পষ্ট করিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপীলের আরজী নামঞ্জুর করিলে তৎকালে নামঞ্জুরী হুকুমের নকল আপেলাণ্টকে দিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার নিষেধ ও বিধিক্রমে আপেলাণ্ট আপন আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে দিবার সাধ্য রখিবার কথা।

৪ ধারা।

জানিবেন যে এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত স্পষ্টীকৃত নিষেধ ও বিধি সমস্তই ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের যে দ্বাদশ ধারা মফঃসল আপীল

৩ ধারার স্পষ্টীকৃত নিষেধ ও বিধি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আই

আদালতসকলে

নের ১২ ধারায় খাটি বার কথা।

আদালতসকলে আপীলের আরজী গুজরাইবার নির্দ্দশনে আছে তাহাতেও চলিবার দায় রাখে ইহাতে উত্তর কালে আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে আপন আপীলের আরজী আদৌ সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে দেয় যথায় তাহার মোক দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ও তথায় সে আরজী নামঞ্জুর হইলে শক্তি রাখে যে উপরের ধারার লিখিত সদর দেওয়ানী আদালাতে আপীল হইবার বিধিদৃষ্টে অন্য আরজী লিখিয়া মফঃসল আপীল আদালতে গুজরায় ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহর সকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে ফৌজদারীর কার্য্য চালাইবার ভারার্পণের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৭ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২২ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ১৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২২ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ৬ জমাদিয়ল আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৭ সপ্তম ধারার ও ১৭৯৬ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারার অনুসারে জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারদিগেরে জজসাহেবেরা ও মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ ফৌজদারীর সাহেবেরা আইনমতে যে সকল কার্য্যের ভার দেন তাহাই করেন। আর নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের মতে ঐ সনের ১ পহিলা মাই তারিখের কিম্বা তৎপশ্চাতের নির্দ্দিষ্ট ছাপা ও জারীহওয়া যে কোন আইনক্রমে জজ অথবা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সম্পর্কীয় যে যে কর্ম্ম তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহাছাড়া কর্ম্মান্তর না করেন। ইহাতে ছাপা ও জারীহওয়া আইনসকলের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সময়বিশেষে যে যে কার্য্য করিতে হয় তাহার নির্ণয় হইয়াছে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা অসাক্ষাৎ থাকিলে কিম্বা মরিলে অথবা পীড়িত হইলে তৎকালে ফৌজদারীর কার্য্য করিতে পারিবার ভার থাকিবার নিদর্শনী ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের চতুর্থ আইনছাড়া ছাপা ও জারীহওয়া অপর কোন আইনমতে তৎকর্ম্মের ভারার্পণ হয় নাই অতএব ফৌজদারীর কার্য্য অতিত্বরাতে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার কারণ এবং মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা বিবেচিয়া সুন্দররূপে ফৌজদারীর কার্য্য নির্ব্বাহের ভার আপনারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে দিবার জন্যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদি

জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগেরে এই ভারার্পণ হইতেছে যে ক

র্ম্মের

র্ম্মের বাহুল্য কিম্বা অন্যহেতুপ্রযুক্ত আপনারা সকল কর্ম্ম সুন্দররূপে নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে তৎকালে তাহার নির্ব্বাহ আপনারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের দ্বারা তবে করান্ যদি তাঁহারদিগের নিকটে আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা সেই ফৌজদারীর কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নীচের প্রস্তাবিত সুকৃতির অনুসারে শপথ করেন্। সে সুকৃতি এই যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য আমি অমুক জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম একারণ শপথ করিতেছি এই জিলা কিম্বা শহরের রক্ষা হইবার ও বজায় থাকিবার বন্দোবস্ত যথাসাধ্য করিব এবং আপন ভারের কার্য্য নির্লিপ্সে ও বিনাপক্ষপাতে করিতে থাকিব এবং আপন কার্য্যের সরবরাহ দিতে ও ইহার মোতালক কোন কার্য্য চালাইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে আমার যে লাভ প্রসক্তি আছে অথবা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া কিছু রসুম কিম্বা বেতনাদি লাভ স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে চাহিব না ও লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে অন্যকেও চাহিতে ও লইতে দিব না আর ঐ হজুরের যে সকল আইন এইক্ষণে চলন ও জারী আছে ও পশ্চাৎ জারী হয় তাহার অনুসারে বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে স্বকীয় ভারের কার্য্য করিব ইতি।

গেরে তাঁহারা অনবসরতাক্রমে আপনারদিগের কার্য্য করিতে না পারিলে তাহা আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে অর্পণ করিতে পারিবার ভারার্পণের কথা।

আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা ফৌজদারীর কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যে শপথ করিবেন তাহার কথা।

৩ ধারা।

আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা শপথ করিয়া থাকিলে তাঁহারা আবশ্যক বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিবার কথা।

জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা উপরের লিখিত শপথ করিয়া থাকেন্ তাঁহারদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের মতে কি ঐ সনের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনক্রমে ছাপা ও জারীহওয়া অন্যং আইন দৃষ্টেইবা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি যে সকল ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই সকল ক্ষমতার মধ্যের সেইং ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে যে ক্ষমতা তাঁহারদিগেরে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদের এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে ফৌজদারীর সম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে দেওন আবশ্যক বোধ হয় ইতি।

৪ ধারা।

আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা ফৌজদারীর কার্য্য করিবার সময়ে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আর্চর্য্য নির্দ্দিষ্ট আইনমতে চলিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফৌজদারীর কার্য্য করিবার সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের অনুসারে এবং অন্য যে সকল আইন মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কার্য্য চালাইবার দাঁড়ায়ুক্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ছাপা ও জারী হইয়াছে অথবা হয় তদ্দৃষ্টে তাহার যে যে হুকুম তাঁহারদিগের প্রতি অর্পিত বিষয়কর্ম্মে খাটে তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

যে বন্দিগণের ভাগ্যে দীয়তের কিম্বা দণ্ডের অথবা ডাকাইতী ও চৌর্য্যাদির ধন ফিরিয়া দিবার অথবা সে ধনের মূল্য দানের অর্থে হওয়া হুকুম তাহারা না মানিবা পর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার ফতওয়া হইয়া থাকে তাহারদিগের শাস্তির লাঘব করিবার শক্তি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে অর্পিবার এবং পশ্চাৎ এমত ফতওয়া না হইতে পারিবার আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ভার বিশেষিয়া ব্যক্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১০ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ২৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ২৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ২০ জমাদিয়ল আউওলে জারী হইল।

হেতুবাদ।

মৃত নায়েবনাজিমের হুকুমমতে এবং এলাকা বারাণসের পূর্ব্বের ফৌজদারী আদালতসকলের আর সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং ঐ এলাকার সাবেক ও হালের দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের হুকুমে অনেক অপরাধির ভাগ্যে দীয়তের এবং ডাকাইতী ও চৌর্য্যাদির ধন ফিরিয়া দিবার কিম্বা সে ধনের মূল্য দানের এবং ফরিয়াদীদিগের ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ নোকসানের নিশা দেওয়াইবার ও সরকারে দণ্ড লইবার হুকুম হইয়া তাহা না মানিবাপর্য্যন্ত তাহারা কয়েদ থাকিবার অর্থে ফতওয়া এতাবতা ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে তাহারদিগের বিস্তর লোকে দুস্থ ও অক্ষমহওনপ্রযুক্ত সে ফতওয়াক্রমে কার্য্য করিতে পারে নাই ও পারেনা এবং সে মত ফতওয়া সাব্যস্ত রাখিবাতে তাহা দায়মলহবসের তুল্য ফতওয়া অথবা তাহারদিগের অপরাধঅপেক্ষা গুরুতর শাস্তি ও হাকিমদিগের বাঞ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া হয় এ কারণ আর এরূপের বন্দিগণের শাস্তির লাঘবের উপায় কিছুই এইক্ষণের চলিত কোন আইনে করা যায় নাই এপ্রযুক্ত উচিত জানা গেল যে এরূপের বন্দিগণের শাস্তির লাঘব করিবার শক্তি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে অর্পণ হয় এবং পশ্চাৎ এপ্রকার ফতওয়া না হইতে পারিবার এক উপায় ঠাহরা যায়। আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের ভার বিশেষিয়া ব্যক্ত করা যায় অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল জানিবেন যে এ আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় এবং এলাকা বারাণসে পঁহুছিলে পর এ হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে যে কয়েদীদিগের ভাগ্যে দীয়তআদির হুকুম হইয়া তাহা না মানিবাপর্য্যন্ত কয়েদথাকিবার ফতওয়া হইয়া থাকে তাহার কৈফিয়ৎদৃষ্টে শাস্তির লাঘব করিবার এবং লোকেরদিগের দাওয়া বুঝিয়া তাহার কাগজ হজুরে পাঠাইবার শক্ত্যর্পণের কথা।

এই ধারাক্রমে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে শক্ত্যর্পণ হইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ ফৌজদারীর সাহেবদিগের স্থানে তাঁহারদিগের জিম্মার যে বন্দিগণের ভাগ্যে মৃত নায়েবনাজিমের হুকুমমতে এবং এলাকা বারাণসের পূর্ব্বের ফৌজদারী আদালতসকলের দেশীয় জজদিগের ব্যবস্থায় আর সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং ঐ এলাকার সাবেক ও হালের দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেদিগের হুকুমে কতলখতা অথবা কতল কায়েমমোকামখতা কিম্বা কতলবসবব অথবা অন্যাপরাধের জন্যে দীয়তের কিম্বা ডাকাইতী ও চৌর্য্যাদির ধন ফিরিয়া দিবার অথবা সে ধনের মূল্য দানের এবং অন্য লোকদিগের নোকসানের নিশা দেওয়াইবার ও সরকারে দণ্ড লইবার ইত্যাদি নানার্থে হুকুম হইয়া তাহা না মানিবাপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার ফতওয়া হইয়াছে সে বন্দিগণের কৈফিয়ৎ তলব করিয়া দৃষ্টি করেন্ এবং সে সকল অপরাধির প্রত্যেকের শাস্তির লাঘব করিবার জন্যে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন্ তাহাই দেন্। ইহাতে যে বন্দিগণে এই ধারাক্রমে শাস্তির লাঘবের উপায়প্রাপ্ত হয় তাহারদিগের উপর যাহারা দাওয়া রাখে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের দাওয়ার কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিকটে দাখিল করে তাহাতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে দাওয়ার কৈফিয়ৎ এবং দাওয়াকারকেরদের সম্ভাবনা ও সে দাওয়া সঙ্গতাসঙ্গতের মর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক লিখিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পাঠান্ সে সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের পাঠান কৈফিয়তী কাগজ দেখিয়া এবং তদ্ভিন্ন যে তত্ত্ব লইবার আবশ্যক থাকে তাহা লইয়া আপনারদিগের বিবেচিত রেওরালিপিসুদ্ধা চূড়ান্ত হুকুমের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন ইতি।

৩ ধারা।

কাহাকেও নোকসানের নিশা দেওয়াইতে এবং সরকারের বিষয়ছাড়া দণ্ডনির্ণয় করিতে নিষেধের আর দণ্ডের বদলে কয়েদের মিয়াদধার্য্য করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ফৌজদারী আদালতে এ আইন পঁহুছিলে পর ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদীদিগের কাহাকেও নোকসানের নিশা দেওয়ান যাইবে না ও ফৌজদারী আদালতক্রমে ফরিয়াদীরাও তাহা পাইবে না এবং ঐ আদালতে সরকারের বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে দণ্ডনির্ণয় করা যাইবে না ইহাতে যদি কখন কোন আদালতের সাহেব সরকারের বিষয়ে দণ্ড নির্ণয় করেন্ তবে উচিত যে সে সময়ে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সে দণ্ডের তুল্য বোধ হয় এত কাল মিয়াদে সে অপরাধির কয়েদ থাকিবার নির্দ্ধার্য্যও করেন্ এইহেতুক যে সেই দণ্ড মিয়াদের মধ্যে দিলে তৎকালেও না দিলে সেই মিয়াদগতে খালাস হইবেক। এই ধারাক্রমে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবেরা যে সময়ে দণ্ডের বদলে অপরাধির কয়েদ থাকিবার হুকুম করেন্ সে সময়ে কর্ত্তব্য যে মিয়াদ মওক্কৎ অর্থাৎ কিছু কাল বন্ধনের নিয়ম করেন্ চিরকালের জন্যে কয়েদ থাকিবার হুকুম না দেন্ ও জানিবেন

যে

যে তাঁহারা এমতে হুকুম দিলেও তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিনাম ঞ্জুরীতে মান্য হইবেক না।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা জানিবেন যে উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৫ পঞ্চম আইনের চতুর্থ ধারানুসারে ধরণাদেওয়া লোকদিগের উপর যে দণ্ড নির্ণয় হইতে পারে তাহাতেও খাটিবেক ইতি।

ধরণা দিবার অপরাধে উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবার কথা।

৪ ধারা।

যদি দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের কাজীরা কিম্বা মুফ্তীরা কোন অপরাধির ভাগ্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত কতলঅমদ ও কতলশেবেঅমদ ও কতলখতা ও কতল কায়ে মমোকামখতা ও কতল বসবরছাড়া কোন অপরাধের নিমিত্তে দীয়ত কিম্বা দণ্ডের ফতওয়া দেয় তবে ঐ আদালতসকলের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে দীয়ত কিম্বা দণ্ডের বদলে তত্তুল্যবোধক মিয়াদে কয়েদের নিরূপণ করেন্। জানিবেন যে তাঁহারা এমত নিরূপণের হুকুম করিলে তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক না এতভিন্ন দায়মালহবসের হুকুম হইলে তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ও সে কয়েদের হুকুমের লাঘব কিম্বা তাহা মাফ করিতে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা কোন বিষয়ে দীয়ত ও দণ্ডের হুকুমের বদলে কিছু কাল অথবা চিরকাল নিয়মে কয়েদের হুকুম দিতে পারিবার ও চিরকাল নিয়মের কয়েদের হুকুম নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবার কথা।

৫ ধারা।

যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কেহ কোন অপরাধির ভাগ্যে দণ্ডনির্ণয় করেন্ তবে কর্ত্তব্য যে তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের ৮ অষ্টম ও ৯ নবম ধারার লিখিত মিয়াদের অধিক না হয় এমত নিয়মে এই আইনের ৩ তৃতীয় ধারাদৃষ্টে কয়েদের মিয়াদ ধার্য্য করেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা দণ্ডের বদলে কয়েদের মিয়াদ ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের অনুসারে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগকে নিষেধ হইল যে কোন বিপদগ্রস্তকে নোকসানের নিশা দেওয়াইবার অর্থে হুকুম না করেন্ এ প্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের যে ২২ দ্বাবিংশতি ধারা এতন্নিদর্শনে আছে যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরা জজের ভারক্রমে দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের যে হুকুম নোকসানের নিশা দেওয়াইবার জন্যে হয় তাহা সেইরূপে মানেন্ যেরূপে দেওয়ানী আদালতসকলের ডিক্রীক্রমে কার্য্য করেন্ সে ধারাও রদ হইল ইতি।

এই ধারাক্রমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ২২ ধারা রদ হইবার কথা।

৭ ধারা।

৭ ধারা।

অপহারিত ধন মিলিলে তাহা সেই ধনাধিকারিকে দেওয়াইতে নিষেধ না থাকিবার আর মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবেরা ও দারোগারা সে ধন বাহির করিতে যত্ন করিবার এবং দারোগারা তত্ত্ব পাইলে তাহা সর্ব্বত্রহইতে বাহির করিতে পারিবার ও তাহা করিবার কথা।

এ আইনের অনুসারে কাহারো এমত বোধ না হয় যে ডাকাইতী ও চৌর্য্যাদির ধন মিলিলে ও তাহা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগের এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের সাহেবদিগের নিকটে পঁহুছিলে সে ধন তাহার অধিকারিকে না দেওয়াইতে হইবেক। ইহাতে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবদিগকে ও দারোগাগণকে যথাসম্ভব হুকুম আছে যে ডাকাইতী ও চৌর্য্যাদির ধন বাহির করিতে অতিমনোযোগী হন্। বিশেষ শক্তি দারোগাদিগেরে দেওয়া যাইতেছে ও তাহারদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে কাহারো বাটীঘরে কিম্বা কোন স্থানে অপহারিত ধন লুকান থাকিবার তত্ত্ব ধনাধিকারির শপথপূর্ব্বকের এজহারক্রমে পাইলে কিম্বা তাহার বিনা এজহারে স্বতঃপরতঃ অনুসসন্ধানের দ্বারা এমত ধন কাহারো বাটীঘরাদি কোন স্থানে ছাপান রহিবার নিশ্চয়গুহ্ দারোগাগণের হইলে এ দুইরূপেই তথায় গিয়া সে ধন বাহির করে ইতি।

৮ ধারা।

এ আইনমতে প্রকৃত তহখরচা দেওয়াইতে সর্ব্বদা পারিবার কথা।

এ আইনের অনুসারে ফৌজদারী আদালতসকলের সাহেবদিগের এমত জ্ঞান না হয় যে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীকে কোন বিষয়ে তাহারদিগের প্রাপ্তব্য প্রকৃত তহখরচা দেওয়ান উচিত জানিলে তাহা দেওয়াইতে কখন বারণ আছে ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ একবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ৩০ ত্রিংশৎ আইনের অনুসারে এদেশীয় অক্ষর ও ভাষায় সরকারের মালগুজারীর মোতালক দফ্তরসকল রাখিবার অর্থে যে মুজমিলনবীসী সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার আখরাজাতের কারণ রসুম লইবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ২৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ১০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ৪ জমাদিয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২১ একবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ৩০ ত্রিংশৎ আইনের অনুসারে এদেশীয় অক্ষর ও ভাষায় সরকারের মালগুজারীর মোতালক দফ্তরসকল রাখিবার জন্যে যে মুজমিলনবীসী সিরিস্তা নির্দ্দিষ্ট ও তাহার আমলা নিযুক্ত হইয়াছে তৎপ্রসাদাৎ ভূম্যধিকারিগণের অধিকারভূমির স্বত্বাধিকারের প্রতি আঘাত ও প্রবঞ্চনা হইবার পথ রোধ হইয়াছে অতএব যাহারা তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহারদিগের অধিকারভূমি সে সিরিস্তায় লেখা যায় তাহারদিগের উপর কিছু খরচা চড়ান উচিত জানিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্ধার্য্য হইল জানিবেন যে এ আইন সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং এলাকা বারাণসের জিলা ও শহরসকলে পঁহুছিলে পর এ হুকুমমতে কার্য্য হইবেক ইতি।

২ ধারা।

অধিকার অংশ ও শামিল হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার রসুম লইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবেরা সকর কি নিস্কর অধিকারভূমি অংশ ও শামিল হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ের রসুম নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লইবেন।

সকর অধিকার অংশ ও শামিল হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন সকর অধিকার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ২৬ ষড়্বিংশতি আইনের অনুসারে অংশ কিম্বা শামিল হইলে তাহার যত ভূমি অংশ হইয়া নামান্তরে যায় অথবা যত ভূমি স্বনাম ছাড়িয়া নামান্তরের শামিলে আইসে ততং ভূমির সালিয়ানা জমার উপর শতকরা।০ চারি আনার হারে।

৩ তৃতীয়

নিষ্কর ভূমি অংশ ও শামিল হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন নিষ্কর ভূমি অংশ হইলে কিম্বা কোন সনন্দের লিখিত ভূমির মধ্যের কিছু ভূমি পূর্ব্বে বিভাগ হইয়া পুনরায় তৎশামিলে আসিলে তাহার যত ভূমি অংশ হইয়া নামান্তরে যায় কিম্বা স্বনাম ছাড়িয়া নামান্তরের শামিলে আইসে ততৎ ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর শতকরা ২।।০ আড়াই টাকার হারে ইতি।

৩ ধারা।

অধিকার হস্তান্তর হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার রসুম লইবার মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবেরা বিক্রয় কিম্বা দান অথবা প্রকারান্তরে কোন সকর কিম্বা নিষ্কর অধিকার ভূমিসমূদয় অথবা তাহার মধ্যের কিছু হস্তান্তর হইলে তাহার কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ের রসুম নীচের লিখিত বেওরাক্রমে লইবেন।

সকর অধিকার হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন সকর অধিকার হস্তান্তর হইলে তাহার যত ভূমি হস্তান্তর হয় তত ভূমির সালিয়ানা জমার উপর শতকরা চারিআনার হারে।

নিষ্কর ভূমি হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুমের মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— কোন নিষ্করভূমি হস্তান্তর হইলে যত ভূমি হস্তান্তরে যায় তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের উপর শতকরা ২।।০ আড়াই টাকার হারে ইতি।

৪ ধারা।

সালিয়ানা জমা শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা।

জানিবেন যে এ আইনে যথায় সালিয়ানা জমা শব্দ লেখা যায় তাহার অর্থ এই যে যে বৎসর যে অধিকার অংশ কিম্বা শামিল অথবা হস্তান্তর হয় ও তাহার কৈফিয়ৎ লেখা যায় সেই বৎসরের মোকররী বন্দোবস্তের অনুসারে তাহার যে রাজস্বের ধার্য্য পড়ে তাহাকেই সালিয়ানা জমা জ্ঞান করিতে হইবেক। তাহাতে যদি সে অধিকার ইজারা হয় তবে ইজারদারের কবুলিয়তের লিখিত জমাদৃষ্টে ও সে অধিকারের বন্দোবস্ত তাহার অধিকারি কিম্বা ইজারদারের সহিত না হইলে তাহার আটসাটা উৎপন্নক্রমে ধরিতে হইবেক।

সাম্বৎসরিক উৎপন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা।

আর এ আইনে যে স্থানে সাম্বৎসরিক উৎপন্ন শব্দ লেখা যায় তাহার বেওরা এই যে যে বৎসর উপরের লিখিত নিষ্কর ভূমি অংশ কিম্বা শামিল অথবা হস্তান্তর হয় ও তাহার কৈফিয়ৎ লেখা যায় তাহার পূর্ব্ব বৎসরে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ভোগবানকে যত রাজস্ব অর্শিয়া থাকে কিম্বা অর্শে সেই মোটের উপর ঠাহরিবার দায় রাখে।

এই ধারার লিখিত হকীকৎ মিলিবার মতের কথা।

কালেক্টরসাহেবের হুকুম না মানিলে দণ্ডের কথা।

ইহাতে যাহার স্থানে সে ভূমির উৎপন্নের হকীকৎ থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সে হকীকৎ কালেক্টরসাহেবের লিখিত তলবমতে দাখিল করে। যদি এতদ্বিষয়ে সে সাহেবের হুকুম না মানে তবে সে সে হকীকৎ দাখিল না করিবাপর্য্যন্ত দিনপ্রতি যে হারে দণ্ড বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সে লোকের সময় ও শক্তিদৃষ্টে নির্ণয় করেন্ তাহা তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

৫ ধারা।

এই আইনের লিখিত রসুম ও দণ্ড কালেক্টরসাহেবের তলবমতে দিবেক নতুবা তাহা মালগুজারীর বাকী আদায় করিবার মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

রসুম ও দণ্ড উসুলের মতের কথা।

৬ ধারা।

এই আইনের অনুসারে কাহারো স্থানে সকর কিম্বা নিষ্কর কোন অধিকারসমুদয় কিম্বা তাহার কিস্মৎ অংশ অথবা শামিল কিম্বা হস্তান্তর হইতে লাগিলে তাহাতে সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক রসুম লওয়া যাইবেক না। ইহাতে যদি উপরের লিখিত বেওরাক্রমে কোন সকর কিম্বা নিষ্কর অধিকারভূমি অংশ কিম্বা শামিল অথবা হস্তান্তর হইবার কৈফিয়ৎ লিখিবার বিষয়ের রসুম পূর্ব্ব প্রস্তাবিত হারে সিক্কা একশত টাকার অতিরিক্ত হয় তথাচ কর্ত্তব্য নহে যে একশত টাকার অধিক তলব করেন্ কিম্বা লন্ ইতি।

শত মুদ্রার অধিক রসুম লইতে না পারিবার কথা।

৭ ধারা।

সকর অধিকার অংশ ও শামিল হইবার বিষয়ের যে রসুম এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে লইতে হয় তাহা কৈফিয়ৎ লিখিবার কালে লইতে হইবেক ইহাতে যে সুবায় সে অধিকার থাকে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ পঞ্চবিংশতি ও ১৭৯৫ সালের ২৬ ষড়্বিংশতি আইনের অনুসারে অংশ হইবার খরচা যাহার ২ উপর ঠাহরে তাহার২ স্থানেই সেই রসুম লওয়া যাইবেক। আর যদি অংশ কিম্বা শামিলহওয়া ভূমি নিষ্কর হয় তবে যাহারদিগের নামে সে ভূমি লেখা যায় তাহারদিগের জমাজাতের অংশদৃষ্টে তাহার রসুম লইতে হইবেক ইতি।

২ ধারাক্রমের রসুম যাহার২ স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে ভূমি বিক্রয় কিম্বা দান অথবা প্রকারান্তরে হস্তান্তর হইবার বিষয়ের রসুম যাহার নামে সে ভূমি চলে তাহার স্থানে সে ভূমির কৈফিয়ৎ এন্তেকালী অর্থাৎ খারিজদাখিলী বহীতে লিখিবার সময়ে লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারার অনুসারের রসুম যাহার স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা এই আইনের অনুসারে যত রসুম উসুল করেন্ তাহা সরকারে দাখিল করিবেন ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারদিগের স্থানে রসুম পান্ তাহারদিগেরে তাহার রসীদ দেন্ ইতি।

রসুম সরকারে দাখিল করিবার ও তাহার রসীদ দিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের এবং তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের তারিখ ১৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০৪ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২০৫ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০৫ সালের ১১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫৪ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২১২ সালের ৪ জমাদিয়ঃসানীতে জারী হইল।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৯ ঊনত্রিংশৎ ধারায় হুকুম লেখা আছে যে এদেশীয় সকল আদালতের সম্পর্কীয় দেওয়ানী মোকদ্দমাসকলের যে ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতে হয় তাহাতে যে হুকুম লেখা যায় তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু সে হুকুম প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহ তৃতীয় জর্জ্জের বাদশাহী সন ২১ জলুসের আক্তপার্লিমেণ্টের ৭০ বাবের ২১ দফার অনুসারে ঐ বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী সাহেবদিগের হজুরে আপীল করিবার যে বিধান নীচের লিখিত পাঠক্রমে আছে তাহার নিষেধের প্রতি খাটে না। তস্মাৎ তাহাতে হুকুম আছে যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সলী সাহেবেরা সকলে মিলিয়া কিম্বা ইঁহারদিগের জনেকে অথবা ইঁহারদিগের পক্ষে নিযুক্তহওয়া অন্য ব্যক্তিতেও এদেশীয় সকল আদালতে সমাধাহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ ও ইঁহারা তাহা করিবার বিষয়ে যেমত কর্তৃত্ব অদ্যাবধি রাখেন্ উত্তরকালেও সেই মত কর্তৃত্ব রাখিবেন ও ইঁহারদিগের সেই মতের কৃত বিচার ও নিষ্পত্তি সুসিদ্ধ ও মাতবর হইবেক। এবং ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের সংজ্ঞা বাদশাহের তাবের আদালত কোর্ট রিকর্ড হইবেক ও কোর্ট রিকর্ডের যে কিছু শক্তি আছে তাহা সমস্তই ঐ আদালতে বর্ত্তিবেক এবং পাঁচ হাজার পৌণ্ডের ন্যূন সংখ্যার যত মোকদ্দমার ডিক্রী তথায় হয় তাহা চূড়ান্তের তরে পাইবেক। তাহাছাড়া পাঁচ হাজার পৌণ্ড ও তদতিরিক্ত সংখ্যার যত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি তথায় পায় তাহার আপীল ঐ বাদশাহের হজুরে হইতে পারিবেক। ইহাতে আক্ত পার্লিমেণ্টের বিধানক্রমে আপীল করিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহার কোন দাঁড়ার ধার্য্য পায় নাই এহেতুক আবশ্যক যে যাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল ঐ বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সলী

সাহেবদিগের